



বৃষ্টি থামতেই চড়া রোদ ও ঘর্মাঙ্ক গরম অনুভূত হচ্ছে তিলোত্তমায়। একই অবস্থা দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলাতেও। ...**বিস্তারিত পাতা ৩**



২৬-এ পা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের। আগামী ২৮শে আগাস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস। ...**বিস্তারিত পাতা ৫**



ডায়াবিটিস থাকলে রক্তে সুগার মনিটর করা, তদারকি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে যথেষ্ট নয়। ...**বিস্তারিত পাতা ৬**



এশিয়া কাপের পরই শুরু হবে এশিয়ান গেমস। এই টুর্নামেন্টে এবার পুরুষ এবং মহিলা উভয় দলেই পাঠাচ্ছে বিসিসিআই। ...**বিস্তারিত পাতা ৮**

নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণিরাই দেশের উন্নয়নে গতি এনেছে, মন্তব্য মোদির



নয়াদিল্লি, ২৭ আগস্ট : দেশের উন্নয়নকে গতিশীল করে তুলছে দেশের নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণি। এমনটাই দাবি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। জি-২০ গোষ্ঠীর বাণিজ্য সম্মেলনে রবিবার এমনই কথা বলতে দেখা গেল তাঁকে। এদিন পরের বি২০ সভাপতিত্বের ভার ব্রাজিলের হাতে তুলে দেয় ভারত। এরপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে বলতে গতি এনে দিয়েছে। পাশাপাশি ক্রিস্টো কারলিসি ও এআই নিয়েও কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। মোদি বলেন, ক্রিস্টো ও এআই নিয়ে একটা বিশ্বব্যাপী পরিকাঠামো আমাদের দরকার। এই মুহূর্তে এআই নিয়ে খুব উত্তেজনা রয়েছে। কিন্তু এটা নিয়ে অত্যন্ত উদেগও রয়েছে। তিনি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে আরও ভাবনামালা করা প্রয়োজন বলে দাবি করেন। তিনি বলেছেন, খেলাধুলা এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে দেশের যুবকরা ক্রমাগত নতুন সাফল্য অর্জন করছেন। মন-কি-বাত অনুষ্ঠানের ১০৪-তম পর্বে বলছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেছেন, খেলাধুলা এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে আমাদের যুবকরা ক্রমাগত নতুন সাফল্য অর্জন করছে...

রাহুল গান্ধীই হলেন কংগ্রেসের প্রধানমন্ত্রীর মুখ

নয়াদিল্লি, ২৭ আগস্ট : ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রধানমন্ত্রীর মুখ রাহুল গান্ধীই। এমনই দাবি করলেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। সেই মোদিকে খোঁচা দিয়ে তাঁর মন্তব্য, ২০১৪ সালে মোদি ক্ষমতায় এসেছিলেন ৩১ শতাংশ ভোট পেয়ে। বাকি ৬৯ শতাংশ তাঁর বিরুদ্ধেই ছিলেন। কাজেই তাঁর অহংকারী হওয়া উচিত নয়। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে দেওয়ার সময় এমনই কথা বলতে শোনা গিয়েছে গেহলটকে। সেখানে বিরোধী ইন্ডিয়া জেট নিয়েও মুখ খুলেছেন তিনি। মেনে নিয়েছেন, প্রতিটি নির্বাচনে স্থানীয় ফ্যাক্টর খুব গুরুত্বপূর্ণ হলেও দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে সমস্ত দলের উপরই সৃষ্টি হয়েছে প্রবল চাপ। আর তার ফলেই বিরোধীদের জোট বাঁধতে হয়েছে। আর এই জোট দেখে এনডিএ ভয় পেয়েছে, এমন দাবিও করেছেন বর্ধমান রাজনীতিবিদ। এনডিএ এবার ৫০ শতাংশ ভোট পেয়ে ক্ষমতায় আসতে চাইছে



তুঙ্গে ছিলেন, তখনও এটা করতে পারেননি। ওর ভোট আরও কমবে। আর ২০২৪ সালের নির্বাচনের পরই বোঝা যাবে কে শেষপর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী হলেন। মাদি অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু জনতা জানে, শেষপর্যন্ত এর কী হয়েছিল। এখানে উল্লেখ্য,মোদি বিরোধীরা বলছেন, দেশের লোক মনে করেন তিনি কিছুই করেন নি। যে ভাবে টাকা পরিবর্তন করার ফন্দি তারা করেছিলেন তা ফ্লপ হয়েছে। বহু

লোক মৃত্যুর মুখে পরেছিলেন। সেই সমস্ত কথা দেশের মানুষ কি ভুলে গিয়েছেন। জোটের রাহুল গান্ধীর জনপ্রিয়তা তুঙ্গে বলে কংগ্রেস দাবি করে। তারা চায় জোট যদি ২০২৪-এ ক্ষমতায় আসে তবে জোটের নেতা হবেন রাহুল গান্ধী। এদিকে তৃণমূল কংগ্রেসেরও নেতা কমলীরা চাইছেন জোট ইন্ডিয়া যদি মোদিকে হারিয়ে ক্ষমতায় আসে তবে তাদের নেত্রী হবেন প্রধানমন্ত্রী। তবে এখন দেখার বিষয় কে বা কোন দল লোকসভা নির্বাচনে ২০২৪-এ জিতে আসে। যদিও সবটা নির্ভর করছে দেশের সাধারণ মানুষের হাতে। মোদি বা মমতা যেই হোন না কেন প্রধানমন্ত্রী, দেশের যেন ভালো হয় এটাই তারা চান। তবে কিছু লোকের বক্তব্য কংগ্রেস পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে আসুক। কারণ মোদির চেয়ে কংগ্রেস অনেক ভালো। মোদি তার প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পারেন নি। বর্তমানে অন্যরা রাজ্য কংগ্রেসের অবস্থা আগের থেকে অনেক ভালো। তাই তারা আশার আলো দেখছেন।

বাংলার ই-পরিষেবাকে স্বর্ণপদক দিল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৭ আগস্ট : এগিয়ে বাংলা। রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল যতই রাজ্য সরকারের সমালোচনা করুক, নিজেদের কাজ করে মমতা বন্দোপাধ্যায়ের সরকার একের পর এক পুরস্কার জিতে নিচ্ছে। তাও আবার সেই পুরস্কার দিচ্ছে খোদ কেন্দ্রীয় সরকার। আগে একাধিকবার এমন নজির দেখা গিয়েছে। এবারও সেই ধারা অব্যাহত রইল। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সহজ ও সুগম করতে সুবিধা ডেভিলকে ফেসিলিটেশন সিস্টেম'-এর জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রের স্বর্ণপদক লাভ করল। কেন্দ্রের কর্মীবর্গ, জন অভিযোগ ও পেনশন মন্ত্রকের তরফে বাংলাকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। ইন্দোরে ন্যাশনাল ই-গভর্ন্যান্স কনফারেন্সে বাংলার প্রতিনিধির হাতে স্বর্ণপদক তুলে দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং। অনুষ্ঠানে রাজ্য তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তরের অধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।বহুতাই ই-গভর্ন্যান্সের ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের এই উদ্যোগটি আগেই সারা দেশের প্রশংসা পেয়েছে।



আমাদিনি ও রঙানি ব্যবসার সঙ্গে যুক্তরা এর মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছে। বাংলায় ব্যবসায়িক সুবিধার উন্নতি এবং বাণিজ্যে সময় ও খরচ কমানোর জন্য রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টার স্বীকৃতি দিতেই এই স্বর্ণপদক বলে জানা গিয়েছে। পুরস্কারের সঙ্গে ১০ লক্ষ টাকা পাবে রাজ্য তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তর। সুবিধা ডেভিলকে ফেসিলিটেশন সিস্টেম' হল একটি সুসংহত পদ্ধতি। এই ই-পরিষেবাটির জন্য পণ্যবাহী ট্রাকগুলির সীমান্ত পার করতে কম সময় লাগে এবং সে কারণে অপেক্ষার জন্য যে ক্ষতি হয় তা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে।

দণ্ডপুকুরে বিস্ফোরণ

রাজ্যকে তোপ অধীর চৌধুরীর

মুর্শিদাবাদ, ২৭ আগস্ট : উত্তর ২৪ পরগনার দণ্ডপুকুরে বেআইনি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে প্রাণহানির ঘটনা রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। বললেন, এই সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ। রবিবার সকালে দণ্ডপুকুরে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে ৫ জনের, ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এই ঘটনার নিন্দা করে অধীর চৌধুরী বলেছেন, যে পরিমাণ বিস্ফোরক পাওয়া গিয়েছে, তাতে এটা স্পষ্ট যে বাংলা সরকার যেখানে শুষ্ক সেখানে বিস্ফোরক ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে। বিস্ফোরক ব্যবসায়ীদের নিজদের ব্যবসা জালানোর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। এদিন মুর্শিদাবাদে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অধীর বলেছেন, আর তাই একের পর এক নির্যাতন ও বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এটা বাংলা সরকারের ব্যর্থতার পরিস্কার যোগ। বিস্ফোরণ ঘটলে আমরা জানতে পারি যে কেউ মারা গিয়েছে। এর পরে, সবাই শান্ত হয়ে যায় এবং অবৈধ ব্যবসা চলতে থাকে কারণ সরকার তৃণ চূপ থাকতে পছন্দ করে এবং সাধারণ মানুষকে মূল্য চোকাতে হয়।

অস্ট্রেলিয়ায় আমন্ত্রিত অভিষেক



নয়াদিল্লি, ২৭ আগস্ট : অস্ট্রেলিয়া থেকে আমন্ত্রণ পেলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দোপাধ্যায়। তাঁকে চিঠি দিয়ে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে দিল্লির অস্ট্রেলীয় দূতাবাসের তরফে। চিঠিতে উল্লেখ, অস্ট্রেলিয়ার বিশেষ ও বাণিজ্য দপ্তরের বিশেষ একটি প্রকল্পের তিনি আমন্ত্রিত। অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের ওই সফরে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে নানা বিষয়ে আদানপ্রদানের সুযোগ থাকবে। যাতে দু'দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক আরও মজবুত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ভারতের তরফে অভিষেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আগ্রহী অস্ট্রেলিয়ার একাধিক রাজনৈতিক নেতা, শিল্পপতিরা। এ বিষয়ে অভিষেক আগ্রহী কিনা তা সঠিক এই মুহূর্তে জানা যায়নি। উল্লেখ্য, অস্ট্রেলিয়া গেলে কোথায়, কীভাবে যোগাযোগ করতে হবে, তাও বিস্তারিত চিঠিতে উল্লেখ করেছেন নয়াদিল্লির দূতাবাসের অধিকারিক। চলতি বছরই অস্ট্রেলিয়া যেতে পারেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। নয়াদিল্লির অস্ট্রেলীয় দূতাবাসের তরফে অভিষেক বন্দোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে জানানো হয়েছে, এটি একটি স্পেশাল ডিজিট প্রোগ্রাম। যার আওতায় ভারতের একাধিক রাজনীতিবিদ অস্ট্রেলিয়া গিয়ে একাধিক বিষয়ে আদানপ্রদান করার সুযোগ পাবেন। এক সপ্তাহ ব্যাপী অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণের যাতায়াত, হোটেল খালা, খাওয়াদাওয়ার যাবতীয় দায়িত্ব নেবে সে দেশের সরকার। অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন স্টেশনে প্রচারের সুযোগ পাবেন তিনি। সে দেশ সম্পর্কে সমাক ধারণা হবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে একে অপরের সঙ্গে কাজ করতে পারে, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হবে বলে মনে করছে অস্ট্রেলিয়ার সরকার। দিল্লি দূতাবাসের অধিকারিক ব্যারি ও ফ্যারেল জানিয়েছেন, অভিষেক এ বিষয়ে আগ্রহী হলে তাঁর সুবিধামতে সময় জানালে তবুও চূড়ান্ত সফরসূচি ঠিক হবে। আর অভিষেককে সাহায্য করতে পারেন কলকাতার দূতাবাসের রোয়ান আইনসওয়ার্থ। তিনিই প্রোগ্রাম সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদককে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মত, অভিষেককে ভারতীয় রাজনীতিকদের মধ্যে অন্যতম হিসেবে গণ্য করে অস্ট্রেলীয় সরকার এই আমন্ত্রণ জানিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। আর এই বিষয়টা অভিষেকের জন্য অত্যন্ত সম্মানের। তিনি এখন কি করবেন তা স্পষ্ট করে জানানো নি।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকছেন প্রাক্তন সেনাকর্মী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ আগস্ট : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্রমৃত্যুর ঘটনা নিয়ে তেলপারার সারা রাজ্য এবং দেশ। সেই থেকে নিরাপত্তা বিশেষ ব্যস্থা করতে বাধ্য হল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। নিরাপত্তায় আরও জোরদার করার বিষয়ে মন দিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। নিরাপত্তার নিরাপত্তারক্ষী হিসাবে প্রাক্তন সেনাকর্মীদের নিযুক্ত করার বিষয়েও ভাবনা রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বলে খবর মিলেছে। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, যাদবপুর ও সল্টলেক ক্যাম্পাস এবং মেন হস্টেল মিলিয়ে মোট দশটি জায়গায় মোতায়েন করা হবে প্রাক্তন সেনাকর্মীদের। তিনিও শিক্ষার জন্য মোট ৩০ জনকে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে শোনা গিয়েছে। ডিরেক্টরেট রিসেন্টালেন্ট জোন (পূর্ব)-এ রিকুইজিশন পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। রাতে মূলত খোলা থাকে চার নম্বর গেটটি। সেক্ষেত্রে বন্ধ গেট বা যে জায়গায় প্রয়োজন নেই সেগুলিতে নাইট শিফট থাকে। প্রাক্তন সেনাকর্মীদের দিয়ে ক্যাম্পাস টহল

ছাত্রমৃত্যু থেকে শিক্ষা

দেওয়ানো হতে পারে। এও জানা গিয়েছে, সরাসরি রেক্রুটিংয়ের অধীনে থেকে কাজ করবে নিরাপত্তারক্ষীদের বিশেষ দলটি। ৩০ জন প্রাক্তন সেনাকর্মীর জন্যবার্ষিক প্রায় সাড়ে তিন কোটি অর্থব্যয় হবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, দুটি ক্যাম্পাস ও হস্টেল মিলিয়ে মোট দশটি জায়গায় লাগানো হবে ২৬টি ক্যামেরা।তার মধ্যে ২১টি বুলেট ক্যামেরা ও ৫টি এনপিআর (নম্বর প্লেট রেজিস্ট্রার) গ্যাজেলে টেকনোলজি লিমিটেডকে ওয়ার্ক অর্ডার পাঠিয়েছে কর্তৃপক্ষ। কিন্তু, বিশ্ববিদ্যালয়ের যাদবপুর ক্যাম্পাসটিই প্রায় ৬৭ একর জায়গাজুড়ে রয়েছে। সেখানে মাত্র ২৬টি সিসিটিভি ক্যামেরা দিয়ে কতটা নজরদারি করা যাবে সেই নিয়ে প্রশ্ন উঠছে বিভিন্ন মহলের। এ বিষয়ে বুদ্ধদেবাবুর বললেন, ছাত্ররা এখানে পড়াশোনা করতে এসেছে। সিসিটিভি কীভাবে কাজ করে সেটাও থাকে। এখানে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়ানো হয়।ওরা

দণ্ডপুকুরে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে ৬-৭ জনের মৃত্যুর আশঙ্কা

দুরন্ত বার্তা, বারাসাত, ২৭ আগস্ট : এগরার পর বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটল দণ্ডপুকুরে। ঠিক সাড়ে তিন মাস পর ফের রাজ্যে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ। কমপক্ষে ৬-৭ জনের প্রাণহানির আশঙ্কা করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, বিস্ফোরণের তীব্রতায় প্রায় ধূলিসাৎ একটি দোতলা বাড়ি। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার অন্তত ১০০টি বাড়ি। ঘটনাস্থলে দণ্ডপুকুর থানার পুলিশ। রবিবার সকালে আমচকই বিস্ফোরণে কৈপে গুঁঠে বারাসাত লাগোয়া দণ্ডপুকুর থানার নীলগঞ্জ ফাঁড়ির নীলগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মোঘপোল পশ্চিমপাড়া অঞ্চল। প্রায় ধূলিসাৎ হয়ে যায় একটি দোতলা বাড়ি। আশপাশের অন্তত ১০০টি বাড়ির ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্থানীয়দের দাবি, কেরামত এবং সামসুল দু'জনে মিলে বেআইনিভাবে বাজি তৈরি করত। ওই বাড়ি দোতলা বাড়িতে মজুত করে রাখা হত। তা ফেটেই এমন বীভৎস ঘটনা ঘটেছে। প্রশাসনের নাকের উগায় বাজি কারখানা বিস্ফোরণে পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি বলেই অভিযোগ। পরিবর্তে পুলিশ এখান থেকে তোলোবাজি করতে বলেও দাবি স্থানীয়দের। এই ঘটনার সঙ্গে খাদ্যমন্ত্রী তথা স্থানীয় বিধায়ক রথীন ঘোষেরও মদত ছিল বলেই অভিযোগ। বিস্ফোরণে ঠিক কতজনের প্রাণ গিয়েছে, তা এখনও জানা যায়নি। বিস্ফোরণস্থলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে দেহাংশ। স্থানীয়রা মনে করছেন কমপক্ষে ৬-৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। জখম হয়েছেন অনেকেই। তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়। দণ্ডপুকুর থানার পুলিশ ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে। এখনও পর্যন্ত বাজি ব্যবসায়ী কেরামত ও সামসুলের খোঁজ পাওয়া যায়নি। স্থানীয় মানুষজন বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন।



সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে উক্ষেপণ হবে আদিত্য-এল১ মিশন বললেন ইসরো প্রধান এস সোমনাথ

তিরুবনন্তপুরম, ২৭ আগস্ট : সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহেই উক্ষেপণ হবে আদিত্য-এল১ মিশন। জানানলেন ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র প্রধান এস সোমনাথ। তিনি বলেছেন, আদিত্য-এল১ স্যাটেলাইট প্রস্তুত রয়েছে এবং শ্রীহরিকোটা পর্টছেছে। সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে উক্ষেপণের আশা করা হচ্ছে এবং দুই দিনের মধ্যে চূড়ান্ত তারিখ ঘোষণা করা হবে। শনিবার রাতে কেরলের তিরুবনন্তপুরমে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ইসরো প্রধান এস সোমনাথ আরও বলেছেন, উক্ষেপণের পর পৃথিবী থেকে ল্যাজারেঞ্জ পয়েন্ট ১ (এল১)-এ পৌঁছতে ১২৫ দিন সময় লাগবে। আমাদের সেই সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তিনি আরও বলেন, চন্দ্রযান-৩ মিশনের রোভার এবং ল্যান্ডার উভয়ই ছবি তুলেছে। ইসরো চেয়ারম্যান বলেন, ইসরো দল আগামী দিনে আরও মানসম্মত ছবির জন্য অপেক্ষা করছে এবং এখনও পর্যন্ত তারা চাঁদ নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আরও বেশি মনোযোগ দিচ্ছে। সেপ্টেম্বর মাসে আদিত্য এল১-এর উক্ষেপণের কথা।

ইতিমধ্যে সেটিকে অঙ্গপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সত্যীথ থাওয়ান স্পেস সেন্টারে বসানো হয়ে গিয়েছে। এখন

এবং পৃথিবী) আর্কষণ এবং বিক্ষণ বল একসঙ্গে ক্রিয়াশীল। ফলে এই অঞ্চলে পৌঁছে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থির থাকতে পারে। সূর্য, পৃথিবীর এই ল্যাজারেঞ্জ পয়েন্টই আদিত্য এল১-এর লক্ষ্য। এই অংশে পৌঁছে ইসরোর কৃত্রিম উপগ্রহ যা সূর্যকে পর্যবেক্ষণ করবে এবং সেখান থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে। পৃথিবী থেকে সাড়ে ১০ লক্ষ কিলোমিটার দূরে পড়ানো হবে আদিত্য এল১-কে। সূর্যের অভিমুখে এগিয়ে ওই দূরত্বের পর থামবে উপগ্রহটি। এই অংশকে বলা হয় ল্যাজারেঞ্জ পয়েন্ট। ল্যাজারেঞ্জ পয়েন্ট হল মহাকাশের এমন একটি অঞ্চল যেখানে দুটি মহাজাগতিক বস্তু (এ ক্ষেত্রে সূর্য

সোমনাথ। ইসরো প্রধান জোর দিয়ে বলেছেন, চাঁদ, মঙ্গল ও শুক্র গ্রহেও ভ্রমণের ক্ষমতা আছে ভারতের, শুধুমাত্র আত্মবিশ্বাস বাড়াতে হবে। শনিবার রাতে তিরুবনন্তপুরম বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এস সোমনাথ বলেছেন, চাঁদ, মঙ্গল এবং শুক্র গ্রহে ভ্রমণ করার ক্ষমতা আছে ভারতের, তবে আমাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে হবে। আমাদের আরও বিনিয়োগ দরকার এবং মহাকাশ সেক্টরকে অবশ্যই বিকাশ করতে হবে এবং এর মাধ্যমে গোটা দেশের বিকাশ করতে হবে, এটাই আমাদের লক্ষ্য। আমরা প্রধানমন্ত্রী মোদীর দেওয়া দৃষ্টিভঙ্গি পূরণ করতে প্রস্তুত। ইসরো প্রধান এস সোমনাথ আরও বলেছেন, দেশের মহাকাশ সেক্টর সম্পর্কে উল্লেখ্য, শুধুমাত্র সফট ল্যান্ডিং নয়, চন্দ্রযান-৩ মিশন প্রসঙ্গে সোমনাথ বলেছেন, শুধুমাত্র সফট ল্যান্ডিং নয়, চন্দ্রযান-৩-এর সমস্ত দিকই ১০০ শতাংশ সফল হয়েছে। সমগ্র দেশ তা নিয়ে গর্বিত এবং আমাদের প্রতি সমর্থন জানানোছে।

‘মৃত্যুদণ্ড’ দ্রুত কার্যকর করার সওয়াল বিজেপি সাংসদের, নয়া দণ্ডবিধি নিয়ে বৈঠক সংসদে

নয়াদিল্লি, ২৭ আগস্ট : ফাঁসির সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীদের সাজা কার্যকর করার ক্ষেত্রে আগামী দিনে কি আরও কড়া আইন আনিবে কেন্দ্রীয় সরকার। এমন সন্তানবাই উল্লেখ দিয়েছে ভারতীয় দল বিধির নতুন ভিত্তি পরা। বিষয় সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, গত বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত সংসদের স্বরাষ্ট্র বিষয়ক স্থায়ী কমিটির বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব অজয় ভান্সারী উপস্থিতিতে তিন বিলের উপর আলোচনা হয়। তাতে কমিটির সদস্য শাসক, বিরোধী উভয় পক্ষের সাংসদরাই বিলের উপর নিজেদের মতামত ও সুপারিশ তুলে দিয়েছেন। জানতে পারা গিয়েছে, বৈঠকের শেষদিনে শাসক দল বিজেপির এক সাংসদ মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত অপরাধীদের সাজা কার্যকর করার ক্ষেত্রে আইনি জটিলতার কারণে যে দীর্ঘসূচিতার পরিস্থিতি তৈরি হয় তার সমাধান নতুন বিলে থাকার প্রয়োজন রয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। সঙ্গে এও সুপারিশ করেছেন যে, মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত অপরাধীরা ফাঁসি মকুবের জন্য আবেদন করতে চাইলে তা সাজা ঘোষণার একমাসের মধ্যে করতে হবে এবং তার উপর ফয়সালা করার জন্যও

নির্দিষ্ট সময়সীমা ধার্য করার প্রয়োজন রয়েছে। একমাত্র দেশের রাষ্ট্রপতির কাছে ফাঁসি মকুবের আবেদন দেখানো হবে। আইন নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকবে না বলেও প্রস্তাবে তিনি জানিয়েছেন। জানা গিয়েছে, কমিটিতে থাকা বিজেপির অন্যান্য সদস্যরাও এই

প্রস্তাবকে সমর্থন করেছেন। সূত্রের খবর, এদিনের বৈঠকে নারী ও শিশুদের ধর্ষণ, স্ত্রীলতাহানির মতো যে কোনও ধরনের যৌন হেনস্কাঙ্কেই গর্হিত অপরাধ হিসেবে দেখা এবং তাতে কড়া শাস্তির ব্যবস্থা নতুন বিলগুলিতে থাকার প্রয়োজন রয়েছে বলে বিশদে সদস্য শাসক ও বিরোধী- উভয় পক্ষের সাংসদরাই এই বিষয়টিতে সহমত হয়েছেন। পাশাপাশি ভূয়া মামলার কারণে সাধারণ মানুষকে হাতে হারানার শিকার না হতে হবে, দেয় না করেও আইনি জটিলতার কারণে বছরের পর বছর

বাজি কারখানার মালিক আইএসএফ-এর

লোক : রথীন ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, বারাসাত, ২৭ আগস্ট : উত্তর ২৪ পরগনার বেআইনি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের পর থেকেই খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষের দিকে আঙুল তুলেছেন এলাকাবাসী। পাশাপাশি পুলিশের বিরুদ্ধেও ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তাঁরা। বারবার বলেছেন রাজ্যের মন্ত্রী সবটাই জানতেন। তবে সেই দাবিকে উড়িয়ে দিয়ে মন্ত্রী জানিয়েছেন, আমি কিছু জানতাম না, বাজি কারখানার মালিক আইএসএফ-এর লোক। তিনি পেরেছি এই কাজের সঙ্গে আইএসএফ-এর একটি ছেলে যুক্ত। ওর নাম রমজান। সে এই বাজির কারখানা চালায়। উল্টোদিকে খুদে বলে একটি এলাকার লোক আছে। যার বাড়িতে বিভিন্ন শ্রমিকরা আসেন। ওরা ওই বাড়িতে বসে খাওয়া-দাওয়া করছিল। সেই সময় ব্লাস্ট হয়। এখনও পর্যন্ত সন্ধান্ত করা যায়নি। রবিবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে রথীন বলেন, আমি যা সুনলাম, মুর্শিদাবাদে একজন রয়েছে চিনার শেঠ, রমজান আলি ওরফে কালো। উনি আসলে আইএসএফ নেতা।



ভিন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে শ্রমিকের মৃত্যু

হায়দ্রাবাদ, ২৭আগষ্টঃ হায়দ্রাবাদে কাজ করতে গিয়ে ফের মৃত্যু পরযায়ী শ্রমিকের মর্যনাগুড়িফের মৃত্যু হলো পরযায়ী শ্রমিকের,ঘটনা টি ঘটেছে মর্যনাগুড়ি ব্লকের আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মেতেগাড়া কাউয়ার্‌লিটা য়.মৃত শ্রমিকের নাম অলেশ রায (২৭), বাবার নাম দিলেশ রায। ঘটনাস্থলে জানা যায় অলেশ রায পাঁচ মাস আগে হায়দ্রাবাদ কাজে যায় পূজোর সময় বাড়িতে আসার কথা ছিল বলে বাড়িতে ফোন করে জানায়গতক জানা যায় অলেশ রায পাঁচ মাস আগে হায়দ্রাবাদ কাজে যায় পূজোর সময় বাড়িতে আসার কথা ছিল বলে বাড়িতে ফোন করে জানায়গতক জানা যায় অলেশ রায পাঁচ মাস আগে হায়দ্রাবাদ কাজে যায় পূজোর সময় বাড়িতে আসার কথা করেছে জানা যায় তার পেটে অ্যাপেন্ডিস্স হয়েছে যা ফেটে যায় চিকিৎসক রা অ্যাপারেশন এর সিদ্ধান্ত নেয় কিন্তু অ্যাপারেশন করেও বাঁচাতে পারে নি অবশেষে কলেজের মৃত্যু হয়। ঘটনা জানা জানি হতেই বেমেগাড়া এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি ঘটনায় কথা শুনে আমগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সহ মর্যনাগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায অসিচ্ছ রায়েব বাড়িতে গিয়ে সমবেদনা জানান। তবে এক ই এলাকায় পরযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু ঘটনায় উদ্দিগ্ন সাধারণ মানুষ।

স্বাগত জানানেন মুখ্যমন্ত্রী ধামি

দেহরাদুন, ২৭ আগস্ট : একদিনের উত্তরাখণ্ড সফরে রবিবার দেহরাদুনে পৌঁছেছেন ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় সভাপতি জগ প্রকাশ নাড্ডা। সেখানে বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নবেন তিনি। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্প সিং ধামি, রাজ্যের ইনচার্জ দূয়াত্ত সৌতম, মন্ত্রী প্রেমচাঁদ আগরওয়ালা, গণেশ জোশী প্রমুখ রবিবার সকালে নাড্ডাকে জলি গ্রান্ট বিমানবন্দরে স্বাগত জানান। এরপর তিনি বিমানবন্দর থেকে গাড়িতে করে হরিদ্বারেরে উদ্দেশে রওনা দেন। রবিবার দিনভর নাড্ডা হরিদ্বারে বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নবেন।বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নাড্ডা এদিন প্রধানমন্ত্রীর মন-কি-বাত অনুষ্ঠান শেনেন। সংস্কৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসুধৈব কুটুম্বকম বিষয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশ নবেন তিনি। দুপুর ৩টে থেকে এটা পর্যন্ত গড়উইন হোটেলে দলের রাজ্য কোর কমিটির বৈঠকও করেছেন নাড্ডা। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন যুগ্মশ্রী পুষ্প সিং ধামি-সহ রাজ্য বিজেপির নেতৃদূর। এন্দিই দিল্লি ফিরে যাওয়ার কথা নাড্ডর।

জি-২০

সম্মেলনের প্রস্তুতির মহড়া দিল্লি পুলিশের



নয়াদিল্লি, ২৭ আগস্ট : দিল্লি পুলিশের ‘ মহড়া অনুষ্ঠিত হল রবিবার। সেই কারণে দিল্লি পুলিশ দিল্লিবাসীকে কিছু রাস্তা এড়িয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিল। রবিবার সকালে দিল্লি পুলিশের ট্রাফিক ইউনিট, দিল্লিতে আসন্ন জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের জন্য ফুল ড্রেস কারকেড মহাা পরিচালনা করেছে। এদিকে, এদিনই সৌন্দর্য্যান, স্বচ্ছতা ও প্রস্তুতি খতিয়ে দেখছেন দিল্লির উপ-রাজ্যপাল বিনয় কুমার সাস্ত্রেনাভারতের সভাপতিত্বে সেপ্টেম্বর মাসে জাতীয় রাজধানী দিল্লিতে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সেই সম্মেলনে নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য দিল্লি পুলিশ রবিবার একটি কারকেড মহড়া করবে। মহড়ায় বিভিন্ন পরেন্ট থেকে প্রগতি মর্যদান পর্যন্ত গাড়ির একটি দীর্ঘ কনভয় ছিল।এই কারণে রবিবার সকাল ৯টা থেকে ১২টা পর্যন্ত রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে যান চলাচলে সমস্যায় পানো দিল্লি বাসী। এই কারণে দিল্লি পুলিশের তরফ থেকে গাড়ির চালকদের নির্দিষ্ট কিছু রুট এড়িয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় আগেই।সেইসব রাস্তাগুলির মধ্যে ছিল,সিএব্লি মার্গ-পঞ্চশলী মার্গ, তিন মূর্তি মার্গ, বারাহাশ্ম রোড ট্রাফিক সিগন্যাল, জনপথ-কর্তব্য পথ, বিবেকানন্দ মার্গ, ফ্লাইওভারের নীচে লেখি রোড, শান্তি ভ্যান চক, জোসেফ টিটে। মার্গ-সিরি ফোর্ট রোড, শ্রেণী এনক্রেড রোড, লাল বাহাদুর শাস্ত্রী মার্গ, সি-হেজারান, মূরবার রোড এবং সলিমগড় বাইপাস।

ভয়েস ডেটা সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে

নয়াদিল্লি,২৭আগষ্টঃবিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকসই অথবা ভয়েস ডেটা সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে। এই চাহিদা মূলত টেক কোম্পানিগুলি যারা নিজেদের একই উপকরণ তৈরি করতে চায়। একই মাশেের চাহিদা আছে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি স্তরে। বিশেষ করে ভারতে যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ এবং ২২ টি সরকারি ভাষা এবং অন্তত আরও ৭৮০ টি উপভাষার মধ্যে ইংরেজি এবং হি্দি রয়েছে চল বেশি। এই বর্ণিত চাহিদার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আচমকাই বুঝতে পারছেন তাদের মাতৃভাষা কত মূল্যবান।তথ্য নিয়ে কাজকারবার যা এআই-এর মূল চালিকাশক্তি তা ভারতে নতুন নয়। বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কল সেটার এবং পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে।একবিংশ শতাব্দীতেও নীরবে সেই ভাষা নিয়ে কাজ চলেছে। এবং পূর্বের মতোই শিল্পে বেতন বা মজুরি নিয়ে বিরোধ হবাল আছে। যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে তা আইন মালিক হলেও অতি ন্যূনতম। কারণ ওই তথ্যই বিশেষ ক্লায়েন্টদের কাছে বিক্রি হচ্ছে অনেক বেশি দামে। ২০২২-এ বিশ্বজুড়ে এআই ডেটা ক্ষেত্রের মূল্য ছিল ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা ২০৬০-এর মধ্যে ১৭ বিলিয়ন ডলার হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। তার মাত্র কিছু অংশই ভারত, কেনিয়া, ফিলিপিনের ডেটা কর্মীদের কাছে পৌঁছয়।এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক কর্মীই অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অল্পকোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনেট ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড গ্লান্সিফ বিশেষজ্ঞ জোনাস ভালেস্তে বলেছেন,আমরা এমন একটা ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছি, যা আমাদের সমগ্র সমাজে প্রভাব ফেলে। এবং একমাত্র কর্মীই ওই ব্যবস্থাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারে। যদি আমাদের কর্মীরা মৌলিক অধিকারটুকু পায় তাহলে আমার বিশ্বাস ফলাফল আরও ভালো হবে। বিশেষ করে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা এবং উচ্চমানের হবে।আলাহল্লি এবং চিলুকাতাদি লাগোয়া গ্রামগুলিতে একটি ভারতীয় স্টার্টআপ নতুন মডেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। চন্দ্রিকা পুরাণকে করিয়া কোম্পানিতে। বেঙ্গালুরুতে এই অলাভজনক সংস্থটির পথ চলা শুরু হয়েছিল ২০২১-এ। এরা নিজেদের বলে বিশ্বের প্রথম নীতিনির্দি ডেটা কোম্পানি। অন্য প্রতিপক্ষ কোম্পানির মতোই এরা বড় বড় টেক কোম্পানি এবং অন্য ঐকিধারদের তথ্য বেচে বাজারপরে

যারা দেশের জন্য কাজ করেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী সবসময় তাদের

নয়াদিল্লি,২৭ আগস্ট : যারা দেশের জন্য কাজ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সবসময় তাদের উৎসাহ দেন। শনিবার সাংবাদিক বৈঠকে একথা বলেন কেন্দ্রীয় কৃষি এবং কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমরাগত শনিবার সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় তোমর বলেন, আজ গ্রীস থেকে ফিরে আসার পরে, প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রযান-৬ মিশনে নিযুক্ত বিজ্ঞানীদের সঙ্গে দেখা করতে সরাসরি বেঙ্গালুরু যান। এর থেকেই

। তবে, নিজের খরচাটা তোলার পরে মুনফার বাকি অংশটা খরচ করে ভারতের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জন্য। (কারিয়া স্থানীয় এনজিওগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, যাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিদের পাশাপাশি ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক মানুষজনের কাছে তাদের অর্থ পৌঁছায়)। নূনতম ঘটায় ৫ ডলারের টেকসই অথবা ভয়েস ডেটা সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করতে পারেন। এমন একটি সহ প্রযুক্তির সুবিধা পায়। ২৬ বছরের ছাত্র বিনুটা বাবা-মার ওপর নির্ভরতা কমাতে কারিয়াকেই অবলম্বন করেছে। তার কথায়, গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ ইংরেজি জানে না। যদি একটি কম্পিউটার কন্মড বোঝে, তাহলে খুবই উপকার হয়। কারিয়ার সিইও ২৭ বছরের মনু চোপড়া বলেছেন, বর্তমানে যা মজুরির হার, তাকে বাজারের ব্যর্থতাই বলতে হয়। আমরা অলাভজনক থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কারণ আপনি কখনও বাজারে ঢুকে তারের বর্থতার সমাধান করতে পারবেন না।মূল কথাটি হল কাজটা অতিরিক্ত। প্রথমেই কারিয়া তার কর্মীদের যেটা বলে, সেটা হল এটা তথ্য নিয়ে কাজ করি না। বরং ক্রত আয় বাড়াবার একটি উপায়, যাতে অন্যান্য কাজ করার উসাহ পাওয়া যায়। অ্যাপ ব্যবহার করে একজন কর্মী সবচেয়ে বেশি ১ হাজার ৫০০ জলার পর্যন্ত রোজগার করতে পারে, যা ভারতের গড় বার্ষিক আয়ের সমান। এরপরে, তারা অন্যজনের জন্য রাস্তা করে দেয়। কারিয়া জানিয়েছে সারা দেশে ৩০ হাজার গ্রামীন মানুষকে তারা মজুরি হিসেবে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা(প্রায় ৮ লক্ষ ডলার)দিয়েছে। ২০৬০-এর মধ্যে এটিকে ১০ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান চোপড়া। তিনি বলেছেন, চিকিৎক চাবলে আমি মন থেকে বিশ্বাস করি যে, এটাই লক্ষ লক্ষ মানুষকে ক্রত দারিদ্রমুক্ত করতে পারবে। চোপড়া দারিদ্রের মধ্যেই বড় হয়েছেন। স্টানফোর্ডে বৃত্তি পাওয়ার পর তার জীবনটাই বদলে যায়। চোপড়া বলেছেন, এটা একটা পুরোপুরি বৈশ্বিক প্রকল্প। সম্প্রদাই শক্তি। আর আমরা চাই পিছিয়ে থাকা মানুষজনের মধ্যে সম্পদের পুনর্বন্টন।চোপড়াই প্রথম প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান নয়, যারা বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষের উপকারের জন্য এআই তথ্যের সম্ভাবনা নিয়ে তেবেছে। চ্যাট, জিপিটি এবং মেটোর ফেসবুকের জন্য কাজ করা

আউটসোর্সিং কোম্পানি সামাও গ্লোবাল সাউথের মানুষজনকে দারিদ্রমুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করে বলে নিজেদের পরিচয় দেয়। কিন্তু, কেনিয়ার অনেক চ্যাট জিপিটি কর্মীই ঘণ্টায় ৬ ডলারের কম রোজগার করে। তারা বলেছে, তাদের সঙ্গে পরিচয় করানো হয় প্রশিক্ষণ তথ্যের, যাতে তারা দিশাহারা। ওই কোম্পানি ফেসবুকের জন্যও একই ধরনের কাজ করে। তাতে যুক্ত এক কর্মী জানিয়েছে, আরও ভালো কাজের পরিবেশের দাবি করায় তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।। সামার বক্তব্য কর্মীদের বেশি মজুরি দিলে স্থানীয় অর্থনীতি নড়বড়ে হয়ে যাতে পারে। তাতে ভালোর চেয়ে খারাপই হবে বেশি। তবে কর্মীদের বক্তব্য মালিকদের এই কথা ইতিহাসকেই স্মরণ করায় চোপড়া বলেছেন, গত ৫ বছরে সবচেয়ে বেশি স্টো শিখেছি, এটা নিশ্চয়ই সম্ভব। এটা আকাশ কুসুম কল্পনা নয়। নূনতম মজুরি ২০ গুণ বাড়ালেও সংস্থা লাভজনকই থাকবে।কারিয়ার কাজ প্রথম শুনলে একটি সংঘেইই হবে, কেননা সামাও তার পথ চলা শুরু করেছিল অলাভজনক সংস্থা হিসেবে দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে। কিন্তু, পরে তারা মুনফারের ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে। তাহলে কারিয়া কি পারবে তার নীতির প্রতি নিষ্ঠা রাখতে? যদি পারে, তা সেটাও বা কতদিন। একটি বিষয় পরিস্কার সব প্রশ্নের উত্তর পেতে ভারতের থেকে ভালো কারিয়া-নিরীক্ষার স্থান আর হয় না। সেখানে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে সস্তা ডেটা মোবাইল ডেটা। যে দেশে গ্রামের একজন গরীব মানুষেরও স্মার্টফোন ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে। আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির কারণে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে। তাদের যদি চোপড়ার ভাবনা মতো আর্থিক উপায়ের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে তা হবে বৈপ্লবিক। ব্যাঙ্ক বেঙ্গালুরু থেকে ৭০ মাইল দূরে আখের খেত পেরিয়ে গুলমোহর বীথিকার ছায়ায় অবস্থিত চিলুকাতাদি গ্রাম। একটি নিচু কংক্রিটের বাড়িতে স্থানীয় কৃষি সমবায়ের সদর দফতরে। প্রায় এক ডজন নারী-পুরুষ হাজির। এরা সকলেই গত এক সপ্তাহে কানু শুরু করেছেন কাজে কারিয়ার জন্য। ২১ বছরের রোগােসোগা কনকরাজ এস সানবাঁধানো মেছের বসেছিল হাট্টি মুড়ে। তাই এবং যাতায়াতের খরচ তুলতে বাকি আশ্বাসের মার্চে টিকে প্রমিক হিসেবে কাজ করতে হয় মাঝেমাঝে। একদিন সে উপায় করতে পারে ৬৫০ টাকা (প্রায় ৪ ডলার)। কিন্তু, ওই ধরনের কায়িক শ্রম দুঃসহ হয়ে

ওঠে গরমে। শহরে কোনো কারখানায় কাজ করলে মজুরি কিঞ্চি বেশি পাওয়া যাবে ঠিকই। কিন্তু, বাসে যাতায়াতের খরচ আছে। থাকতেও হলে শহরে অনেক বেশি খরচে সকলের সঙ্গে মিশে।কারিয়ার কনকরাজ মাঠের চেয়ে ঘণ্টা প্রতি উপার্জন করে অনেক বেশি। কাজটা তার ভালো লাগে এবং সহজও। চোপড়া বলেছেন, আমরা ভালো টাকা দিই, তাই ওরা খুশি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা সেটা হল এটা খুব একটা কঠিন পরিশ্রমের কাজও নয়। কনকরাজের চাকমেই গিয়েছিল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা পড়া প্রথম মজুরির পরিমাণ দেখে। কনকরাজ প্রথমে তেবেছিল কারিয়া অন্য অনেক চিটফাণ্ডের মতোই, যারা বেশি টাকার লোভ দেখায় এবং তাতে ভুলে গ্রামবাসীরা ঠকে। আর আছে হেজারান। স্থানীয় মানুষ অনেক সময়েই বাধ্য হয়ে অতিমারিয়া সুদে টাকা ধার করে। আর জড়িয়ে পড়ে ঋণের ফাঁদে। চন্দ্রিকা যেমন কারিয়া থেকে পাওয়া তার মজুরির অনেকটাই দেয় পরিবারকে অসুস্থ বোনের চিকিৎসার জন্য নেওয়া ধার মেটাতে। বোনতো বাঁচেইনি, বরং তার সন্তান এবং ঋণের বোঝা চেপেয়ে পরিবারের কাঁধে। এরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে অনেক কারিয়া কর্মীই। মায়ের জন্য ঋণের বোঝায় ডুবে আছে ২৫ বছরের অজয় কুমার। আবার ঋণ না থাকলেও ৬৮ বছরের শিবাল্য এন হোটেলোয় ডান হাত হারিয়েছিলেন বাজি বিস্ফোরণে।বর্তমানে ওই গ্রামবাসীরা যে কাজটি করছেন সেটি কারিয়ার নতুন প্রকল্প। টিবি নিয়ে একটি এনজিও কথা বলার তথ্য জোগাড় করছে। তাদের হয়ে কাজ করছে কারিয়া। কন্মড ভাষায় ১০ টি বিভিন্ন ধরনের বারবন্ডির রেকর্ড করা হয়েছে যাতে যক্ষ্মা সম্পর্কে স্থানীয় মানুষের প্রশ্ন বোঝা যায়, এবং সেইমতো পরামর্শ দেওয়া যায়। আশা করা হচ্ছে, এই অ্যাপটি পুরোপুরি তৈরি হয়ে গেলে অশিক্ষিত মানুষজন সহজেই চিকিৎক তথা পেয়ে যাবেন। যতবার এই তথ্য বিক্রি হবে, বিক্রয়কার অর্থের একশো শতাংশই বিলি করে দেওয়া হবে কর্মীদের মধ্যে।কারিয়ার গ্রাহক তালিকায় আছে মাইক্রোসফট, এমআইটি, স্ট্যানফোর্ডের মতো নামকরা প্রতিষ্ঠান। ফেক্সমার্গিতে কারিয়া বিল অ্যান্ড মেলিসভ। গেটস ফাউন্ডেশনের জন্য একটি নতুন প্রকল্পের কাজ শুরু করেছে। মারাত্মি, তেলুগু, হি্দিগ, বাংলা এবং মালয়ালম ভাষার ভয়েস ডেটাসেই তৈরি করা হচ্ছে। এরলক্ষ্য, একটি চার্টবট তৈরি করা যাতে স্বাস্থ্য, কৃষি, পরিচ্ছন্নতা, ব্যাঙ্কিং এবং কেরিয়ার বিষয়ে নিজের মাতৃ ভাষা বা বাগধারায় প্রশ্নের পাওয়া যায়।

উৎসাহ দেনঃতোমর

কাজ করতে অনুপ্রেরণা যোগাবো:প্রস্তুত, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত শনিবার চন্দ্রান-৬ যান-৬ -এ অংশগ্রহণকারী বিজ্ঞানীদের সঙ্গে দেখা করতে বেঙ্গালুরু যান। সেখানে ইসরোর প্রধান এস সোমনাথ এবং মিশনের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য বিজ্ঞানীদের সঙ্গেও দেখা করেন মোদী। তাদের অভিনন্দনও জানান প্রধানমন্ত্রী

জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্যই মোদী

সরকারের অঙ্গীকারঃএস জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ২৭ আগস্ট : জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্যই নরেন্দ্র মোদী সরকারের প্রধান অঙ্গীকার। বলেন বিশেষমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। রবিবার নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত বি-টোয়েন্টি (বিজনেস টোয়েন্টি) ভারত শিখর সম্মেলন ২০২৬-এ বিশেষমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর বলেছেন, জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্যই মোদী সরকারের অঙ্গীকার। নতুন ভারত নিজস্ব ঐজি স্টার্ক তৈরি করেছে, নিজস্ব কোভিড ভ্যাকসিন উদ্ভাবন করেছে অথবা চাঁদের দক্ষিণ দেরুতে অবতরণ করেছে। প্রস্তুত বিজনেস টোয়েন্টি হল জি-টুয়েন্টি গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ের আলোচনার মঞ্চ। বিশেষমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর আরও বলেছেন, গত কয়েক বছরের অস্থিরতা আমাদের কাছে কৌশলগত স্বাযত্ত্বপানদের গুরুত্ব নিয়ে এসেছে। আমরা একটি নিরাপত্ত এবং অংশগ্রহণমূলক বৈশ্বিক ব্যবস্থার সন্ধানের বিষয়ে কথা বলতে পারি, তবে এটি তখনই সম্ভব যখন আমরা সামঞ্জস্যপূর্ণ বিনিয়োগ, বাণিজ্য এবং প্রযুক্তিগত সিদ্ধান্তগুলি দেখব। জয়শঙ্করের কথায়, জি-২০-র মূল ম্যান্ডেট হল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়নকে উন্নীত করা।

ভারত-বাংলাদেশ একসঙ্গে কাজ করলে অর্থনীতি এগিয়ে যাবে’



শ্যামল সান্যাল,ঢাকা,বাংলাদেশের ঃ চট্টগ্রামের উন্নয়ন ও কানেক্টিভিটি সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ বিষয়ে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে বক্তারা বলেছেন,ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পূরক অর্থনীতির প্রয়োজন রয়েছে। ভারত ওবাংলাদেশকে ট্রেড ট্রান্সিটের একটি টারিজমের ওপর জোড় দিতে হবে। মাল্টিলেবেল কানিষ্টিভিটি’র ব্যাপারে আমাদের ভাবতে হবে। ভারত-বাংলাদেশ একসঙ্গে কাজ করলে এই অঞ্চলের অর্থনীতি এগিয়ে যাবো।রবিবার ২৭ আগস্ট দুপুরে চট্টগ্রাম ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের বদবন্ধু কনকরেস্প হলে বাংলাদেশ-ভারত ইতিহাস ও ঐতিহ্য উন্নয়ন ওউন্নয়ন সমন্বয়’র ঐশ্ঠ্যে উদ্যোগে আয়োজিত সেমিনারে বক্তারা এ কথা বলেন।বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ও উন্নয়ন সমন্বয়-এর চেয়ারম্যান ড। আতিউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে গেস্ট অফ অনার ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা। ভারতের হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা বলেন,বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চট্টগ্রামের গুরুত্ব অপরিসীম। চট্টগ্রাম এগিয়ে গেলে বাংলাদেশও এগিয়ে যাবে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভারত-বাংলাদেশ এক সঙ্গে কাজ করতে চায়। সেমিনারে ড.আতিউর রহমান বলেন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহগুলো সম্পন্ন হলে বদলে যাবে চট্টগ্রাম। তবে শুধুমাত্র প্রকল্প বাস্তবায়ন করলেই হবে না তা সমন্বয় করতে হবে। এই সমন্বয়ের জন্য কো-অর্ডিনেটিং টাস্‌ফোর্স করা যায় কি-না সেটা তেবে দেখা দরকার। অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম দরকার। ফরোয়ার্ড এবং ব্যাংকওয়ার্ড থিংকেজ করতে হবে। তিনি আরওবলেন, বাংলাদেশ ডিজিটাল অবকাঠামো গড়ে তুললো। কিন্তু ভারত এর চেয়ে আরও বেশি সমন্বয়ের মাধ্যমে ডিজিটাল অবকাঠামো সমৃদ্ধ করেছে। ভারতের মতো আমাদেরও ডিজিটাল অবকাঠামো গড়তে হবে। পাশাপাশি ডিজিটাল কানেক্টিভিটি সিংক্রেনাইজড করতে হবে।চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ সোহায়েব বলেন,সেবার মান বৃদ্ধির জন্য মাল্টিপ্ল্যান করছি, আমাদের গভীর সমুদ্রবন্দর মাতারগাডি ২-৬ মাসের মধ্যে চালু হবে। ভারতের সেভেন সিস্টার্স ও অন্যান্য প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে বাণিজ্যের দ্বার উন্মোচন করবে। চট্টগ্রাম বন্দর সেবার জন্য উন্মুক্ত, এখানে যে কোনো দেশ ব্যবহার করতে পারে। আমরা সহযোগিতা করার জন্য প্রস্তুত আছি।সেমিনারের মূল প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়- বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে চট্টগ্রাম হলো হৃদস্পর্গিন। বাংলাদেশের আমদানি ৯০ শতাংশ এবং রপ্তানির ৮৫ শতাংশ হয় চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে। মাতারবাঁ গভীর সমুদ্র বন্দর চালু হলে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক গুরুত্ব আরও বেো যাবে।সেমিনারে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন-চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক শহিদুল আক্তার,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. দেলোয়ার হোসেন, চট্টগ্রামস্থ ভারতীয় সহকারী হাই-কমিশনার ড. রাজীব রঞ্জন,চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান জহিরুল আলম দোভাষ, বাংলাদেশ-ভারত ইতিহাস ঐতিহ্য পরিষদের সিনিয়র সহসভাপতি অধ্যাপক ড।উত্তম কুমার বড়ুয়া চট্টগ্রাম স্কোয়ারে সিনিয়র সহ-সভাপতি রুহুল আমীন,চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের সাবেক প্রাশসক খোরদেদুল আলম সূজন,চট্টগ্রাম স্কেয়ারের পরিচালক মাহমুদজুল হক শাহ প্রমুখ।

উত্তর প্রদেশের অলিগড়ে দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু এক শিশুর, আহত আরও ৪ জন

আলিগড়, ২৭ আগস্ট :উত্তর প্রদেশের অলিগড় জেলায় দেওয়ার চাপা পড়ে মৃত্যু হল এক শিশুর। মর্মান্তিক এই ঘটনায় আরও ৪ শিশু গুরুতর আহত হয়েছে। তাদের মধ্যে দু’জনের অবস্থা সংকটজনক। শনিবার রাত ৮.৩০ মিনিট নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে অলিগড় থানার অন্তর্গত ভুজপুরা চৌকিতে। অলিগড় সিটি ম্যজিস্ট্রেট সৌরব রঞ্জন শ্রীবাস্তব শনিবার রাতেই জানিয়েছেন, অলিগ। থানার অন্তর্গত ভুজপুরা থানার অলিগড় দেওয়াল চাপা পড়ে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে ও ৪টি শিশু আহত হয়েছে। রাত ৮.৩০ মিনিট নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে। সৌরববাবু আরও জানিয়েছেন, দেওয়াল চাপা পড়ে ৫টি শিশু আহত হয়। তাদের মধ্যে ৩ জন গুরুত্বা। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর একটি শিশুর মৃত্যু হয়। এক শিশুকন্যা জে এন মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন রয়েছে। পুলিশ মামলা রুজু করে এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

উত্তর প্রদেশের অলিগড়ে দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু এক শিশুর, আহত আরও ৪ জন

আলিগড়, ২৭ আগস্ট :উত্তর প্রদেশের অলিগড় জেলায় দেওয়ার চাপা পড়ে মৃত্যু হল এক শিশুর। মর্মান্তিক এই ঘটনায় আরও ৪ শিশু গুরুতর আহত হয়েছে। তাদের মধ্যে দু’জনের অবস্থা সংকটজনক। শনিবার রাত ৮.৩০ মিনিট নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে অলিগড় থানার অন্তর্গত ভুজপুরা চৌকিতে। অলিগড় সিটি ম্যজিস্ট্রেট সৌরব রঞ্জন শ্রীবাস্তব শনিবার রাতেই জানিয়েছেন, অলিগ। থানার অন্তর্গত ভুজপুরা থানার অলিগড় দেওয়াল চাপা পড়ে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে ও ৪টি শিশু আহত হয়েছে। রাত ৮.৩০ মিনিট নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে। সৌরববাবু আরও জানিয়েছেন, দেওয়াল চাপা পড়ে ৫টি শিশু আহত হয়। তাদের মধ্যে ৩ জন গুরুত্বা। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর একটি শিশুর মৃত্যু হয়। এক শিশুকন্যা জে এন মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন রয়েছে। পুলিশ মামলা রুজু করে এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ঝাড়খণ্ডের ধানসারে ১০ জন অবৈধ লটারি ব্যবসায়ী গ্রেফতার, বাজেয়াপ্ত গাড়ি ও মোটরবাইক

ধানসারা, ২৭ আগস্ট : ঝাড়খণ্ডের ধানসারে অবৈধভাবে লটারির ব্যবসা চালানোর জন্য ১০ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শনিবার গভীর রাতে ধানসার থানা এলাকা থেকে এদের ধরা হয়।সেবব ব্যবসায়ীদের অবৈধ লটারি ব্যবসার জন্য গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের নাম, চন্দন কুমার, শিব কুমার, প্রদীপ কুমার, রোহিত কুমার, আকাশ কুমার, হারিশ, ভরত হুইয়া, সার্ব হুইয়া, বকাশ হুইয়া এবং ইকবাল।ধানসার থানার ইনচার্জ রাজেশ্বর সিং জানান, অবৈধ লটারি চক্রের হদিশ পেয়ে অভিযান চালানো হয়, তারপরেই শনিবার গভীর রাতে ১০ জন অবৈধ ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়। অভিযান চালিয়ে পুলিশ তিনটি দুচাকার গাড়ি ও তিনটি বাইক বাজেয়াপ্ত করেছে। এছাড়াও নগদ ১৪,৪৬০ টাকার ১০টি মোবাইল ও ৯০০টি ভুঝা লটারির টিকিটও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া ১০টি মোবাইল ফোন বিভিন্ন লোকের নামে রয়েছে বলেও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। আটক ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ইসরোর মহিলা বিজ্ঞানীদের শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর, চন্দ্রযান-৩ মিশনে ভূমিকার জন্য করলেন প্রশংসা

বেঙ্গালুরু, ২৭ আগস্ট : ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)-র মহিলা বিজ্ঞানীদের ভূমিা প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। চন্দ্রযান-৬ মিশনে ভূমিকার জন্য মহিলা বিজ্ঞানীদের অন্তর্ভেরে অন্তঃস্থল থেকে প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তিনি বলেছেন, চন্দ্রযান-৬ মিশনে মহিলা বিজ্ঞানীরা মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন।২৬ আগস্ট, ঘড়ির কাটায় সন্ধ্যায় ৬.০৪ মিনিটে এই মাহেন্দ্রক্ষণেই গত বুধবার সন্ধ্যায় চাঁদের দক্ষিণমেরুতে নেমেছিল ইসরাহের স্বপ্নান চন্দ্রযান-৩। পেটে ছাঁচাকার রোভার প্রজ্ঞনকে নিয়ে পাখির পালকের মতো ভাসতে ভাসতে চাঁদের মাটি ছুঁয়েছে ল্যান্ডার বিক্রম। চাঁদের দক্ষিণমেরুতে ঘাটি গেড়ে ইতিহাসের পাতায় নমন তুলেছে ভারত। এই সাফল্যে ইসরোর মহিলা বিজ্ঞানীদের ভূমিকাকে কম নয়। তাই গত শনিবার সকালে ইসরোর কার্যালয়ে গিয়ে মহিলাদের বিজ্ঞানীদের সঙ্গেও সাক্ষা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

দুরন্ত বার্তা

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২৮আগষ্টঃসোমবার, ১০ভাদ্র মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২৮আগষ্ট ২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যদ, কলিঃ১১২৩, সৌরঃ ১০ ভাদ্র মাস, চাত্র ৭ মৃগশূরন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৭ বিক্রম সাধ, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দঃ, বাংলাদেশঃ১০ ভাদ্র মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিলিঃ৯ ভাদ্র মাস ১৯৪৪, মৈতঃ১৪ শজিবু, আসামঃ১৮ ভাদ্র মাস ১৪৩৫, তেতিঃ১৪ শজিবু, আসামঃ১৪৮৪ঃ১৫ দঃ৪৮ঃ৪৫ ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাপূজার গুহস্তাপনঃ (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১৫ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১ঃ২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্র পক্ষ তিথিঃ৭ঃ৫০মী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৬৭৬৮ঃ৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১ঃ২ঃ৮ঃ০১ দং ৪ঃ৮ঃ৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅভিজিৎ অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২ঃ৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০ঃ৪ঃ২২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫ঃ৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২ঃ৩ঃ৩০ পর্যন্ত, তারপর ১ঃ২ঃ ৫ঃ৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩ঃ২ঃ৫৪ পর্যন্ত, তারপর ০ঃ৪ঃ১ঃ২ঃ২৫ থেকে, ০৭ঃ২ঃ৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫ঃ৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০ঃ৩ঃ৫ঃ ০২ থেকে - ০৬ঃ৫ঃ২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগঃ রাত্রি ১ঃ০ঃ২ঃ৯ঃ০৪ থেকে - ১ঃ১ঃ৫ঃ১ঃ৪ পর্যন্ত, তারপর ০ঃ৫ঃ২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২ঃ৪ঃ৩২ পর্যন্ত।কুলিক বেলঃ দিন ০৭ঃ৫ঃ৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪ঃ৪ঃ২ পর্যন্ত।কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২ঃ৪ঃ২ থেকে - ০৮ঃ০ঃ৪ঃ৫০ পর্যন্ত।বারবেলাঃ দিন ০ঃ৮ঃ৩ঃ১২ ২৫ থেকে - ১ঃ০ঃ৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালোরাঃদিন ১ঃ০ঃ৪ঃ৫২ থেকে - ১ঃ১ঃ৩ঃ৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালারাত্রিঃ০ঃ৮ঃ৪ঃ৫২ থেকে - ১ঃ০ঃ১ঃ৪ঃ৫২ পর্যন্ত।গ্রন্থকৃত্য (সূর্য) উদয় কালীনাঃ৪রবিঃ১ঃ১ঃ৪ঃ ৬১৯ (২৭) ৩ পদঃচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদঃঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৬৯ (২৬) ২ পদঃবঃ ০২২২৫ (১) ১ পদঃবৃঃক্ষণ্টিঃ ১০২১৪৯২২৩ (২৫) ৬ পদঃশুক্রঃ ১০৮১৭৩৬ (২৪) ১ পদঃশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদঃরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদঃকৃত্তঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৯.১ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৩.০২ডিগ্রী সেল্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯৫শতাংশ এবং ৭৫শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে রবিবার। জোয়ার-সকাল ৮টা ২০ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৮টা ২০মিনিট। রাত-৮টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৮টা ১৬মিনিট এবং সূর্য অস্ত্য যাবে ঃ ৬টা ১২ মিনিটে।

রাশিফল

মেঘরাশিঃআজও কাউকে অর্থ ঋণ দেওয়ার চেষ্টা করবেন না এবং যদি প্রযজ্ঞন হয় তাতে সেই সমন্বকাল সম্পর্কে তিনি লিখিতভাবে এটি গ্রহণ করবেন।বৃষভ রাশিঃআপনার ক্ষমতা শক্তি বেশী থাকবে। ব্যবসায়িক কৃতিত্বের জন্য যারা আপনার কাছে আসে তাদেরকে শুধু হবে।মিথুন রাশিঃযারা মজা করার উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছেন তাদের জন্য নিছকই আনন্দ এবং হবে।কর্কট রাশিঃ স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আপনি বরফশীল বিনিয়োগে সঞ্চয় রেখে আরো বেশি আর্থ উপার্জন করতে হবে।আজ থেকে মিঃহ রাশিঃআজ আপনি হালকা বোধ করবেন এবং উপভোগ করার সঠিক মেজাজে থাকবেন।কন্যা রাশিঃআজ আপনি আশার জাদু মন্ত্রের করবেন। যদিও আজ আপনার আর্থিক পরিস্থিতি শক্তিশালী থাকবে তবে আপনাকে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় তুলার রাশিঃআজ আপনি আশার জাদু মন্ত্রের করবেন। আজ অর্থের আগমন আপনাকে অনেক আর্থিক ঝামেলা থেকে মুক্তি বৃশ্চিক রাশিঃশুদ্ধবাক্যদের সাথে সন্ধ্যাযাপন সুখকর হবে কিন্তু যন্ত্রশীল হোন কারণ অতিরিক্ত খাওয়া আপনার পরের সপ্তাহটি খারাপ করতে পারে। শুভদিন ধনু রাশিঃঅতীক ভাবনা আপনাকে সাহায্য করবে না। আপনার উচিত পরিবারের প্রত্যাশামাফিক চলার জন্য কিছু মকর রাশিঃআপনার বন্ধুর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি কিছু অতীতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে-গুরু রাশিঃ স্বাস্থ্য ভালোই থাকবে। আজ কোনও নিকট আত্মীয়ের সহায়তায় আপনি আপনার ব্যবসার ভাল করতে পারবেন যা আপনাকে আর্থিকভাবেও উপকৃত করবে। মীন রাশিঃঅর্থিক দৃশ্শক্তি এবং চাপ আপনার স্বাস্থ্য নষ্ট করতে পারে। আপনার উচিত মস্তিষ্ক স্বচ্ছতা রক্ষার জন্য বিভ্রান্তি এবং হতাশা এড়িয়ে চলা। আজ কোনও নিকট আত্মীয়ের

জেনারেল ম্যানেজার দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশন পরিদর্শন করেছেন



কলকাতা, ২৭ আগস্ট : শ্রী পি. উদয় কুমার রেড্ডি, জেনারেল ম্যানেজার, মেট্রো রেলওয়ে আজ দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশন পরিদর্শন করেছেন। তিনি দক্ষিণেশ্বর মেট্রো স্টেশনের প্রবেশ প্রস্থান স্থান, প্ল্যাটফর্ম, কনকোর্স লেভেল, টিকিট ভেন্ডিং মেশিন, টিকিট কাউন্টার, স্টেশন সাইনেজ, পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি পরিদর্শন করেন। স্টেশনের কর্মীদের সঙ্গেও মতবিনিময় করেন। এই পরিদর্শনকালে জিএমকে স্টেশনের রাশ ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা হয়। শ্রী রেড্ডি পূর্ব রেলের দক্ষিণেশ্বর স্টেশনের সাথে এই স্টেশনের যাত্রী-পরিবর্তন স্থান গুলি পরিদর্শন করেছেন। তিনি আজ সকালে শোভাবাজার-সূতানুটি স্টেশন থেকে একটি মেট্রোতে দক্ষিণেশ্বরে যান। সেখান থেকে মেট্রোতে চড়ার আগে শ্রী রেড্ডি শোভাবাজার-সূতানুটি স্টেশনও পরিদর্শন করেন। দক্ষিণেশ্বর ও শোভাবাজার-সূতানুটি স্টেশনের সার্বিক ব্যবস্থা ও পরিচ্ছন্নতা দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন মহাব্যবস্থাপকা শ্রী রেড্ডি, দক্ষিণেশ্বর স্টেশনের পরিদর্শন শেষ করার পরে, একটি মেট্রোতে যতীন দাস পার্ক স্টেশনে যাত্রা করেন।

কাকদ্বীপে মন-কি-বাত শুনলেন সুকান্ত মজুমদার

দূরন্ত বার্তা, কাকদ্বীপ, ২৭ আগস্ট : দক্ষিণ ২৪ কাকদ্বীপে প্রধানমন্ত্রী নরে : দ্র মোদীর মন-কি-বাত শুনলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ ডঃ সুকান্ত মজুমদার। রবিবাসরীয় সকালে কাকদ্বীপে অক্ষয়নগরে দলের কর্মীদের সঙ্গে মন-কি-বাত অনুষ্ঠান সোানেন সুকান্ত মজুমদার। এদিন অক্ষয়নগরে কাকদ্বীপ বিধানসভার দলীয় কার্যালয়ের শিলান্যাসও করেন সুকান্ত মজুমদার। পাশাপাশি দলীয় কর্মসূচিতে অংশ নেন। মানুষের জন্য সেবামূলক কাজও করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তিনি সকালে ফ্রেজারগঞ্জ কোর্টাল থানা এলাকায় নদীবাধ পরিদর্শন এবং ত্রিপল বিতরণ করেন। ফ্রেজারগঞ্জের কার্গিল বিচে ভাঙ্গন পরিদর্শন করেন এবং দু ঙ্হদের হাতে ত্রিপল তুলে দেন সাংসদ সুকান্ত মজুমদার।

বিজেপির উদ্যোগে মন কি বাত এর সম্প্রচার

দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৭ আগস্ট : হাওড়া সদর বিজেপির উদ্যোগে মোদির মন কি বাত এর সম্প্রচার হল। রবিবার সকালে হাওড়া সদর বিজেপির পক্ষ থেকে পঞ্চাননভলয় দলের সদর কার্যালয়ের সামনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ১০৪তম মন কি বাত কার্যক্রমের সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। ওই কর্মসূচিতে উপস্থিত উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী, হাওড়া সদরের জেলা সভাপতি রমাপ্রসাদ ভট্টাচার্য, হাওড়া সদরের সম্পাদক অজয় মাল্লা সহ জেলার নেতৃত্ব ও কর্মীরা।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর অনুপ্রেরণামূলক বক্তৃতার সংকলন ভলিউম-২ এবং ৩ ‘সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস’ প্রকাশিত হয়েছে

নয়াদিল্লি, ২৭ আগস্ট : কেন্দ্রীয় তথা ও সম্প্রচার, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী শ্রী অনুরাগ ঠাকুর এবং মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শিবরাজ সিং টোহান প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর বক্তৃতা ও ভাষণ থেকে সংকলিত দুই খণ্ডের বই ‘সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস’ তথা ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের প্রকাশনা বিভাগ বই হিসাবে আজ ভোপালের কুশভাব ঠাকুরে আন্তর্জাতিক কেনডেনশন পোর্টারে প্রকাশ করেছেন। জুন ২০২০ থেকে মে ২০২১ এবং জুন ২০২১ থেকে মে ২০২২ পর্যন্ত তার সফল দ্বিতীয় মেয়াদে এই বইগুলো সংকলন করেছে। এই অনুষ্ঠানে তাঁর ভাষণে, কেন্দ্রয় তথা ও সম্প্রচার, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী শ্রী অনুরাগ ঠাকুর তুলে ধরেন যে পরিচালনা নরেন্দ্র মোদীর ভাষণগুলি ধারাবাহিকভাবে অনুপ্রেরণার উৎস হিসাবে কাজ করেছেতার প্রতিটি

বক্তৃতায় মূল্যবান শিক্ষা রয়েছে। প্রচুর অন্তর্ভুক্তিপূর্ণ বিষয়বস্তুর কারণে



বইটি রচনা করার জন্য তাদের মধ্য থেকে বক্তৃতা নির্বাচন করা চ্যালেঞ্জিং ছিল। মন্ত্রী বলেন, নারীর বইয়ের একটি অংশে ৮৬টি অনুপ্রেরণামূলক বক্তৃতা এবং অন্য বিভাগে ৮০টি অনুপ্রেরণামূলক

বক্তৃতা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্বাচিত

বক্তৃতা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সংকলিত হয়েছে। বক্তৃতার মধ্যে স্টার্টআপ ইন্ডিয়া, সুশাসন, নারীর ক্ষমতায়ন, জাতি শক্তি, স্বনির্ভর ভারত, জয় বিজ্ঞান, জয় কিরান ইত্যাদি বিষয়ে সাধারণ নাগরিকদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ রয়েছে।

লিলুয়া ভটনগরে ফাঁকা মালগাড়ি থেকে বালকের দেহ উদ্ধার

দূরন্ত বার্তা,হাওড়া, ২৭ আগস্ট : লিলুয়া ভটনগরে চৌকিং ও রিপোর্টিং করার সময় ফাঁকা মালগাড়ির ভিতর একটি বগি থেকে এক বালকের দেহ উদ্ধার করলো পুলিশ। ফাঁকা মালগাড়ির মধ্যে থেকে উদ্ধার হল এক বালকের মৃতদেহ। রবিবার সকালে চৌকিং এবং রিপোর্টিং করার সময় ওই মালগাড়ির ভিতরে একটি বগিতে ওই মৃতদেহটি দেখতে পায় রেল পুলিশ। খবর দেওয়া হয় লিলুয়া থানায়। পুলিশ দেহটি মর্যনাতত্ত্বের হন্য মর্গে পাঠায়। পুলিশ বলে জানা গিয়েছে, মৃত বালকের নাম আহিদি শেখ (৮)। নদীয়া জেলার চাপড়া থানা এলাকার বাসিন্দা সে। কয়লা বহনকারী ফাঁকা ওই মালগাড়িটি

আসানসোল থেকে এসে লিলুয়ায় ভটনগর রেল কেবিনের কাছে দাঁড়িয়েছিল। পুলিশ জানিয়েছে, তদন্তের সময় বর্ধমানের এক মহিলার অভিযোগ বর্ধমানের তালিত স্টেশনের ফুট ব্রিজের উপর থেকে তাঁর বাচ্চাকে কেউ চলন্ত মালগাড়ির মধ্যে ফেলে দেয়। ঘটনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এই ঘটনার পর স্থানীয়রা মালগাড়িটিকে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মালগাড়ি থামেনি। সেই মালগাড়িটি এসে লিলুয়া এবং ভটনগর কেবিনে কাছে দাঁড়ায়। মালগাড়িটি আসার পর রেলের তরফ থেকে চৌকিং শুরু হয়। তখনই গাড়ির একটি রেকের ভেতর আহিদকে পড়ে থাকতে দেখেন তাঁরা। এই অবস্থায়

বালকটিকে দেখে তাঁরাই উদ্ধার করে খবর দেন লিলুয়া থানায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ। আহিদকে হাওড়ার লিলুয়ার কোনো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত আহিদের বাড়ির লোককে খবর দেওয়ার জন্য লিলুয়া থানার পুলিশ চাপড়া থানায় যোগাযোগ করছে। বালকের মৃত্যুর কারণ খুঁজতে তদন্ত শুরু করেছে লিলুয়া থানার পুলিশ ও জিআরপি। হাওড়া সিটি পুলিশের এক আধিকারিক জানান, মৃত বালকের দেহ উদ্ধার করে মর্যনাতত্ত্বের জন্য পাঠানো হয়। বালকের শরীরে আঘাতের চিহ্ন আছে। তদন্ত শুরু হয়েছে।

তিনদিনে ১.৬৪ কোটি টাকারও অধিক মূল্যের নিষিদ্ধপাচারকৃত সামগ্রী উদ্ধার করল উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী, গ্রেপ্তার ৬

মালিগাঁও, ২৭ আগস্ট : নিষিদ্ধপাচারকৃত সামগ্রী পরিবহনের বিরুদ্ধে নিজেদের ধারাবাহিক লড়াই চালিয়ে যাওয়ার সময় ২৬ থেকে ২৫ আগস্ট, ২০২৩ সময়ের মধ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) ১.৬৪ কোটি টাকারও অধিক মূল্যের নিষিদ্ধ সামগ্রী উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। এই সময়সীমার মধ্যে নিষিদ্ধপাচারকৃত সামগ্রী পরিবহনে জড়িত থাকার অভিযোগে আরপিএফ ছয় জন ব্যক্তিকেও গ্রেপ্তার করেছে। ২৫ আগস্ট, ২০২৩ তারিখের একটি ঘটনায় ডিমাপুর রেলওয়ে স্টেশনে তল্লাশি চালানোর সময় ডিমাপুরের আরপিএফ একটি দাবিহীন ব্যাগ উদ্ধার করে। এরপর

ওই ব্যাগের ভেতর থেকে প্রায় ১.১০ কোটি টাকা মূল্যের ৫৫০ গ্রাম ট্রাউন সুগার উদ্ধার করে। ৫০টি সাবানের কেসে এই ট্রাউন সুগার লুকিয়ে রাখা ছিল। পরে নিষ্পত্তির জন্য ওসিজিআরপিডিমাপুরের হাতে উদ্ধারকৃত ট্রাউন সুগার তুলে দেওয়া হয়। ২৪ আগস্ট, ২০২৩ তারিখের একটি ঘটনায় আগরতলার আরপিএফ ও জিআরপি যৌথভাবে ১৬১৭৩৬৭ আপ (কোমলজংখা এক্সপ্রেস) ট্রেনে তল্লাশি চালায়। এই তল্লাশির সময় ট্রেন থেকে তারি তিনজন ব্যক্তিকে ১.৩৮ লক্ষ টাকা (আনুমানিক) মূল্যের ৭৮৮টি কফ সিরামির বোতল সহ গ্রেপ্তার করে। পরবর্তী আইনি পদক্ষেপের জন্য উদ্ধারকৃত কফ সিরাপ সহ ধৃত তিন



তারিখে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ বিভিন্ন ট্রেন ও স্টেশনে তিন ভিন্ন তল্লাশি অভিযানে ৫১ লক্ষ টাকা (আনুমানিক) মূল্যের এরিকা নাট, ১.৬৪ লক্ষ টাকা (আনুমানিক) মূল্যের ৯৬৬ বোতল কফ সিরাপ ও আনুমানিক ৭৪৪০.০০ টাকা মূল্যের ৪৮ বোতল সুরা উদ্ধার

করে। অবৈধভাবে কফ সিরাপ রাখার জন্য ২৬ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে তিন জন ব্যক্তিকেও গ্রেপ্তার করা হয়। পরে, উদ্ধারকৃত নিষিদ্ধ সামগ্রী ও ধৃত ব্যক্তিদের পরবর্তী আইনি পদক্ষেপের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ ২০২৩-এর জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত সময় সীমার মধ্যে অবৈধভাবে নিষিদ্ধপাচারকৃত সামগ্রী বহন করার ৪৩৪টি ঘটনা চিহ্নিত করেছে এবং ১৩.৬৬ কোটি টাকারও অধিক মূল্যের নিষিদ্ধপাচারকৃত সামগ্রী উদ্ধার করে। এই সময়সীমার মধ্যে নিষিদ্ধপাচারকৃত সামগ্রী বহন করার জন্য আরপিএফ ২৫০ জন ব্যক্তিকেও গ্রেপ্তার করেছে।

কলকাতা, ২৭ আগস্ট : জলের বর্জ্য হ্রাসের সাথে পরিবেশ সংরক্ষণের সাথে সাথে কোচ পরিস্কারের আরও ভাল মান বজায় রাখার প্রয়াসে, পূর্ব রেলওয়ে বিভিন্ন জায়গায় স্বয়ংক্রিয় কোচ ওয়াশিং প্লান্ট স্থাপন করেছে। হাওড়ার ইএমইউ কার-শেডকেও একটি স্বয়ংক্রিয় কোচ ওয়াশিং প্ল্যান্ট দেওয়া হয়েছে যাতে ইএমইউ ট্রেনগুলির জন্য মানসম্মত পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা করা হয় যা প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ যাত্রীদের সেবা করে।স্বয়ংক্রিয় কোচ ওয়াশিং প্ল্যান্ট হল রেকের কোচের জন্য একটি মাল্টিস্টেজ এক্সটার্নাল ক্লিনিং সিস্টেম, ডিটারজেন্ট দ্রবণ, উচ্চ চাপের জলের জেট এবং উল্লম্ব ঘূর্ণায়মান ব্রাশ ব্যবহার করে। উপরন্তু, এটি বহিরাগত ধোয়ার জন্য নরম জল ব্যবহার করার জন্য

পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে এবং সবুজ পৃথিবী গড়ে তুলতে বিশাল সাইকেল র্যালির আয়োজন

দূরন্তবার্তা, উত্তরপাড়া, হুগলি, ২৭ আগস্ট : সারা পৃথিবীতে দূষণের মাত্রা ক্রমশ বেড়ে চলেছে এর থেকে পশ্চিমবঙ্গেরও রেহাই নেই। মাত্রাতিরিক্ত দূষণ মানুষ নানান সমস্যায় ভুগছেন । এই ব্যাপক দূষণের হাত থেকে বাঁচতে মানুষকে অবিলম্বে সচেতন হতে হবে। মানুষের মধ্যে সেই সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এগিয়ে এসেছে। তেমনি এক প্রতিষ্ঠান উত্তরগ উত্তরপাড়া সার্ভিস সেন্টার লিমিটেড আজ



উত্তরপাড়া সি এ মার্চের সামনে থেকে পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এক বিশাল সাইকেল র্যালির আয়োজন করে। এই র্যালিতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় সুইচ অন ফাউন্ডেশন। জানা গেছে এই দূষণের বিরুদ্ধে এবং সুস্থ পরিবেশ গঠনে পৃথিবীর ৫০০ টি শহরে মুখ ফর অর্থ গ্লোবাল সাইকেল র্যালি অনুষ্ঠিত হচ্ছে তারই অঙ্গ হিসাবে আজ এই সাইকেল র্যালির আয়োজন। যার মূল উদ্দেশ্য পরিবেশকে কার্বন মুক্ত সবুজ পৃথিবী হিসাবে গড়ে তোলা। এই শুভ সাইকেল র্যালির পতাকা

বিশেষজ্ঞ ডক্টর শিশির চক্রবর্তী মহাশয় উত্তর পাড়া ১৪নং নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা,ইউ এস পি এল এর পক্ষ থেকে ছিলেন ডিরেক্টর শ্রীমতি নিবেদিতা মুখার্জি , রাজা রায়,সরুজি চক্রবর্তী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। জানা যায়,এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য হল পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তোলা এবং পরিবেশকে কার্বনডাই-অক্সাইড নিয়ন্ত্রণ করে এক দূষণমুক্ত সবুজ পৃথিবী গড়ে তোলা। পৌরসভার পৌর প্রধান শ্রী দিলীপ যাদব মহাশয়, সারা উত্তরপাড়া বাসীদের কাছে আবেদন জানান যাতে সকলে মিলে সবুজ পৃথিবী

গড়ে তোলা যায়। বৃক্ষ ছেদন বন্ধ করতে ও বিভিন্ন রকমের দূষণ থেকে মুক্তি পেতে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। ডিরেক্টর নিবেদিতা মুখার্জি জানান বিপুল পরিমাণে বৃক্ষ ছেদনের ফলে আজ পরিবেশ যথেষ্টই অসুস্থ । এই পরিবেশকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের সকলের, তাই বৃক্ষ ছেদন বন্ধ করা এবং অন্যান্য দূষণকে যাতে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় এবং সুস্থ পৃথিবী গড়ে তোলা যায় তার জন্যই এই সাইকেল যা

পদচা্রী মিছিল এর আয়োজন হয়েছে। ডাক্তার শিশির কুমার চক্রবর্তী জানান আমাদের পরিবেশের অসুজ্ঞনের মাত্রা কমে যাওয়ার জন্য দায়ী বিপুল পরিমাণে বৃক্ষ ছেদন এবং যানবাহনের মাত্রা অতিরিক্ত ধোঁয়া যা বাতাসে কার্বনডাই অক্সাইডেরে মাত্রা অতিরিক্ত বৃদ্ধি করে চলেছে। তাই এই রালির মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করার উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। এই রালিতে কচিঁকাচা সমেত যুবক-যুবতী যোগেজোঠরাও সাদা পোশাক পরিধান করে এই রালিতে অংশগ্রহণ করে। এই রালি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

‘ওটা বাজি নয়, ওটা বোমা কারখানা’, আতশবাজি উন্নয়ন সমিতির চেয়ারম্যান বাবলা রায়

দূরন্ত বার্তা, বারাসত, ২৭ আগস্ট : এখানে বাজি কারখানার আড়ালে বোমা কারখানার চলতা পুলিশ সব জানতে। উত্তর ২৪ পরগনার দত্তপুকুরে বেআইনি বাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে এমনটি দাবি করেছেন এলাকার তৃণমূলের নেতা তথা আতশবাজি উন্নয়ন সমিতির চেয়ারম্যান বাবলা রায়। দত্তপুকুরে বেআইনি বাজি কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। স্থানীয় সূত্রে খবর, দত্তপুকুরের মোচিপোলের ওই বাজি কারখানাটি অবৈধ ভাবে চলছিল। বিস্ফোরণের অভিভাত এতচাই মারাত্মক ছিল আশপাশের বাড়িগুলিতে ফাটল দেখা দিয়েছে। বারংবার স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেছেন, পুলিশ প্রশাসন থেকে রাজের মন্ত্রী রথীন ঘোষ জানতেন এই বাড়ি বেআইনি বাজি তৈরি হয়। পাশাপাশি এবিষয়ে ক্ষোভ উগড়ে দেন এলাকার তৃণমূলের নেতা তথা

আতশবাজি উন্নয়ন সমিতির চেয়ারম্যান বাবলা রায়। তিনি বলেন, ওটা বাজি কারখানা নয়। ওটা বোমা কারখানা। পাশাপাশি তাঁর আরও অভিযোগ, আমি মিটিং করে পুলিশের আইসি কে বলেছিলাম। আপনারা অবিলম্বে এই কারখানা বন্ধ করুন। সেলিম আলি এই কাজ করছে। ওর নাম করে বলেছিলাম। কিন্তু কোনও পদক্ষেপ করেনি। ওখানে আলু বোমা তৈরি হচ্ছে। বাজির কোনও সম্পর্কই নেই। এলাকাবাসীর দাবি, যে বাড়িতে এই বেআইনি বাজি তৈরি হত সেই বাড়ির মালিককে নাকি তাঁরা বারংবার বলেছিলেন পাড়ার মধ্যে এই ধরনের কারখানা না করোতে। লোকালয়ের বাহিরে কোনও জায়গায় করোতে। অভিযোগ, কিন্তু তিনি কোনও কর্তপতাই করেননি। ফলে প্রশ্ন উঠছে তিনি কি নিজেও প্রভাবশালী? নাকি কোনও প্রভাবশালীর হাত মাথায় রয়েছে তাঁর?

হাওড়ায় সিপিএমের মিছিলে ঢুকে পড়লো ‘বহিরাগত’ গাড়ি ব্যাপক উত্তেজনা

দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৭ আগস্ট : হাওড়ায় সিপিএমের মিছিলে ঢুকে পড়লো ‘বহিরাগত’ গাড়ি, ব্যাপক উত্তেজনা। আগামী ৩৬শে আগস্ট খাদ্য আন্দোলনের শহীদ দিবসকে সামনে রেখে ধর্মভলয় বামফ্রন্টের তরফ থেকে যে সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে সেই সম্মেলনকে সফল করতে রবিবার সকালে হাওড়ায় মধ্য হাওড়া সিপিআইএম এরিয়া কমিটির ডাকে এক মিছিলের আয়োজন করা হয়। অভিযোগ, ওই মিছিল চলাকালীন হাওড়া ময়দানে বঙ্গবাসীর সামনে একটি ‘বহিরাগত’ গাড়ি সেখানে ছামুায়ে ঢুকে পড়লে আতঙ্কে মিছিল ছরভঙ্গ হয়ে যায়। এরপরও এই মিছিলের থাকা মহিলা সমর্থক থেকে শুরু করে সিপিএম কর্মীরা গাড়ির উপর ‘চড়াও’ হয়। দলের মহিলা কর্মীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাঁদের অভিযোগ, ইচ্ছাকৃতভাবে ওই গাড়িটিকে মিছিলের মািখাণে ধোর করে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসেন সিপিএমের সিনিয়র নেতারা। তারা পরিস্থিতি যাতে নাগালের বাইরে না চলে যায় তা দেখেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। গাড়িটিকে সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এরপরে আবার মিছিল শুরু হয়।

কোচ পরিস্কারের মান আরও ভাল বজায় রাখার প্রয়াসে পূর্ব রেলওয়ে বিভিন্ন জায়গায় স্বয়ংক্রিয় কোচ ওয়াশিং প্লান্ট স্থাপন করেছে

কলকাতা, ২৭ আগস্ট : জলের বর্জ্য হ্রাসের সাথে পরিবেশ সংরক্ষণের সাথে সাথে কোচ পরিস্কারের আরও ভাল মান বজায় রাখার প্রয়াসে, পূর্ব রেলওয়ে বিভিন্ন জায়গায় স্বয়ংক্রিয় কোচ ওয়াশিং প্লান্ট স্থাপন করেছে। হাওড়ার ইএমইউ কার-শেডকেও একটি স্বয়ংক্রিয় কোচ ওয়াশিং প্ল্যান্ট দেওয়া হয়েছে যাতে ইএমইউ ট্রেনগুলির জন্য মানসম্মত পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা করা হয় যা প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ যাত্রীদের সেবা করে।স্বয়ংক্রিয় কোচ ওয়াশিং প্ল্যান্ট হল রেকের কোচের জন্য একটি মাল্টিস্টেজ এক্সটার্নাল ক্লিনিং সিস্টেম, ডিটারজেন্ট দ্রবণ, উচ্চ চাপের জলের জেট এবং উল্লম্ব ঘূর্ণায়মান ব্রাশ ব্যবহার করে। উপরন্তু, এটি বহিরাগত ধোয়ার জন্য নরম জল ব্যবহার করার জন্য



রবিবার হাওড়ার উদয় চল স্পোর্টিং ক্লাবের সদস্যরা দুর্গাপূজার খুঁটি পুজো করে মহামুখ্যমানে শরৎ উৎসব পালন করলেন । নিজস্ব চিত্র ।

যশোর রোডে শান্তনু ঠাকুরের কনভয়ে ধাক্কা মারে ট্রাক

দূরন্ত বার্তা, বারাসত, ২৭ আগস্ট : দুর্ঘটনার কবলে পড়লেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী । বনগাঁর বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুরের কনভয়ের পেছনের একটি গাড়ি তাঁর গাড়িতে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনাটি ঘটে অশোকনগর থানার মানিকতলা সংলগ্ন যশোর রোডে । দুর্ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর নেই। তবে ট্রাকটি তাঁর কনভয়ের পিছনে ধাওয়া করছিল বলে অভিযোগ তুলেছেন শান্তনু ঠাকুর। যদিও এদিন সন্ধ্য পর্যন্ত কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি বলে জানা গিয়েছে । স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন বিকেলে দিল্লি থেকে বিমানে দমদম বিমানবন্দরে নেমে ঠাকুরনগরের বাড়িতে ফিরছিলেন কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। যশোর রোড ধরে যাওয়ার সময় অশোকনগরের মানিকতলা এলাকায় যানজটের কারণে তাঁর কনভয় দাঁড়িয়েছিল। অভিযোগ, সেই সময় কনভয়ের পিছনে থাকা একটি গাড়ির পিছনে ধাক্কা মারে একটি ট্রাক। যদিও হতাহতের কোনও খবর নেই। ক্ষয়ক্ষতিও তেমন হয়নি বলেই খবর। দুর্ঘটনার জেরে এলাকায় যথেষ্ট চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনাস্থল থেকেই অশোকনগর থানায় ফোন করেন শান্তনু ঠাকুর। এই প্রসঙ্গে তিনি অভিযোগ করে বলেন, গুমা থেকে ট্রাকটি আমার কনভয়কে ধাওয়া করছিল। শেষে অশোকনগরের মানিকতলা এলাকায় এসে কনভয়ের পিছনের গাড়িকে ধাক্কা মারে। কেন ট্রাকটি ধাওয়া করছিল, চালকের স্বীা উদ্দেশ্য ছিল, সেসব পুলিশকে খতিয়ে দেখতে বলছি। অর্থাৎ যড়যন্ত্রের অভিযোগ করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। পরে অবশ্য নিরাপদে তিনি পৌঁছে যান বাড়িতে ।

রবিবাসরীয় সকালে মহানগরীতে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু ফুটপাথবাসীর

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ আগস্ট : রবিবাসরীয় সকালে মহানগরীতে পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল এক ফুটপাথবাসীর। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে বেনিয়াপুকুর এলাকার সার্কাস অ্যাভিনিউয়ের কাছে। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, রবিবার সকালে সার্কাস অ্যাভিনিউয়ের কাছে একটি দুধের গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা একটি গাড়িতে। ধাক্কার অভিঘাতে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িটি গিয়ে সোজা ফুটপাথে উঠে পড়ে। সেখানেই ঘুমিয়ে ছিলেন এক ব্যক্তি। গাড়িটি তাঁকে নিয়ে দেয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। এ দিকে ধাক্কা মারার পর সুযোগ বুঝে দুধের গাড়িটি পালায়ে যায়। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে দুধের গাড়িটিকে ধরার চেষ্টা চলছে। রাস্তার ধারে পার্ক করে রাখা গাড়িটির মালিককেও ডেকে পাঠানো হয়েছে। মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানা যায়নি।



পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটির উদ্যোগে আজ বারুইপুর মহাকুমা কমিটি আনুষ্ঠানিক ভাবে আত্মপ্রকাশ করল। এই জন্য মাননীয় শুভদীপ চক্রবর্তী, সভাপতি। মাননীয় তময় মিশ্র , সম্পাদক ও মাননীয় হিতেশ দাস, সম্পাদক মহাশয়ের ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদান্তে গনেশ চন্দ্র মন্ডল, সহ সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটি।

সুদের টাকা না দিতে পারায় দুষ্কৃতীদের গুলিতে গুলিবদ্ধ এক যুবক

বনম্পতি দে , আরামবাগ, ২৭ আগস্ট : সুদের টাকা না মেটাতে পারায় যুবককে গুলি করল দুষ্কৃতীরা। শনিবার গভীর রাতে চাঞ্চল্যকর এক ঘটনা ঘটেছে হুগলির গোঘাটের মথুরা গ্রামের পূর্ব অমলাপাড়ায়। গুলিবদ্ধ হয়েছেন এলাকার বাসিন্দা অর্জুন রায়। সূত্রের খবর, কিছুদিন আগে এলাকার এক যুবকের থেকে ৭০ হাজার টাকা ধার নিয়েছিলেন অর্জুনের বাবা ফটিক রায়। সুদ সমেত সেই টাকা ফেরত দেওয়ার কথাও ছিল। কিন্তু, সেই টাকা সময়মতো ফেরত দিতে না পারায় লাগাতার পাওনাদারদের তাগাদার মুখেও পড়ছিলেন তিনি। অভিযোগ, শনিবার গভীর রাতে একটি বাইকে খবর তিন যুবক এসে আচমকা হামলা চালায় ফটিকের উপর। ছোড়া হয় তিন থেকে চার রাউন্ড গুলি। সেই সময় ফটিক রায়ের ছেলে অর্জুন রায় বাধা দিতে এলে তার বাঁ হাতে দুষ্কৃতীরা গুলি করে বলে খবর। এদিকে ততক্ষণে তাঁদের চিংকারে ওড়ে জায়গায় এসে গিয়েছেন এলাকার লোকজন। তাঁদের দেখে দুষ্কৃতীরা পালানোর চেষ্টা করলেও একজন ধরা পড়ে যায়। এরপর খবর দেয়া হয় গোঘাট থানার পুলিশকে। পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। গ্রামবাসীরা আটক করা এক দুষ্কৃতিকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।গুলিবদ্ধ ওই যুবককে আরামবাগ মহাকুমা মেডিকলে ভর্তি করে। এই ঘটনায় গোবর থানার পুলিশ বাকিজনদের খোঁজ চালাচ্ছে।

লোকো প্রজ্ঞার অনুভব দর্শন অনুষ্ঠান

দূরন্ত বার্তা, আরামবাগ, ২৭ আগস্ট : সর্বভারতীয় প্রবন্ধ মঞ্চ প্রজ্ঞা প্রবাহের পশ্চিমবঙ্গ শাখা। লোকো প্রজ্ঞার অনুভব দর্শন অনুষ্ঠান হয়ে গেল। এবারে লোকো প্রজ্ঞা শরবত ভারতীয় আমোজিত ১৫ তম। রবিবার বিকাল সাড়ে চারটায় গোঘাটের কামারপুকুর মঠের পার্শ্ববর্তী একটি হলের এই অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। তাদের আদর্শ সাধারণ মানুষকে অনুপ্রাণিত করুন এই উদ্দেশ্য নিয়ে কার্যক্রম। সর্বভারতীয় প্রজ্ঞাপ্রবাহ সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের অন্তর্গত এই লোকো প্রজ্ঞা চর্চা কেন্দ্রে একটি অরাজনৈতিক সংস্কৃতি ও গুণন বিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্র অনুভব দর্শন আয়োজন করা। এবারে কার্যক্রম অনুষ্ঠানটি হয় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জন্ম ভিটে সংলগ্ন একটি হলের মধ্যে। এই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন, বিশেষ অতিথি বিজ্ঞান প্রফেসর উষ্ম বন্দ্যোপাধ্যায় অধিকতা বসু, বিজ্ঞান মন্দির, উস্তার তিলক রঞ্জন বোড়া, বিশিষ্ট সমাজসেবী ডঃ বিজয় আড্ডেঠা, মনোরঞ্জন হাজরা, দিব্যেন্দু ঘোষ।

রাজ্য পেল স্বর্ণপদক

১-র পাতার পর বিভিন্ন ইন্টিগ্রেটেড সেক পোস্টে দ্রুত ছাড়পত্র এবং যানবাহন চ্যাালের জন্য ভারতের স্বলবন্দর কর্তৃপক্ষ, কার্সমস (সিবিআইসি) এবং সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-র সমন্বয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই পোর্টলটি তৈরি করেছে।সিস্টেমটি রণগুলিনার করা পোর্টপোল দিয়ে ট্রাক পার করার ছাড়পত্রের জন্য অনলাইনে স্ট্রট বুক করতে পারেন। ছাড়পত্রের জন্য মিললে রণগুলিনারকদের একটি ই-সুবিধা পাস থাকতে হবে এবং পোর্টলে ট্রাকলার ও গাড়ির তথ্য ডিজিটলভাবে আপলোড করতে হবে। এটি ট্রাকগুলিকে সীমান্ত অতিক্রম করতে যে সময় নেয় তা হ্রাস করে। অনলাইন বুকিং সুবিধা রণগুলিনারকদের পার্কিং স্লটের প্রাপ্যতা পরীক্ষা করতে এবং তাদের পছন্দসই স্ট্রট আগে যেতেই সরক্ষ্মা করতে সাহায্য করে, যাতে ট্রাকগুলি নির্ধারিত দিনে চেকপোস্টে পৌঁছায় তা নিশ্চিত করে। প্রতিটি পর্যায়ে রণগুলিনারিার রিয়েল-টাইম আপডেটে মেসেজ পেয়ে থাকেন। আগে ইন্টিগ্রেটেড সেক পোস্টে প্রবেশের জন্য চালকদের ৬০ থেকে ৪০ দিন অপেক্ষা করতে হত। এখন তা আর করতে নয়।

উন্নয়নে গতি এনেছে : মোদি

১-র পাতার পর .চিনে অনুষ্ঠিত ওয়াশ্ব ইউনিভার্সিটি গেমসে ভারতের সর্বকালের সেরা পারকরম্যাদ ছিল। প্রধানমন্ত্রী মোদি চিনে অনুষ্ঠিত ওয়াশ্ব ইউনিভার্সিটি গেমসে পদক জয়ী ক্রীড়াবিদদের অভিনন্দন জানান, তাঁদের সঙ্গে কথাও বলেছেন।প্রধানমন্ত্রী মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে বলেছেন, আমাদের যুবকরা খেলাধুলায় নতুন সাফল্য অর্জন করছেন তাঁরা চিনে ওয়াশ্ব ইউনিভার্সিটি গেমসে রেকর্ড সংখ্যক পদক জিতেছেন। ভারতের জি-২০ পৌরহিত্য আসলে জনগণের সভাপতিত্ব। মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার মন-কি-বাত অনুষ্ঠানের ১০৪-তম পর্বে ভারতের জি-২০ সভাপতিত্ব নিয়ে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। তিনি বলেনছেন, আমাদের জি-২০ প্রেসিডেন্সি হল জনগণের প্রেসিডেন্সি, যেখানে জনগণের অংশগ্রহণ সর্বাধ্র্ম। মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, সেপ্টেম্বর মাস ভারতের সম্ভাবনার সাক্ষী হতে চলেছে।জি-২০ লিডারস সামিটেজেনা ভারত রোলোপরি প্রস্ততা। এই ইভেন্টে অংশ নিতে ৪০টি দেশের প্রধান এবং অনেক বৈশ্বিক সংস্থা দিল্লিতে আসবে।জি-২০ সম্মেলনের ইতিহাসে এটিই হবে সবচেয়ে বড় অংশগ্রহণ।

কোচ পরিষ্কারের মান আরও ভাল বজায় রাখার প্রয়াসে পূর্ব রেলওয়ে বিভিন্ন জায়গায় স্বয়ংক্রিয় কোচ ওয়াশিং প্লান্ট স্থাপন করেছে



Effluent Treatment সিস্টেম এবং জল নরম করার প্রক্রিয়া রয়েছে। ১২টি কোচের ইএমইউ ট্রেনের একটি রেকের জন্য পুরো রেকটি বায়িকভাবে ধোয়ার জন্য মাত্র ৭ থেকে ৮ মিনিট সময় লাগে। হাওড়া

ইএমইউ কারশেডে গড়ে প্রতিদিন ১৩টি ইএমইউ রেক এই ACWP এর মাধ্যমে ধোয়া হয়। ট্রেনের প্রবেশের জন্য পুরো রেকটি বায়িকভাবে ধোয়ার জন্য মাত্র ৭ দিয়ে সজ্জিত। ওয়াশিং সিস্টেম

প্রতিটি ট্রেনের জন্য শুধুমাত্র ২০ বিশুদ্ধ জল ব্যবহার করবে এবং অবশিষ্ট ৮০ জল যা ব্যবহার করা হবে তা পুনর্ব্যবহৃত জল হবে।ডিটারজেন্টের নিয়ন্ত্রিত প্রয়োগের ফলে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিষ্কারের ফলে বায়িক রঙের কোন ক্ষতি হয় না এবং উপকরণের সর্বোত্তম ব্যবহার হয় এবং এইভাবে রঙের ক্ষতি না করে বা কোচের নান্দনিক চেহারার সাথে আপোস না করে বায়িক ধোয়ার উন্নত গুণমান নিশ্চিত করা হয়।একটি গ্রুপ দক্ষ কর্মী এবং কর্মকর্তারা নিয়মিত তা পরিষ্কারের দিকটি পর্যবেক্ষণ করে, যাতে স্থানীয় যাত্রীদের প্রধানত নিত্য যাত্রীদের সস্ত্র

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দূরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ২৬৮ সংখ্যা, সোমবার, ১০ ভাদ্র, ১৪৩০

পুতিন বিদ্রোহী প্রিগোবিন হত

রুশ সংবাদ মাধ্যম প্রকাশ করেছে যে রাশিয়া বিদ্রোহী প্রিগোবিন বিমান দুর্ঘনায় মারা গিয়েছেন। তিনি ওয়াগনার সেনা বাহিনীর নেতা ছিলেন। বিমান দুর্ঘটনা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে দশটি দেহ। মিরেছে ব্ল্যাক বন্ড এবং ফাইল বেকডস। দেহগুলি চিনতে পারা যাচ্ছে না। জিনগত পরীক্ষা করে দেখা হবে। এমব্রেয়ার লেগাসি ৪০০ নামে একটি বিমানে যাত্রী তালিকায় গুরু করে প্রিগোবিন। এদিকে ওয়াগানার সেনা দল বিমান দুর্ঘটনার তত্ত্বটিকে মেনে নিতে চায়নি। তারা বলতে শুরু করে দিয়েছে রুশ বাহিনী বিমানটিকে গুলি করেছে। এদিকে ইউক্রেনের বেশ কিছু তাত্ত্বিক বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে প্রিগোবিনের মৃত্যুর কারণ হচ্ছে রাশিয়ার সেনারা। তারাি বিমানটি লক্ষ্য করে গুলি বর্ষন করতে শুরু করে। আসলে রাশিয়া কোনও বিদ্রোহী নেতাদের জীবিত থাকতে দিতে চায় না। ২০১৯ সালে রুশ সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছিল যে প্রিগোবিনের মৃত্যু

হয়েছে কস্ট্রার একটি বিমান দুর্ঘটনায়। এদিকে বেশ কয়েকটি সংবাদপত্র বলতে শুরু করে দিয়েছে যে প্টিগোবিন রাশিয়া ছেড়ে চলে যাননি। রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে ওয়াগনার সেনারা রাশিয়ার হয়ে যুদ্ধ করতে শুরু করে দিয়েছিল। তারা রাশিয়ার ভাড়াটে সেনা হিসাবে পরিচিত ছিল। কিন্তু হঠাৎ করে যুদ্ধের মাঝখানে প্রিগোবিন রুশ বিরোধী হয়ে ওঠেন এবং তিনি মস্কো আক্রমণ করতে শুরু করেন। রাশিয়ার কেজিবি মনে করতে শুরু করে দিয়েছিল যে প্রিগোবিনকে সিআইএ দ্বারা পরিচালিত হতে শুরু করে দিয়েছিলেন গোপনে। তার ফলেই প্রিগোবিন রুশ বিরোধী হয়ে উঠে। মস্কো আক্রমণ করতে প্রিগোবিনকে নেটো অস্ত্র গিয়েছিল বলে মনে করে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। পুতিন প্রিগোবিন বিরোধ থামাতে বেলারুশ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে। বেলারুশের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে প্রিগোবিনের বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। জানতে পারা গিয়েছিল যে প্রিগোবিন বেলারুশের সঙ্গে বৈঠক করতে তিনি সেই দিকে যাত্রা শুরু করেছেন। কিন্তু পরে জানতে পারা গেল তিনি বেলারুশে নেই। তিনি কোথায় তা কেউ জানতে পারেনা। এদিকে ওয়াগনার সেনা দলের নতুন সেনাপতির নাম ঘোষণা করে দিয়েছিলেন প্রিগোবিন। বেশ কয়েকবার তাঁকে ভিডিওতে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। তারপরে থেকে তাঁকে আর ভিডিওতে দেখতে পাওয়া যায়নি। তিনি তখন কোথায় তা সন্ধান করে কোনও কথার মধ্যে বলতে পারছে না ওয়াগনার বাহিনী। কারণ তারা রাশিয়ার কাছ থেকে অর্থ এবং অস্ত্র পায়। উল্লেখ বেশ কয়েক মাস আগে ইউক্রেন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন যেসব ভাড়াটে সেনা নিয়েছিল তারাই এখন ইউক্রেনকে আক্রমণ না করে পুতিনের দিকে বন্দুক তাক করে শুরু করেছে। রাশিয়ার দেশের বেসরকারি আধাসামরিক বাহিনী ওয়াগনার মার্সিনারি গ্রুপ শপথ গ্রহণ করেছে যে রাশিয়া থেকে মিলিটারি শাসন তুলে দেওয়া হবে।

ভারতের পাক নীতি

কুটনীতিতে কি সাফল্য দেখতে পারছে মোদি সরকার? এখন ভারত এখন চারদিক থেকে আক্রান্ত। মাথা ঠাণ্ডা না করে চললে যে কোনও সময়ে প্রতিবেশী দেশ দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। চিন যেভাবে ভারতের দিকে তাক করে বন্দুক লাগিয়ে রেখে বসে রয়েছে তাতে মনে হচ্ছে না এখন চিন ভারতের দখলীকৃত স্থান ছাড়বে। এর জন্য বথ আলোচনা করতে হবে। তবে তা সম্ভব হবে। এদিকে পাকিস্তান তো একেবারে হা করে বসে রয়েছে। কাশ্মীরকে এখন পাকিস্তান ইমু্য করতে পারছে না। পাকিস্তান ভয় পেতে শুরু করে দিয়েছে অফগানকে। ফলে পাকিস্তান একটু বেশ বেকায়াদায় পড়ে গিয়েছে। তার ওপর রাশিয়ার আন্তর্জাতিক অর্থনীতির চাপ। ফলে পাকিস্তানের এখন সবচেয়ে বড় কঠিন সময়। এই সময়ে চিনও কোনও রকমভাবে সাহায্য করতে পারছে না। চিন পাকিস্তানের অবস্থা দেখে একপাশে চলে গিয়েছে। ভাই এখন পাকিস্তান বেশ অসহায়। মোদি সরকার যেভাবে কুটনীতিতে বিফল হলেই সেটা কিন্তু পরবর্তীকালে ভারতের পক্ষে মারাত্মক অবস্থায় গিয়ে পৌছাবে। এখনই মোদি সরকারকে সতর্কভাবে পা ফেলতে শুরু করে দিয়েছে। নাহলে কিন্তু আগামী দিনে ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা খুবই কঠিন কাজ হবেবা। কারণ পাকিস্তানকে খা থেকে পাক অধিকৃত কাশ্মীর অধিকার করার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার সেখানে জল ঢেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে পাক সরকার বিশেষ করে পাকিস্তানের আইএসআই ও গুপ্তার সংস্থা। তারাই চিনকে পেছনে থেকে উচ্ছেদ দিয়েছে যে ভারতের সীমান্ত এলাকায় ব্যস্ত রাখলে ভারতীয় সেনারা আর পাক অধিকৃত কাশ্মীর দখল করার দিকে মন দিতে পারবে না। পাকিস্তান এখন চিনের সবচেয়ে বড় তাবোদার দেশ। আগে পাকিস্তান আমেরিকার তাবোদার দেশ ছিল। পাকিস্তানের জঙ্গি শিবির ভেঙে দেওয়ার পরই ভারত সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে পাক অধিকৃত কাশ্মীর সর্দর্ধক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। ভারত স্বাধীনতা লাভ করার পর থেকে কাশ্মীরের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে ভারত সরকার দ্বিধাবোধ করতে থাকে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কাশ্মীর সমস্যা সমাধান করতে একেবারে কাশ্মীরটাকে দুটো ভাগে বিভক্ত করে দিলেন। কাশ্মীর ভারতের কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত হল এবং লাদাখকেও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত করে দিল কেন্দ্রীয় সরকার। ফলে কাশ্মীর নিয়ে যারা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন করে চলছিল তারা এবারে বেশ মুশকিলে পড়ে গেল। কাশ্মীর কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল হওয়াতে পাকিস্তানের বিদেশ নীতি একেবারে মুখ খুবড়ে পড়ে গেল।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী



হীরক যেমন কয়লা প্রভৃতি আবর্জ্ঞানায় থাকে, উত্তমরূপে পরিষ্কার না করলে সেটার জোতি বেরায় না, তেমনিই তিনি তো সসারো অতি সাধারন জীবের মত থাকেন, কেবল প্রেমের প্রভাবেই তাঁর দীপ্তিতে জগৎ উদ্ভাসিত হয়। প্রেমই তাঁকে ধরতে পারে। প্রেমের সঙ্গ কর, তিনি আপনই প্রকট হবেন

কালী সাধক বামাক্ষ্যাপা

বামাক্ষ্যাপা বলেছেন, পরম সত্যের উপাসক হতে হবে। তবেই শ্যামা মা শক্তি অর্জন করা সম্ভব হবে। শ্যামা মা জাগতিক শক্তির অর্জন করেছেন। মা শ্যামার মধ্যেই প্রকৃত মাতৃশক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতেগেলে মা কালীর ভক্ত হতে হবে। সৎ শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক কালী সাধক। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। শ্যামা মায়ের শক্তি থেকেই আসে সেই অভয় শক্তি। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি হচ্ছে সর্বজয়ী। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে।

বিশ্বের দ্বিতীয় কনিষ্ঠ গ্রাণ্ডমাস্টার প্রজ্ঞানন্দ

রবীন্দ্রকুমার শীল একদিকে ভারতের চম্পাডিয়ান -৩ শুরু জয় হয়ে গিয়েছে অন্য দিকে শুরু হয়ে গিয়েছিল কার্লসেনে বনাম প্রজ্ঞানন্দের বিশ্ব দাবা বিজয় মুকুট কার মাথায় এসে উঠবে। বিশ্বকাপ দাবা ফাইনালের প্রথম খে লায় কার্লসেনের সঙ্গে লড়াই করতে দিয়ে প্রজ্ঞানন্দ ড্র করে ফেলেছে। উভয়ই অতি দক্ষতার লঙ্গে দাবার চাল দিয়ে ড্রয়ের পথকে সামনে নিয়ে এসেছিলেন। কার্লসনে এবং প্রজ্ঞানন্দ দুই জনের বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল। কার্লসেন কিছুটা সুবিধা অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু কার্লসেনকে রুখে দেওয়ার মতো ক্ষমতা রাখেন প্রজ্ঞানন্দ। ভারতের চম্পাডিয়ান যখন সফল হলো তারপরে সবার নজর গিয়ে পড়লো কার্লসেন পজ্ঞানন্দের দাবার বিশ্ব খে তাব লড়াই এর দিকে। সেখানে সব ভারতীয় আশা প্রকাশ করেছিলো যে এবারে কার্লসেনকে পরাস্ত হকে প্রজ্ঞানন্দ দাবার বিশ্বা সম্মান লাভ করবে। কার্লসেনে গ্রাণ্ড মাস্টার খে তাব লাভ করেন ২০০৪ সালের এপ্রিল মাসে। তাঁর বোল মাস পড়ে ২০০৫ সালে আগস্ট মাসে জন্ম গ্রহণ করেন প্রজ্ঞানন্দ। প্রথম খেলা ড্র হলেও দেখতে পাওয়া গেল যে দ্বিতীয় গেমও ড্র হয়েছে। তার ফলে ট্রাইব্রেকারে খেলার মধ্যে দিয়ে বিশ্ব জয় খেতাব লাভ করতে হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রজ্ঞানন্দ হারাতে পারলো না কার্লসেনকে। ১.৫-৫ পর্যাটে কার্লসেন জিতে গেলেন বিশ্বখেতাব। প্রজ্ঞান বয়স কম। এখ ন ওর সময় নিয়েছে বিশ্বখেতাব অর্জন করার। বন্ধুদের মধ্যে তিনি প্রাগ নামে পরিচিতি লাভ করেছেন। গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে বিশেষ করে দাবা জগতে আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে গেল। শচীন তেঙুলকর অভিনন্দন জানিয়ে লিপলেন। কী অসাধারণ এক অনুভূতি নিশ্চয়ই ছুঁয়েছে প্রাগকে। মাত্র ১৮ বছর বয়স। এই মুহূর্তে অভিজ্ঞতম এবং সবচেয়ে আলোকিত ম্যাগনাস কার্লসেনের প্রতিপদক হয়ে থাকলো। প্রজ্ঞানন্দের খেলা দেখে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন বিশ্বনাথ আনন্দও উচ্ছসিত। তিনি লিখেছেন, ওর লড়াই করার ক্ষমতা রয়েছে। শ্রেষ্ঠ পক্ষের আক্রমণকে সহ্য করতে পারে। তারপরে জানে কীভাবে প্রত্যাঘাত করতে হবে। তবে প্রতিযোগিতার প্রথম দিনটা ওর ভালো দিন যায়নি। রান্নাস হয়ে দেখিয়ে দিল যে তরুণরা দাবা খে লাতে কম যায় না। তারা প্রয়োজন হলে দাবার খেলায় ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে। দাবার খেলা হচ্ছে বুদ্ধির খেলা। একবার ভুল করলে সেই ভুলটা শোধরানো খুবই মুশকিল। তাতে হারও হতে পারে। আবার ড্র করাও জেতে পারে। করোনো আবহের মধ্যে প্রজ্ঞানন্দ ঘরে বসেই দাবার খেলার মন দিতে শুরু করে দিয়েছিল। বেশি করে দাবা খেলার জন্যে নিজেকে যুক্ত করতে পেরেছিল করোনো ভাইরাসের সময়ে। সারা বিশ্ব যেখন লকডাউন অবস্থায় চলে গিয়েছে ঘরে বসে অনলাইন পড়াশুনা পাঠ তৈরি করতে হচ্ছে তখন প্রাগ শুধু মাত্র হাতে সময় পেলে দাবা নিয়ে বসে পড়ছে। দাবা খেলা ছাড়া আর অন্য কিছুতেই তার মন ছিল না। মাঝে মাঝে সময় পেলে গাণ্ড মাস্টার। খে লা বলতে গেলে তার ছিল দাবা। দিনে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা ধরে দাবা খে লায় অশেষ গ্রহণ করতে। চালে ভুল হলে কী ধরনের চাল দিলে ম্যাচটা জেতা যায় তা নিয়ে চলত নিরন্তর গবেষণা। ঘরে নিজের খেলার ম্যাচে যদি হার হতো তাহলে তার বিচার বিশ্লেষণ করতে বসতো সে। বিচার বিশ্লেষণ করে হারের কারণ খুঁজ বের করতো। তারপরে তার সঠিক চাল কী সেটা বের করে আবার যাচাই করে নিত। ১৮ বছর বয়সে প্রাক্ট বাকুতে বিশ্ব কাপ দাবায় জিতলে দ্বিতীয় সর্বকনিষ্ঠ হিসাবে বিশ্বকাপ জয়ের কৃতিত্ব লাভ করতে। ববি ফিসার এবং কার্লসেন জেতেন। ১৬ বছর বয়সে। দিদি বৈশালীই ভাই প্রজ্ঞার অভিভাবক। দাবায় প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বিশ্বনাথন আনন্দ তাঁর পথ প্রদর্শক। ভারতের দাবায় আর একজন নুসান অর্জন করতে শুরু করেছেন তাঁর নাম এন শুকেশ। দাবা বিশ্বকাপে আটজন কোয়ার্টার ফাইনালিস্টদের মধ্যে চারজন ছিল ভারতীয়। দুই বছর আগে এই কার্লসেনকে পরাস্ত করেছিলেন প্রজ্ঞানন্দ। প্রাগের কাছে শচীন তেঙুলকর খুব প্রিয় ছিল। শচীনের ক্রিকেট খেলা

সে বাদ দিত না। শচীনের প্রতিটি খে লা সে দেখেছে। শচীন ছিল তাঁর কাছে গুরুর মতো। ক্রিকেট গুরু বলা যেতে পারে। শচীন যেভাবে লড়াই করতে ভালোবাসতো ঠিক সেই রকমভাবে সে নিজেকে লড়াই করার মানসিকতা অর্জন করে। তারপরে রয়েছে দাবার বিশ্বচ্যাম্পিন বিশ্বনাথন আনন্দ। বিশ্বনাথন আনন্দও ছিল তার ধ্যান ধারনা। বিশ্বনাথ আনন্দের দাবা খে লার বই দেখে তার লড়াই শেখা শুরু হয়েছিল। দাবার বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা কীভাবে লড়াই করে তার কৌশল অতি সহজে রপ্ত করতে থাকে প্রাগ। রাশিয়া এবং আমেরিকা দুটি দেশ বিশ্বের দাবার জগতটাকে নিজেদের দখলে রাখার চেষ্টা করে গিয়েছে। তাদের সঙ্গে অতি সহজে লড়াই করে কেউ পারতো না। ভারতে দাবার চলন শুরু হলেও এই খে লাটাকে বিশ্ববাসীরা অতি সহজেই গ্রহণ করে নিত। ১৮৮৬ সালে রাশিয়ার উইলহেম স্টুইনিতশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের ইয়োহান জুকারটটের খেলার মধ্যে দিয়ে এটি শুরু হয়েছিল। ভারতে দাবা খেলাটা পাশা খেলার মতো ছিল। পাশা খে লাটাও চাল দিয়ে খেলতে হতো। দাবা খেলা নিয়ে পরিচালক সত্যজিৎ রায় ‘সত্যরঞ্জকে লিলাডি’ নিয়ে একটি ছবিও করেছিলেন। সেই ছবিটা আন্তর্জাতিক সম্মান পেয়েছিল। তবে দাবা খেলায় জনপ্রিয়তা এখন দিয়েছিলেন ফিসার। তিনি রাশিয়ার আধিপত্যকে একেবারে বিনাশ করে দিয়েছিলেন। রাশিয়ার দাবা খেলোয়াড়দের হারানোর মতো খেলোয়াড় দেখাতে পারতো না সেই সময়ে। কিন্তু আমেরিকার ফিসার অসাধারণ দক্ষতায় রাশিয়ার বিশ্বচ্যাম্পিয়নকে পরাস্ত করে জয়ের মুকুট দাবার নিয়ে চলে আসেন। ফিসার ছিলেন দাবার জগতে একটি অসাধারণ প্রতিভাধর খেলোয়াড়। তিনি কীভাবে চাল দিতেন তা নিয়ে বিশ্বের গবেষণা হত। অ্যালেকহাইন দাবার খেলায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। রাশিয়া দাবার খেলার জগতটাকে ধরে রেখে দিয়েছিল। সেখানে অতি



এখন কার্লসেনের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করতে সাহস রাখে। দুই বছর আগে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন কার্লসেন যে এই ছোটটার কাছে হেরে যেতে পারেন এটা ভাবতে পারেননি। তিনি প্রথম দিকে বেশ অবজ্ঞা করতে শুরু করে দিয়েছেন তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্ব প্রজ্ঞানন্দকে। এই ছোট বালক কী খে লা খেলবে তাঁর সারা জীবনেই রকম একটি মনোভাব দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। অতি সহজেই প্রাগকে পরাস্ত করা সম্ভব বলে ধরে নিয়েছিলেন কাশ্মিরের কিশোর। কিন্তু কয়েকটি প্রজ্ঞার চাল দেওয়ার পর তিনি বুঝতে পারলেন যে ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গিয়েছে। হার ছাড়া আর খেলায় লড়াই করার পথ একেবারে বন্ধ। কোনও রকমভাবে টেকা দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন কার্লসেন। কিন্তু সেটাও তিনি করতে পারছিলেন না। তার ফলেই সে অতি সহজেই একের পর এক কঠিন ছোটোমোর সময় এসে গিয়েছে। বিশ্বচ্যাম্পিয়ন খেতাবে কোনো দাগ লাগিয়ে দেবে মাত্র ১৬ বছরের

ভারতীয় পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র

রাজা রামমোহন রায়কে (১৭৭২-১৮৩০) বাঙালার নব জাগরণের প্রথম পথিকৃত বলা হয়ে থাকে। রাজা রামমোহন রায়ের অসমাপ্ত কাজকে পূর্ণতা দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয় (১৮২০-১৮৯১)। রাজা রামমোহন রায় যেখানে তাঁর কাজ সমাপ্ত করেছিলেন সেখান থেকে বিদ্যাসাগর মহাশয় কাজ আরম্ভ করেন। রাজা রামমোহন রায় অক্সাণ্ড পরিশ্রম করে সতীদাহ প্রথা রোধ করেছিলেন। কিন্তু তারপরে বিধবাদের মুক্তির উপায় বের করেছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। সেই কারণে বলা হয়ে থাকে যে রাজা রামমোহন রায়ের অসমাপ্ত কাজকে পূর্ণতা দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। রাজা রামমোহন রায় বহু বিবাহ প্রথা বন্ধ করা নিয়ে একবার চিন্তা করেননি বটে। তিনি এ ব্যাপারের দিকটা দিকে বেশি মনোযোগ দিতে পারেননি বা সময় পাননি। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন সতীদাহ প্রথাকে আগে রোধ করতে হবে। সতীদাহ প্রথা রোধ করার পর ঘরের মধ্যে যে সব বাল্য বিধবা মহল তৈরি হল তাদের মুক্তি উপায় কি হবে? সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে এবার বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এগিয়ে আসতে হয়েছিল। রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা আইন করে রোধ করা যাবে না সেটা জানতেন। সমাজ থেকে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে জনপ্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে উঠুক তার উদ্দেশ্য গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ইংরেজ সরকার চাইছিল আইন করে সতীদাহ প্রথা বন্ধ করে দেওয়া হবে। নাহলে কি সতীদাহ প্রথা সমাজ থেকে প্রতিবেশ গড়ে উঠতে বেশ সময়ে নেবে। সেই কারণে ইংরেজ সরকার সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার জন্য আইন তৈরি হল। কিন্তু রক্ষণশীলপন্থীরা ইল্যাণ্ডে পিভি কাউন্সিলে আবেদন করে সতীদাহ প্রথা চালু রাখ র পক্ষে সাওয়াল করলে বাধ্য হয়ে রাজা রামমোহন রায়কে বিলাতে যেতে হয়েছিল। তিনি সেখানে উপস্থিত থেকে সতীদাহ প্রথাকে একেবারে রোধ করে নেন। কিন্তু সতীদাহ প্রথা তো রোধ হল। ঘরের বিধবারা এখন কী করবে? তারাদের মুক্তির উপায় কি? সেই পথটা খুঁজে বের করতে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব ঘটল। বলা হয়ে থাকে রাজা রামমোহন রায় তাঁর কাজ সমাপ্ত করে যাওয়ার পর যে কাজগুলি পড়ে ছিল সেটাকে পরিপূর্ণতা দান করলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়।

তিনি বিধবা বিবাহ আইন তৈরি করতে ইংরেজ সরকারকে বাধ্য করালেন। তিনি নিজে উদ্যোগ নিয়ে বিধবা বিবাহ দিয়েছিলেন। জানা যায় তাকে সেই সময়ে সহযোগিতা করতে এগিয়ে এসেছিলেন তাঁর পুত্র সন্তোষমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়। পরে দুই বন্ধুর সঙ্গে মতবিরোধ হয়েছিল। এঁদের মাঝখানে যিনি উজ্জা ঞ্জল জ্যোতিষের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি হচ্ছেন পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র। বাঙালার নবজাগরণের সময়ে জ্ঞান চর্চার পথটাকে খুলে দিয়েছিলেন পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র। এবছর তাঁর জন্মের দ্বিশতবর্ষ পালন করা হচ্ছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে বাঙালিরা একেবারে ভুলে গিয়েছে। বর্তমান প্রজন্ম তাঁর নাম একেবারে জানে না।

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পূর্ণাঙ্গ জীবনী এখনও প্রকাশ হয়নি বলে সকলেই আক্ষেপ করে থাকেন। এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁর নামে একটি সভা হেরি তৈরি করেছে। এটা অত্যন্ত বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ছিলেন ভারতবৃত্তবিদ, পুরাতাত্ত্বিক, প্রাবন্ধিক, ভারতদ্ব্ভবিদ, প্রত্নতদ্ব্ভবিদ এবং ভারতে বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতি প্রবর্তনের পুরোধা পুরুষ। বিশ্বনাথ ঠাকুর তাঁর ‘জীবনস্মৃতি’ বইতে রাজেন্দ্রলাল সম্পর্কে লিখেছেন-‘ রাজেন্দ্রলাল সব্যসাচী ছিলেন। তিনি একাই একটি সভা। এই উপলক্ষে তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়া আমি হইয়াছিলাম। এ পর্যন্ত বাংলা দেশে বড়ো বড়ো সাহিত্যিকদের সাথে আমার আলাপ হইয়াছে, কিন্তু রাজেন্দ্রলালের স্মৃতি আমার মনে যেমন উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিতেছে এমন আর কাহারও নহে।’ রবীন্দ্রনাথ রাজেন্দ্রলাল সম্পর্কে যা বলেছেন সেটাি চেনার উপযুক্ত পরিধি হলেও তিনি আর বেশি বিস্তৃত এবং ব্যাপক। ১৮২২ সালে ১৬ ফেব্রুয়ারি তিনি উত্তর চবিশ পরগনার গুড়া এলাকায় জন্ম গ্রহণ করেন। বাবা রজনমজর মিত্রের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। কিন্তু তিনি ব্রজবলি এবং উর্দু বাংলা কবিতা লিখতে পারতেন। রাজেন্দ্রলালের পড়াশুনা শুরু হয়েছিল গোবিন্দচন্দ্র বসাকের ফ্রি স্কুলে। মাত্র পনেরো বছর বয়সে তিনি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন ডাক্তারি পড়তে। কিন্তু ডক্টরক্ষের সঙ্গে বিরোধ শুরু হলে তিনি ১৮৪১ সালে ডাক্তারি পড়া ছেড়ে দেন। তারপরে তিনি আইন পড়তে শুরু করে দিয়েছিলেন। তিনি আইনজীবীও হলেন না।

সহজেই কেউ প্রবেশ করতে পারাছিল না। কিন্তু ফিসার সেই রাশিয়ার পঁচিল ভেঙে দিয়ে দাবার নিজের নামটাকে খোদাই করে দেন। তাতেই সারা বিশ্ব জুড়ে ফিসারের নাম ছড়িয়ে পড়ে। আসলে ফিসার দাবার নতুন শিল্পকে স্থাপন করেছিলেন। তার প্রতিটি চালছিল নান্দনিক। তিনি রাশিয়ার দাবার গর্বটাকে একেবারে ভেঙে চূরমার করে দিতে পেরেছিলেন। হেরে যাওয়ার ম্যাচটাকে নিজের অনুকূলে কীভাবে নিয়ে আসতে হয় সেটা ফিসার জানতেন। আর ভারতের কনিষ্ঠ দাবা খেলোয়াড় প্রজ্ঞা সেই পথ খুঁজে বের করে নিয়েছেন। সে বালকটি। আর সেটাই হল। হেরে গেলেন কার্লসেন। একেবারে ফিসারের মতো দারুণ অভিব্যক্তি নিয়ে কার্লসেনকে পরাস্ত করলেন প্রজ্ঞানন্দ। দেখিয়ে দিলেন বিশ্বচ্যাম্পিয়নকে তিনি পরাস্ত করার সাহস রাখেন। ২০১৬ সালে মাত্র দশ বছর বয়সে কনিষ্ঠতম ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেছিল প্রজ্ঞা। আর ১৬ বছর বয়সে বিশ্বচ্যাম্পিয়নকে হারিয়ে ইতিহাসে সর্বকালের সেরা চমক দিলেন প্রজ্ঞা। বিশ্বনাথন আনন্দ ভাবতে পারেননি। তিনি খেলার প্রতিটি চালের দিকে নজর রেখে দিয়েছিলেন। তাতে কিন্তু তিনি বুঝতে পেরে গিয়েছিলেন প্রজ্ঞার জয়ের গতিটা বেশি করে প্রজ্ঞার দিকে ক্রমশ ঝুঁকে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। প্রজ্ঞার প্রতিটি চাল জয়ের দিকে হাত বাড়িয়ে রয়েছে সেটা তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন। কার্লসেন কোনও রকমে প্রজ্ঞার আক্রমণ থেকে নিজেকে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আত্মরক্ষা করতে পারলো না। হারতে হল প্রজ্ঞার কাছে। পশ্চিম চেন্নাইয়ের পাড়ি এলাকায় তার বড় হয়ে ওঠা। দিদি বৈশালীও ভারতীয় দলের সদস্য। তিনিও দাবা খেলেন। দুজনকেই নিজের হাতে গড়েছেন দাবার কোচ আর বি রমেশ। মাত্র ছয় বছর বয়সে দাবা খে লতে এসেছিলেন কোচের কাছে। ২০১৩ সালে যুব বিশ্বচ্যাম্পিয়ন অনূর্ধ্ব ৮ বিভাগে সে হল চ্যাম্পিয়ন। ২০১৮ সালে গ্রাণ্ডমাস্টার তখন তার বয়স মাত্র দশ মাস তেরো দিন। কোচ রমেশ বলেছেন, দাবা খেলার প্রতি আগ্রহ তাকে এই স্থানে নিয়ে আসতে পেরেছে। দাবা খেলায় বুদ্ধি থাকতে হবে। তীক্ষ্ণতা থাকতে হবে। তার প্রতিভা থাকলে প্রতিদিন দাবা না খে ললে তার ভালো করে ঘুম এবং খাবার হজম হতো না। দাবা তার খে লা চাই। হাজার বাড় জল বৃদ্ধি হলেও তার কোলে কিন্তু দাবার ছক্টা দেখ তে পাওয়া যেত। মা বাবাও তাকে খুবই উৎসাহ দিত। তার ফলেই সে অতি সহজেই একের পর এক কঠিন রাস্তার অতিক্রম করতে সক্ষম হচ্ছে। ঘর এবং বাইরের জগত তাকে জয় করার পথটা তৈরি করে দিতে

পেরেছে। মানসিক শক্তি দিতে চেষ্টা করেছে। এখনও বহু পথ বাকি রয়েছে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার রাস্তা এখন তার কাছে ক্রমশ খুলতে শুরু করে দিয়েছে। তার কাছে সবচেয়ে আদর্শ খেলোয়াড় দুজন। প্রথম জন শচীন এবং তারপরে দ্বিতীয় জন হচ্ছেন বিশ্বনাথন আনন্দ। ২০১৩ সাল। স্থান চম্চমাই। সেই সময়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ খেলা হচ্ছে। বিশ্বনাথন আনন্দ এবং ম্যাগনাস কার্লসেন। বছর আটকের একটি বালক তাদের খেলা দেখতে উপস্থিত। তিনিও বিড়বিড় করে বলতে শুরু করেছেন যে একটিনি সেও বিশ্বখেতাব লাভ করবে। তার দুই বছরের মতো ভারতের কনিষ্ঠ সেরা খেলোয়াড় দাবা পরিচিতি লাভ করলে। বিশ্বনাথন আনন্দ যখন গ্রাণ্ড মাস্টার হচ্ছেন তখন তাঁর বয়স মাত্র আঠারো। প্রজ্ঞানন্দের পুরো নাম রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ। দক্ষিণী প্রধানুসারে পিতার নাম ছেলের নামের আগে বসে যাতে সবাই বুঝতে পারে ছেলোটো কার্লসেন সন্তান। তবে বিশ্বকাপ জেতা মানেই বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন নয়। তবে সেরা প্রার্থী তালিকায় নিজের নামকে উপস্থিত করতে পারবে। বিশ্বনাথন আনন্দ পাঁচবার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন চিনের ডিং লিরেন। ক্যাভিউডেস যদি জিততে পারেন প্রজ্ঞানন্দ তাহলে তিনি লিরেনের চ্যালেঞ্জার হতে পারবেন। গতকয়েক বছর ধরে দাবার নিঃশব্দে রিপ্লব ঘটে গিয়েছে ভারতে। কিশোর শচীনকে যেমন মতো পাঠিয়ে দিতেন গাভাস্কর ঠিক তেমনি বিশ্বনাথন আনন্দ প্রজ্ঞানন্দকে উৎসাহ দিতেন। ভাই বোন এখন দাবা নিয়ে বাড়িতে মেতে থাকে। ভাই প্রজ্ঞা এবং বোন বৈশালী বাড়িতে বসে দাবা খেলে। বাবা রমেশবাবু পোলিওতে আক্রান্ত। তবুও তিনি চাকরি করতে শুরু করেন ছেলেমেয়েদের মানুষ করার জন্য। মা নাগাপ্পাও ছেলের পাশে সব সময়ে থেকেছেন। বিপদে আপদে ছেলের সেরা বন্ধু হচ্ছেন তাঁর মা আর বাবা। মায়ের হাতে রান্না খেতেই চাল পিতা তৈরি বলেছিলেন প্রজ্ঞানন্দ। এই বয়সে ছেলেমেয়েরা ভিডিও খেলায় মেতে থাকে তখন বিশ্ব জয় করতে বের হয়ে পড়ছে প্রজ্ঞানন্দ।

কলকাতার ইতিহাস ঃ স্থাপিত হল প্রথম ফিন্সার প্রিন্টস ব্যুরো

কলকাতায় পুলিশ গোয়েন্দা বিভাগের তত্ত্বাবধানে ১৮৯৭ সালে কলকাতায় প্রথম পৃথিবীর ফিন্সারপ্রিন্টস ব্যুরোর একটি দফতর খুলে ফেলো। লণ্ডনের প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার, বেঙ্গল পুলিশের অডিটর জি স্যার ওডওয়ার্ড রিচার্ড হেনরি সঙ্গে কাজ করতে থাকা কলকাতা পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর হেমচন্দ্র বসু এবং স্বা ইন্সপেক্টর রাজেন্দ্র হক কলকাতায় ফিন্সারপ্রিন্টস ব্যুরো খোলার জন্য তৎপর হয়েছিলেন।



১৮৯১ সালে আব্দুলের ছাপ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করিতে শুরু করে দিয়েছিলেন রাজেন্দ্র হক। ১৮৯৭ সালে সরকারি অনুমোদন মেলে ফিন্সারপ্রিন্টস ব্যুরোর।

ফিন্সারপ্রিন্টস অভিভেঙ্গ। স্বগলী জেলার জেলাশাসক উইলিয়াম জেমস হার্শেল ১৮৫৮ থেকে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত হাভেরে ছাপের ওপরে নির্ভর করে কাজ করতেন। প্রিন্টপ্রেসের আবিষ্কারে শুরু করে দিয়েছিলেন। ১৮৯০ সালে লণ্ডনে এই নিয়ে গবেষণা করতে শুরু করেন ফ্রান্সিস গলটন। এখনও ব্রিটেনের ফিন্সারপ্রিন্টস সোসাইটি হেমচন্দ্র এবং আজিজুলের নামে একটি গবেষণা পুরস্কার প্রদান করে

থাকে প্রতি বছর। কলকাতার ফরেনসিক বিভাগেও ফিন্সারপ্রিন্টস পরীক্ষা করা হয়। বিলাতের স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডকে ১৯০১ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল শুরু করে দিয়েছিলেন। ১৯২৫ সালে বিহার এবং গুড়িষা সরকার আজিজুল হকের নামে সম্মানিক সুপারিশ করার আবেদন করেছিলেন সেখানকার সরকারের মুখ্য সচিব। (তথ্য সূচি ঃ কলকাতা পুলিশ)

রকমারি রাখি

দূরন্ত বার্তা, তমলুক, ২৭ আগস্ট : আর মাত্র কয়েকটা দিনের অপেক্ষা। তারপরই রাখি বন্ধন উৎসবে মাতবে আপামর সাধারণ মানুষ। তাঁদের হাতে রাখি তুলে দিতে রাতদিন এক করে রাখি তৈরির কাজ করে চলেছে তমলুকের নিমতেড়ি তমলুক উন্নয়ন সমিতির আবাসিক প্রতিবন্ধীরা। বিভিন্ন সামাজিক বার্তাকে সামনে রেখে পরিবেশ বান্ধব পাটকে কাজে লাগিয়ে নানা রকমের রাখি প্রস্তুত করতে বাস্তব এই আবাসিকরা। এই পাটের রাখি তৈরির মাধ্যমে স্বনির্ভরও হচ্ছেন তাঁরা। বর্তমান সময়ে পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় বাড়ছে নাবালিকা বিবাহ। তাই হোমের আবাসিক প্রতিবন্ধীদের রাখীতে নাবালিকা বিবাহ বন্ধ করার বার্তা তুলে ধরা হয়েছে। এর পাশাপাশি সেফ ড্রাইভ সেড লাইফ, পরিবেশ রক্ষায় জলসরবরাহের মতো বিষয়গুলিকেও রাখিতে ফুটিয়ে তুলেছেন এই প্রতিবন্ধী আবাসিকরা। আসন্ন শারদীয়ার আগম শুভেচ্ছাও থাকছে কোনও কোনও রাখিতে। তমলুকের এই হোমের আবাসিকদের কেউ বিশেষভাবে সক্ষম, আবার কেউ দৃষ্টিহীন। কারোর দৈহিক বিকাশ স্বাভাবিকভাবে ঘটেনি। আবার এমনও আছে যার দুটো হাতের একটাও নেই। নিজের পা-কে সম্বল করে মনের জোরে তিনিও রাখি তৈরি করছেন। এই হোমে গিয়ে দেখা গেল এখানকার আবাসিকরা এই মুহূর্তে প্রচন্ড ব্যস্ত। তাঁরা রং, তুলি, পাট, লেশ, দড়ি দিয়ে সুন্দর সুন্দর রাখি তৈরি করছেন। তাঁদের তৈরি রাখি সকলের হাতে হাতে বুঝবে ভেবে দারুণ খুশি বিশেষভাবে সক্ষম এই শিল্পীরা। এখনও পর্যন্ত এখানে কয়েক হাজার রাখি তৈরি হয়েছে।

বেহাল রাস্তায়

দূরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৭ আগস্ট : বছরের পর বছর ধরে এবড়ো খেবড়ো হয়ে রয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়ার দলগাঁও রেলস্টেশনে যাওয়ার রাস্তাটির একাংশ। স্থানীয় বাসিন্দারা ছাড়াও রেলস্টেশনে যাতায়াতে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন বীরপাড়ার বীরের বাসিন্দারাও। একটি গুরুত্বপূর্ণ রেলস্টেশনে যাওয়ার রাস্তাটির হাল ফেরাতে রেলের তরফে কেন পদক্ষেপ করা হচ্ছে না, তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন তুলেছেন ভুক্তভোগীরা। দলগাঁও রেলস্টেশনে শিল্পিগামী মহানন্দা এক্সপ্রেস, শিয়ালদাগামী কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসের স্টপেজ রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই মাদারিহাট বীরপাড়া রুক সহ ফালাকাটা র্লকের একাংশের বাসিন্দারা নির্ভর করেন দলগাঁও রেলস্টেশনের ওপর। আবার ওই রাস্তা দিয়েই বীরপাড়ার সুভাষপল্লির বাসিন্দারা যাতায়াত করেন। লেগেলে ক্রমিগয়ের কাছে লক্ষাপাড়া রোডের সংযোগস্থলে লেশন রোডে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। একই জায়গায় লক্ষাপাড়া রোডে সংযুক্ত হয়েছে ডানুগহরের রাসাটিও। স্বাভাবিকভাবেই সমস্যায় ভুগুনগহরের বাসিন্দারাও। আবার ওই জয়গায় জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের পানীয় জলের পাইপ ফটা থাকায় সারা বছরই রাস্তায় জল জমে থাকে। রাস্তার গর্তগুলি সারা বছরই জলে ভর্তি হয়েছে। বর্ষায় সমস্যা আরও বেড়েছে। বহিচ্চালক, টোটেচালক, আরোহীরা কাদা থেকে বাঁচলেও রেহাই পাচ্ছেন না পথচারীরা। তবে বিষয়টি উদ্ভবিত কর্তৃপক্ষের গোচরে আনা হয়েছে বলে জানিয়েছে দলগাঁও রেলস্টেশন কর্তৃপক্ষ।

বিদেশ যাচ্ছে কাঠের তৈরি দুর্গা প্রতিমা

দূরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৭ আগস্ট : শক্তি উপাসনার অন্যতম প্রধান আরাধ্য দেবী মহিষাসুরমর্দিনী দেবী দুর্গা। দুর্গোৎসবকে ঘিরে বাংলার মৃৎশিল্প বিকশিত হয় চিকিৎ। তা বলে বাংলার কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত দারুশিল্প বা কাঠের শিল্পকার্য দুর্গোৎসবে সঞ্চার পাবে না, সেটাও বোধ হয় হওয়ার নয়। বাংলার পূর্ব বর্ধমান জেলার প্রখ্যাত কাঠশিল্পী সুরজন সরকারের হাতে তৈরি কাঠের দুর্গা প্রতিমা এবছর পণ্ডিত হবে মালয়েশিয়ায়। আর কিছু দিনের পরেই প্রতিমাটি সুদূর মালয়েশিয়ায় পড়ি দেবে। তার আগে প্রতিমাটি এবার চাক্ষু্য করতে শিল্পী সুরজন সরকারের বাড়িতে দেবী দুর্গার ভক্তদের ভিড় উপচে পড়ছে। শিল্পী সুরজন সরকারের বাড়ি কাটোয়া মহকুমার আকাইহাট গ্রামে। কাঠের শিল্পকার্য তৈরিতে তাঁর নাম ডাকও যথেষ্ট রয়েছে। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে তিনি কাঠের নানা নজরকাড়া আসবাবপত্র তৈরির কাজ করে চলেছেন। বিশেষের ক্ষেত্রবাও তাঁর তৈরি আসবাবপত্র কিনে নিয়ে গিয়েছেন। তবে এই প্রথম কাঠশিল্পী সুরজন সরকার তৈরি করলেণ কাঠের দুর্গা প্রতিমা। তিন মাস ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে ২৫ সিএফটি গামার কাঠের উপর খোদাই করে ৭ ফুট ২ ইঞ্চি উচ্চতার অপূর্ব দুর্গা প্রতিমাটি তৈরি করেছেন তিনি। প্রতিমায় দেবীর বাহন সিংহ এবং অসুরও রয়েছে।

গোপাল বিশ্বাস, নদিয়া, ২৭ আগস্ট : ঝুলন পূর্ণিমা বা ঝুলন উৎসবকে ঘিরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মঠ মন্দির সহ ক্লাব ও ধর্মীয় সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজন করা হয় বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের। মূলত তা পাঁচ দিন বা ছয় দিন ধরে হয় ও জিলন পূর্ণিমা বা রাখি পূর্ণিমাতে সমাপ্ত হয়। মন্দির নগরী নবদ্বীপ ধামে সকল ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় একটু ভিন্ন ও ব্যতিক্রমি ভাবে। বা বলাই বাহুল্য, সকল ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান মহাপ্রভুকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হয়, আর সে কারনেই কিছুটা ভিন্ন ভাবেই আচার অনুষ্ঠান গুলো অনুষ্ঠিত হয়। নবদ্বীপ শহরে বিভিন্ন মঠ মন্দিরে এই ঝুলন উৎসব শুরু হয়েছে। যা চলবে আগামী পূর্ণিমা পর্যন্ত। চিরাচরিত প্রথা ও প্রচলিত নিয়মানুসারে নবদ্বীপ শহরের মহাপ্রভু পাড়াস্থিত ধামেশ্বর মহাপ্রভু মন্দিরেও শুরু হয়েছে ঝুলন যাত্রা বা ঝুলন উৎসব। কিন্তু ঝুলন উৎসব বলতে আমরা সাচরাচর দেখি বা জানি রাধাকৃষ্ণের ঝুলন উৎসব বা রাধাকৃষ্ণ কেন্দ্রীক। কিন্তু নবদ্বীপ ধামেশ্বর মহাপ্রভু মন্দিরে কেবল ধামেশ্বর মহাপ্রভু কেন্দ্রীক ঝুলন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি আরও জানা যায় এখানে এক পক্ষফাল থেকে শ্রীমান মহাপ্রভুর শ্রী শিপ্রা রাজত সিংহাসনে দুলতে শুরু করেছে। ধামেশ্বর মহাপ্রভু মন্দিরের সভাপতি প্রভুপাদ শ্রী সুদীন গোস্বামী জানান, ধামেশ্বর মহাপ্রভু মন্দিরে এক পক্ষফাল ধরে ঝুলন উৎসব অনুষ্ঠিত হলেও, একাদশী অর্থাৎ রবিবার থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত এই পাঁচ দিন মহাপ্রভুকে বিভিন্ন বেশে সুসজ্জিত করে ঝুলন উৎসব পালিত হয়। একাদশীর দিন মহাপ্রভুকে সাজানো হয়েছে নটীর বেশ, আগামীকাল দ্বাদশী দিন সাজানো হবে রাজ নটীর বেশে, ত্রয়োদশীর দিন সাজানো হবে রাখাল বেশ, চতুর্দশীর দিন সাজানো হবে নাগরী বেশ ও পূর্ণিমার দিন রাজবেশ। পাশাপাশি তিনি আরও জানান এই প্রতিটি বেশে কিন্তু একটা নির্দিষ্ট তাৎবিক বা লীলাগত দিক আছে। কিন্তু ঝুলন উৎসব বলতে তো আমরা বুঝি রাধা কৃষ্ণের ঝুলন, নবদ্বীপে এনে বসতিক্রম কেন? প্রশ্নের উত্তরে সুদীন গোস্বামী জানান, রাধাকৃষ্ণকে নিয়েই নবদ্বীপের শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কেন্দ্রীক এই ঝুলন উৎসব

বাংলাদেশি মফিয়াদের ঠেকাতে ব্যর্থ প্রশাসন

মহানন্দা থেকে দেদার চুরি বালি-পাথর

দূরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৭ আগস্ট : সীমান্ত এলাকায় মহানন্দা নদীতে বাংলাদেশি বালি মফিয়াদের দৌরাষ্মা বাড়ছে। শিলিগুড়ি মহকুমা রফসিদেওয়া র্লকের চটহাট মুড়িখাওয়া এলাকায় নিত্যদিন রমরমিয়ে কানারবার চলছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের দাবি, এই কারবারের জেরে নাব্যতা হারাচ্ছে মহানন্দা। গ্রামবাসীদের তরফে একাধিকবার প্রশাসনকে জানানো হলেও, লাভ কিছুই হয়নি। এদিকে, বিভিন্ন সময়ে রিএসএফের তরফে বাংলাদেশিদের চমকেও বালি ও মাটি চুরির কারবার কোনো যাচ্ছে না। একেবারে সীমান্ত ঘেঁষা গ্রামের চাষের জমি, চা বাগান গিলেছে নদী। অবিলম্বে, বাংলাদেশিদের এই অবৈধ কারবার বন্ধের দাবি উঠছে। কৃষকদের সমস্যা হচ্ছে শ্রীকার করছেন স্থানীয় বিশিষ্টরা। ফার্সিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মহম্মদ সামসুল হকের কথায়,

৩টি ট্রেনের স্টপেজের দাবী

দূরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৭ আগস্ট : শিলিগুড়িগামী তিনটি ট্রেনের স্টপেজের দাবি জানানলেন গারোপাড়ার বাসিন্দারা। এলাকাবাসীর বক্তব্য, এখানে তিনটি ট্রেনের স্টপেজে দেওয়া হলে চারদিক চা বাগানে ঘেরা গারোপাড়ার মানুষের যাতায়াতে প্রভুত সুবিধে হবে। গাড়োপাড়া সংলগ্ন এলাকায় হিমা, রাজভাতখাওয়া, আট্টিয়াবাড়ি চা বাগানগুলি আছে। এই এলাকার হাজারের উপর পড়ুয়া রোজ কালচিনি, হাসিমারার বিভিন্ন স্কুলে পড়াশোনা করতে যায়। কিন্তু কম ট্রেন থাকায় তাদের প্রচন্ড সমস্যায় মুখে পড়তে হয়। কারণ গারোপাড়া স্টেশনে খুব কম ট্রেন দাঁড়ায়। বর্তমানে মাত্র একটি ট্রেনের স্টপেজ আছে। ওই ট্রেনটি ইন্টারসিটি, যা তেরো ৫ টায় আসে এই স্টেশনে। কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই নিত্যযাত্রীদের ওই সময় ট্রেনের কোনও প্রয়োজন হয় না। এলাকার স্কুল পড়ুয়াদের দাবি, তাদের স্কুল টাইমের দিকে খোয়াল রেখে অন্তত দুটি ট্রেনের স্টপেজ দেওয়া হোক। পর্যাণ্ড সংখ্যক ট্রেন না থাকায় গারোপাড়ার ছেলে-মেয়েদের প্রতিদিন বাড়ুড়ঝোলা হয়ে গাড়িতে করে কালচিনি, হাসিমারার স্কুলে যেতে হয়। গারোপাড়া থেকে কালচিনি যেতে ৩৩ টাকা খরচ হয়। হাসিমারা যেতে ৬০ টাকা লাগে। স্বাভাবিকভাবেই চা বাগানের শ্রমিক পরিবারের ছেলে-মেয়েদের পক্ষে এতো বেশি টাকা খরচ করা সম্ভব নয় না। স্থানীয় বাসিন্দাদের থেকে জানা গেল, লকডাউনের আগে গারোপাড়া স্টেশনে তিনটি ট্রেন দাঁড়াত। কিন্তু পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেও এখন মাত্র একটি ট্রেন দাঁড়ায়। এবং অবস্থায় এলাকার ছেলে-মেয়েদের পড়ানো সূত্ৰভাবে কমানোর হোক গারোপাড়ার মানুষ চাইছে আগের মতো আবার ট্রেনের স্টপেজ দেওয়া হোক। তাহলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভোগান্তি বেশ খানিকটা হলেও কমবে।



অনুষ্ঠিত হয়। কারন রাধাকৃষ্ণের মিলিত তন্ু হলো শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যিনি কলিযুগের যুগাবতার ও ভগবান। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, আমরা যেমন উপনিষদে পাই একটা ইটের ওপর পর পর ইট চাপালে সেটি ইটের পাঁজা হয় কেন। ইমারত হয় না, যতক্ষন না তার মধ্যে বালি ও সিন্দেট মেশানো হয়। ঠিক তেমনি একটা জায়গায় অসংখ্য মানুষ থাকতে পারে কিন্তু যতসময় তার মধ্যে প্রেমের বন্ধন না থাকবে ততক্ষন একটা সৃষ্ট সমাজ বা সংসার তৈরী হতে পারে না। অর্থাৎ প্রেম, ভাতৃত্ব বোমের বন্ধন দিয়ে মানুষকে ভালবেসে আগলে রাখা, আর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু পাশচত বছর পূর্বেই এই প্রেমের বানী বিলিয়ে গেছে, আর তার এই ভাতৃত্ববোম এই বার্তা আজও আমাদের এই ঝুলন উৎসবের মধ্যেও থকে রাখী বন্ধন বা রাখী পূর্ণিমা উৎসবের মাধ্যমে। এই ভাবেই নবদ্বীপে ব্যতিক্রমী ভাবে ধামেশ্বর মহাপ্রভু মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয় ঝুলন উৎসব।

সমাবেশের পথে

দূরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৭ আগস্ট : ২৬ এ পা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের। বিএসএফ ধমক দিলে পাচারকারীরা দূরে চলে যায়। ফের ভারতের সীমানা থেকে চলে বালি পাচার। প্রতিনিয়ত এদেশের কৃষকার সমস্যায় পড়ছেন। গুরুত্বপূর্ণ মহানন্দা নদী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এরপরও, প্রশাসনের তরফে এই কারবার রূপতে কেন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না, তানিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কৃষকদের তরফে, এই কারবার ঠেকাতে দুই দেশের সীমান্ত নিরাপত্তার দায়িহে থকা সংস্থার মধ্যে বৈঠকের দাবি করা হয়েছে। গোয়ালজোতের মহম্মদ হামিদ, মুড়িখাওয়ার মহম্মদ ইমাইলদের কথায়, এই কারবার ঠেকাতে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না। অবিলম্বে, প্রশাসনের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন রয়েছে। অন্যথায়, বর্ষায় আরও কৃষকের জমি গিলবে মহানন্দা।

ছাত্রী খুনে অভিযুক্তের ফাঁসির দাবিতে বিক্ষোভ

দূরন্ত বার্তা, মেটেলি, ২৭ আগস্ট : ছাত্রী খুনে ক্ষোভে ফুঁসছে শিলিগুড়ির মাটিগাড়া। ঘটনায় অভিযুক্তের ফাঁসির দাবিতে পথে নামল মেটেলি র্লকের চিলোনি চা বাগানের বাসিন্দারা। এদিনের মিছিল থেকে অভিযুক্তের ফাঁসির পাশাপাশি স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তার বিষয়ে পুলিশ-প্রশাসনের আরও বেশি নজরদারির দাবিও জানানো হয়। মাটিগাড়া নাবালিকা ছাত্রী খুনের ঘটনা কার্যত নাড়িয়ে দিয়েছে দার্জিলিংকে। ইতিমধ্যে বিজেপির পাশাপাশি হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলিও রাস্তায় নামতে শুরু করেছে। শুক্রবার শিলিগুড়ির বিভিন্ন জায়গায় বনধ পালিত হয়েছিল। শনিবার পাষাড়ে বনধ পালিত হয়েছে। বাক্য সাড়া পড়ে বনধে। মাটিগাড়ায় চা বাগানের শ্রমিকরাও সেই বনধের কর্মসূচিতে সামিল হয়েছিল। এই আবহে অভিযুক্তের ফাঁসির দাবিতে রবিবার চিলোনি চা বাগানের গুম্ফা লাইন থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে বাগান এলাকার বিভিন্ন পথ পরিষ্কার করে আবার ঘুমপা লাইনে গিয়ে শেষ হয়। মিছিলে শামিল হন স্কুল পড়ুয়া, সমাজকর্মী, জন প্রতিনিধি থেকে শুরু করে সমাজের বিভিন্ন স্তরের বাসিন্দারা। মৃত স্কুল ছাত্রীর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন বাসিন্দারা। এদিন প্রত্যেকের হাতে ছিল দোষীর ফাঁসির দাবিতে প্র্যাকাটা। ওই মিছিলে উপস্থিত সমাজসেবী কুমার থাপা, অনন্ত প্রধান, দীপেন্দ্র দর্জি, সুজিত বিশুকার্য, বিদাশ প্রধান, শিক্ষক ইন্দ্ররাজ প্রধানরা একই সুরে জানান, বিচারের মাধ্যমে অপরাধীর ফাঁসিই হবে একমাত্র যোগ্য শাস্তি। স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তার বিষয়ে পুলিশ-প্রশাসনের আরও বেশি নজরদারির দাবিও জানানো হয়। প্রসঙ্গত, সোমবার মাটিগাড়ার পাথরঘাটা পঞ্চায়েতের রবীন্দ্র কলোনিতে একটি পরিভ্যক্ত ঘর থেকে উদ্ধার হয় এক ফিশোরীর স্থলের পোশাক পরা রক্তাক্ত দেহ। ই্ট দিয়ে মাথা খেঁতলে তাকে খুন করা হয়েছে বলে প্রাথমিক অনুমান। খুনের আগে ফিশোরীকে যৌন নিগ্রহ করা হয়ে থাকতে পারে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। এই ঘটনার তদন্তে নেমে সোমবার গভীর রাতে অস্থিত্যুক্তকে মাটিগাড়ায় মর্গস্থলে বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতের নাম আব্বাস (২২)।

বার্নপুরে বড় মাপের ইস্পাত কারখানা গড়ে তুলবে সেইল

দূরন্ত বার্তা, বার্নপুর, ২৭ আগস্ট : এবার বিশাল বড় মাপের ইস্পাত কারখানা গড়ে তুলতে চলেছে সেইলা। ৩০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হতে চলেছে বাংলায়। এই বিরাট কারখানায় বছরে ৪.০৮ মিলিয়ন টন ইস্পাত উৎপাদন হবে। তেমন ক্ষমতাসম্পন্ন কারখানাই গড়ে তুলছে সেইলা। বার্নপুরে ইস্পো কারখানার পাশেই নতুন ইউনিট গড়ে তুলতে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। সেইলের অধীনস্থ ইস্পো কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা বছরে ২.৫ মিলিয়ন টন। সেটা এবার বাড়িয়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। নতুন কারখানা গড়ে উঠলে কর্মসংস্থানও বাড়বে। সেইল সূত্রে জানা যায়, এই প্রকল্পের প্রি-ফিজিবিলিটি রিপোর্ট জমা পড়ছে বোর্ডের কাছে। ৯৬ শতাংশ কাজ হয়ে গিয়েছে। অত্যাধুনিক এই কারখানা পরিবেশবান্ধব হবে। কার্বন নির্গমন কমিয়ে গ্রিন স্টিল উৎপাদনের উপর বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে। সেইলের এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর (লজিস্টিক ও ইন্ডাস্ট্রিকার) সুভাষ দাস বলেন, ৪.০৮মিলিয়ন টন ক্ষমতাসম্পন্ন নতুন স্টিল প্লান্ট গড়ে উঠবে। পর্যালোচনা শুরু হয়েছে। অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে কাজ চলছে। ২০২৩

পুজোর আগে আরও মোহময়ী দিঘা

দূরন্ত বার্তা, দিঘা, ২৭ আগস্ট : মাঝের একটা মাস কালটলেই বাঙালির মহোৎসব দুর্গাপূজো শুরু হয় যাবে। এখন একটা ট্রেন্ড দেখা দিয়েছে, পুজোর সময় কলকাতা ছেড়ে অন্য জায়গায় ঘুরতে যাওয়া। তাই অনেকেই নিউ দিঘা গিয়ে পুজোর আমেজ নেওয়ার পরিকল্পনা করেছেন। সেক্ষেত্রে গ্রামীণ পুজোও দেখা যাবে। আর তার সঙ্গে সমুদ্রসৈকতে মেতে ওঠা যাবে। আবার পশুধরে শোষে দিঘায় গিয়ে উইকেন্ড কাটান অনেকে। তবে এসব যখন পর্যটক মহলে পরিকল্পনা লাগে তখন তাঁদের জন্য থাকছে সুখবর! নিউ দিঘায় গড়ে তোলা হচ্ছে উন্নতমানের পার্ক বলে জানালেন জেলাশাসক পূর্ণেশু মাজি। এদিকে দিঘাকে প্রতিনিয়ত সাজিয়ে তুলছে রাজ্য সরকার। পর্যটকদের আকর্ষণ করতে এখানেই জগন্নাথ মন্দির গড়ে উঠছে। পুরীর আদলে তা গড়ে তোলা হচ্ছে। এবার তার সঙ্গে ওল্ড দিঘা এবং নিউ দিঘাতে গড়ে উঠছে উন্নতমানের পার্ক। এই পার্ক পর্যটকদের আকর্ষণ করবেই। দিঘা-শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ধদ দিঘাকে সাজিয়ে তুলছে পৃথক আঙ্গিকে। দিঘাকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে সম্প্রতি একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি করা হয়েছিল। অন্যদিকে দুর্গাপূজাকে সামনে রেখে হোটেল ব্যবসায়ীরা আশার আলো দেখছেন। এখন অনেকেই রিসিকত করে দিঘাকে গরিবের গোয়া বলে থাকেন। এবার জেলাশাসক জানান, দিঘায় বেসাইনি কাজ বন্ধ করতে উদ্যোগ নেওয়া

আবর্জনার স্তূপ

দূরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৭ আগস্ট : মেটেলি র্লকে এখনও হয়নি স্থায়ী ডাম্পিং গ্রাউন্ড। তাই জাতীয় সড়ক ও রাজ্য সড়কের ধারে ফেলা হচ্ছে নোরা আবর্জনা। আর ওই আবর্জনার দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হচ্ছে পথচারী। পরিবেশ যুগ্মের পাশাপাশি ওই আবর্জনার প্লাস্টিক গবাদি পশুরা খেয়ে যেমন অসুস্থ হচ্ছে, সমস্যায় পড়তে পারে হাতিসহ অন্যান্য পশুপাশ্রীরাও। চালসা-বাতাবাড়ি ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে খরিয়ার বন্দর জঙ্গলের সংরক্ষিত এলাকায় নতুন করে ফেলা হচ্ছে আবর্জনা। সড়কের ধারে অনেকটা অংশ জুড়ে পরে রয়েছে ওই নোরা আবর্জনা। জাতীয় সড়ক দিয়ে রোজ কয়েক হাজার মানুষ সহ বহু পর্যটকের গাড়ি যাতায়াত করে। আবর্জনা দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে পথচলতি মানুষ সহ পর্যটকরা। অনেকেই সকাল ও সন্ধ্যায় ওই এলাকায় হাঁটতে আসেন। তারাও সমস্যায় পড়েন। এইভাবে গুরুত্বপূর্ণ সড়কের ধারে কিছু অসচেতন মানুষ ডাম্পিং গ্রাউন্ড হিসেবে বেছে নিয়েছে। ওই সকল অসচেতন মানুষদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন পরিবেশশ্রমীরা। চালসার পরিবেশশ্রেমী সুমন টেদুধীর বলেন, জনবহুল ও গুরুত্বপূর্ণ ওই জাতীয় সড়কের ধারে সংরক্ষিত বনাঞ্চলের মধ্যে দোদোরে ফেলা হচ্ছে নোরা আবর্জনা। অথচ প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। সড়কের অনেকটা অংশ জুড়ে ফেলা হচ্ছে আবর্জনা। মাঝেমধ্যে হাতির দলও ওই এলাকায় চলে যায়। আবর্জনার প্লাস্টিকের ফলে হাতি সহ গবাদি পশুরাও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। পাশাপাশি পরিবেশও দূষিত হচ্ছে। এলাকাটি বন বিভাগের চালসার রেঞ্জের অন্তর্গত। চালসার রেঞ্জের প্রকল্প থাপা বলেন, কিছু অসচেতন মানুষ লুকিয়ে ওই এলাকায় নোরা আবর্জনা ফেলেছে। কে বা করা ওই এলাকায় আবর্জনা ফেলেছে তাদের চিহ্নিত করে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি ওই এলাকায় কেউ যাতে নোরা আবর্জনা না ফেলে তার জন্য বন দপ্তরের তরফে সচেতনতামূলক বোর্ড লাগানো হবে।

সোমবার, ২৮ আগস্ট, ২০২৩। ৫

সোমবার, ২৮ আগস্ট, ২০২৩। ৫

এদিকে ইস্পোর হাত ধরেই আসানসোলে শিল্পের বিকাশ এবং খনি অঞ্চল আরও সমৃদ্ধ হয়। এখন বহু কারখানাই আসানসোলে বন্ধ। তাই কর্মসংস্থানও হচ্ছে না। তাই এই বিরাট মাপের ইস্পাত কারখানা গড়ে উঠলে এবং বিনিয়োগ বড় হলে কর্মসংস্থান বাড়তে বলেই আশাবাদী সকলে। বলা যেতে পারে, এই কারখানা গড়ে উঠলে নতুন আশার আলো দেখবেন স্থানীয় শিক্ষিত ছেলে-মেয়েরা। বৃহৎ শিল্প গড়ে উঠলেই ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পেরও বিকাশ ঘটে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বহু মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে। সব ধরনের ব্যবসা বাড়তে থাকবে। অন্যদিকে আইএনটিইউসি অনুমোদিত আসানসোল আয়রন অ্যান্ড স্টিল ওয়ার্কস ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক হরজিৎ সিং বলেন, এমন বিরাট কারখানা হলে এলাকার সামাজিকঅর্থনৈতিক ছবিটিই পাল্টে যাবে। আসানসোল শিল্পাঞ্চলে আবার শিল্পের জোয়ার আসবে। সিটি অনুমোদিত একে মেটাল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস ইউনিয়নের যুগ্ম সম্পাদক শুভদ্রর দাশগুপ্তের কথায়, নতুন কারখানা নিয়ে আমাদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষ বৈঠক করেছে। আমরা নতুন বিনিয়োগকে স্বাগত জানাছি।

পুজোর আগে আরও মোহময়ী দিঘা

দূর্যোগে দিঘা, শঙ্করপুর, তাজপুর, মন্দারমণি-সহ এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। রাস্তাঘাট, দোকানপাট, সৈকতের সৌন্দর্যধান নষ্ট হয়েছিল। এখন দিঘা-শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ধদ সাজিয়ে তুলছে। দিঘায় চালু হয়েছে ডেউ সাগর। এবার পর্যটকদের কাছে আসেও মোহময়ী করে তুলতে গড়ে উঠছে অত্যাধুনিক পার্ক।



KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT
The Executive Engineer (Civil), BR-VII, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works: (1) NIT No. : KMC/EEC/VII/59/6/23-24/B Name of the work: Removal of chockage at 28, 2/2, 5/5, 61, 52 Tiljala Road, 27 Gobra Gorosthans Road (Bustee) and its surrounding area in Ward No.-59. Estimated cost (including GST and CESS): ₹ 1,62,657.05. Earnest money: ₹ 3,300.00. Period of completion: 45 days.
(2) NIT No. : KMC/EEC/VII/63/24/23-24/D
Name of the work: Restoration of disturbed footpath and other ancillary works done by Airtel Ltd. at Loudon Street, Rowdown Street, Shakespear Sarani and other places in Ward No.-63. Estimated cost (including GST and CESS): ₹ 2,94,590.12. Earnest money: ₹ 5,900.00. Period of completion: 45 days.
(3) NIT No. : KMC/EEC/VII/65/6/23-24/R (2nd Call)
Name of the work: Restoration of passage (Disturbed by W/S Deptt.) at 93, Tiljala Road and its surrounding in Ward No.-65. Estimated cost (including GST and CESS): ₹ 2,24,577.60. Earnest money: ₹ 4,500.00. Period of completion: 45 days.
(4) NIT No. : KMC/EEC/VII/66/15/23-24/R
Name of the work: Supplying of labour for cleaning of pit, catch pit at different places in Ward No.-65. Estimated cost (including GST and CESS): ₹ 1,99,920.80. Earnest money: ₹ 4,000.00. Period of completion: 90 days.
(5) NIT No. : KMC/EEC/VII/65/15/23-24/R
Name of the work: Improvement of drainage system by providing pit cover at Shamsul Huda Road, Palm Avenue, Tiljala Shibtala Lane and its surrounding areas in Ward No.-65. Estimated cost (including GST and CESS): ₹ 2,99,553.88. Earnest money: ₹ 6,000.00. Period of completion: 120 days. Last date and time of submission of bid: 09.09.2023 up to 12 noon (For Sl. No. 1 to 5). Tender will be opened on: 11.09.2023 at 12 noon (For Sl. No. 1 to 5). The bid forms and other details are available on and from 26.08.2023 at 6.55 p.m. (For Sl. No. 1 to 5).
(6) NIT No. : KMC/EEC/VII/66/19/23-24/R
Name of the work: Removal of chockage S/W line <600 mm dia. at different places in Ward No.-66. Estimated cost (including GST and CESS): ₹ 1,99,861.81. Earnest money: ₹ 4,000.00. Period of completion: 60 days.
(7) NIT No. : KMC/EEC/VII/66/18/23-24/R
Name of the work: Repairing of passage near 147/1A to 147/1A P.G. Road, 4, 4B, 4C, 4C1, C.N. Roy Road, 7/C, 7/4 and 7/F, P.G. 2nd Lane and surroundings in Ward No.-66. Estimated cost (including GST and CESS): ₹ 2,94,689.70. Earnest money: ₹ 5,900.00. Period of completion: 45 days.
(8) NIT No. : KMC/EEC/VII/66/15/23-24/B
Name of the work: Maintenance of drainage system at Sridhar Roy Road, P.G. Road, Chowbagha Road Bustee and surroundings in Ward No.-66. Estimated cost (including GST and CESS): ₹ 2,99,145.00. Earnest money: ₹ 6,000.00. Period of completion: 120 days.
(9) NIT No. : KMC/EEC/VII/66/14/23-24/R
Name of the work: Desilting of different catch pit, gully pit etc. at different places in Ward No.-66. Estimated cost (including GST and CESS): ₹ 1,99,430.00. Earnest money: ₹ 4,000.00. Period of completion: 60 days.
(10) NIT No. : KMC/EEC/VII/68/11/23-24/B
Name of the work: Repairing of Bustee sanitary latrine at Matheswar Tala Road, G.J. Khan Road, Toppia Road Bustee and its surrounding area in Ward No.-66. Estimated cost (including GST and CESS): ₹ 2,49,151.67. Earnest money: ₹ 5,000.00. Period of completion: 60 days.
(11) NIT No. : KMC/EEC/VII/57/18/23-24/R
Name of the work: Through repairing of road by laying hot mix at Metropolitan By Lane (Bank), Patrapara and its surrounding in Ward No.-57. Estimated cost (including GST and CESS): ₹ 2,32,782.14. Earnest money: ₹ 4,700.00. Period of completion: 30 days. Last date and time of submission of bid: 05.09.2023 up to 12 noon (For Sl. No. 6 to 11). Tender will be opened on: 07.09.2023 at 12 noon (For Sl. No. 6 to 11). The bid forms and other details are available on and from 19.08.2023 at 6.55 p.m. (For Sl. No. 6 to 11). The website: https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 11).
The Executive Engineer (Civil), BR-VIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works: (1) NIT No. : KMC/EEC/C/BR-VIII/084/09/2023-2024/D Name of the work: Restoration of paver block & I.P.S. footpath at 2 G.C. Row and other different locations in Ward No.-84 disturbed by CESC & National Water & Tear. Estimated cost (including GST & CESS): ₹ 2,96,305.42. Earnest money: ₹ 6,000.00. Period of completion: 110 days. Last date and time of submission of bid: 11.09.2023 12 noon. Date of opening of tender: 13.09.2023 - 12 noon. The bid forms and other details are available on and from 31.08.2023 (5 p.m.).
(2) NIT No. : KMC/EEC/C/BR-VIII/087/11/2023-2024/R
Name of the work: Painting kerb stone at 121-74 Lake Avenue, 1A-24 Rajani Sen Road, 42A-72 Sardar Shankar Roy, etc. in Ward No.-087. Estimated cost (including GST & CESS): ₹ 1,79,987.25. Earnest money: ₹ 3,700.00. Period of completion: 30 days. Last date and time of submission of bid: 09.09.2023 - 12 noon. Date of opening of tender: 12.09.2023 - 12 noon. The bid forms and other details are available on and from 29.08.2023 (5 p.m.). The website: https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).

হাতির হামলায় মৃত্যু

দূরন্ত বার্তা, মালবাজার, ২৭ আগস্ট : হাতির হামলায় মৃত্যু ঘটল এক ব্যক্তির। মাল ব্লকের সহিলি চা বাগান অঞ্চলে এই ঘটনা ঘটে। হাতির হামলায় মৃত সবিন টোল্লোর পরিবারের হাতে ১০ হাজার টাকা তুলে দেয় বন দফতর। পাশাপাশি বন দফতর জানাচ্ছে, হাতির হামলা রুখতে তাদের প্রচেষ্টায় কোনও খামতি নেই। ঘটনার পরেও এলাকায় নজরদারি চলছে। জোড়া হাতির হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হল মালবাজার মহকু মার নাগরাকাটা ব্লকের সুলকাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত খাসবক্তির দুটি স্কুলও। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার গভীর রাত্তে। সব মিলিয়ে হাতির আতঙ্কে রাতের ঘুম উড়ে গিয়েছে ব্লকের বিস্তীর্ণ তল্লাটের। বন দফতর অবস্থা জানাচ্ছে, হাতির হামলা রুখতে তাঁদের প্রচেষ্টায় কোনও খামতি নেই। খাসবাস্তিতে সীতারাম শিশু শিক্ষকেন্দ্র নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সেই স্কুলের শ্রেণিকক্ষের বারান্দার লোহার গ্রিল ঝুঁড় দিয়ে উপড়ে ফেলে হাতি দুটি। ফাটল ধরে এই শিক্ষাকেন্দ্রের দেওয়ালেও। ওই শিক্ষাকেন্দ্র থেকে সামান্য দূরেই খাসবাস্তি নেপালি প্রাথমিক স্কুল। এই স্কুলেরও দুটি শ্রেণিকক্ষের পিছনের দেওয়ালের জানালা উপড়ে ফেলে হাতিরা। ভাঙে একাধিক আসবাব। মিড ডে মিলের এক বস্তা চালও সাবড় করে হাতিরা। শনিবার রাতে একটি বুনে হাতি ঢুকে পড়ে এলাকায়। স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েকে নিরাপদে সরাতে গিয়ে হাতির সামনে পড়ে যান সবিন। হাতি সবিনকে শুঁড়ে পেঁচিয়ে আছাড় মারে। মৃত্যু হয় তাঁর। সবিনের বাড়ি গিয়ে তাঁর পরিবারের হাতে ক্ষতিপূরণপত্র ১০ হাজার টাকা তুলে দেন মালবাজার বন্যপ্রাণ স্কোয়াডের রেঞ্জ অ্যাডেনে কিশোর বিকাশ দে। স্কোয়াড সূত্রে খবর, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট মেলার পরে বাকি অর্থ দেওয়া হবে।

রাস্তা মেরামতি শুরু

দূরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৭ আগস্ট : শনিবার বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয় নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জে পিডব্লুডি-র তত্ত্বাবধানে থাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা তৈরী হওয়ার তিন সপ্তাহের মধ্যেই সামান্য বৃষ্টিতে নামে ভয়াবহ ধস, আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয়রা। এমনকি স্থানীয়দের সামগ্রী কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারেরও অভিযোগ তুলে সরব হয়েছিলেন। জানা যায়, শুক্রবার রাতে শিবনিবাস মন্দিরে যাওয়ার চুই নদীর উপর সেতুতে ওঠার মুখে পিডব্লডির নবনির্মিত একমাত্র রাস্তার একধারে ফটল লক্ষ্য করেন পথচলতি স্থানীয় ১ বাসিন্দা। এরপর বিষয়টি জানানো হয় স্থানীয় প্রশাসনকে। এক রাতের বৃষ্টিপাতের ফলে শনিবার সকালে সেই ফটল ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে গভীর ধসের সৃষ্টি হয় রাস্তাটি একধারে। দুর্ঘটনা এড়াতে তড়িঘড়ি রাস্তায় গার্ডওয়াল বসিয়ে দেয় স্থানীয় প্রশাসন। অভিযোগে রাস্তাটি মাত্র ২০ থেকে ২৫ দিন আগের তৈরি করেছে পূর্ত সড়ক দপ্তর। নবনির্মিত রাস্তাটি তৈরি হওয়ার পর একমাস কাটিতে না কাটিতেই সামান্য বৃষ্টিপাতের ফলে ধস নেমে যাওয়ার ঘটনায় বেস্টে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় এলাকায়। সেই খবর প্রকাশিত হওয়ার পরেই নড়েচড়ে বসতে প্রাশসন। ২৪ ঘণ্টা কাটিতে না কাটিতেই পূর্ত সড়ক দপ্তর রাস্তার ধস মোহামতি কাজ শুরু করল রবিবার। রবিবার সকাল থেকেই উক্ত সড়ক দপ্তরের উদ্যোগে রাস্তা মেরামতির কাজ শুরু হতে দেখা গেল কৃষ্ণগঞ্জের শিবনিবাস মন্দিরে যাওয়ার একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ এই নবনির্মিত রাস্তারটিতে। রাস্তায় ফাটল ধরার খবর সম্প্রদায় হওয়ায় পর দ্রুত গতিতে মেরামতির কাজ শুরু হয়। স্বাভাবিকভাবেই খুশি ওই এলাকার স্থানীয় বাসিন্দারা।

অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রকে খুন করল বন্ধুরা

দূরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৭ আগস্ট : নদীয়ায় ফের খুন এক স্কুল পড়ুয়া, ঘটনাকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য এলাকায়। বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে এক অষ্টম শ্রেণির স্কুল পড়ুয়াকে শ্বাসরোধ করে খুন করার অভিযোগ উঠল তারই বন্ধুদের বিরুদ্ধে। এমনই চাঞ্চল্যকর ও মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার কৃষ্ণনগর পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের ঘূর্ণি ঘনুনাথ পল্লী এলাকায়। জানা যায় মৃত কিশোরটি ঘূর্ণি হাইস্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা যায় গত শুক্রবার ২৫ আগস্ট সন্ধ্যায় ওই নাবালককে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায় তার কয়েকজন বন্ধু। তার পর থেকে আর খোঁজ মেলেনি তার, বিভিন্ন জায়গায় খোঁজখুঁজি করে না পেয়ে পরিবারের তরফে কোতোয়ালি থানায় নির্যোঁজ ডায়েরি করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত নামে কোতোয়ালি থানার পুলিশ। জানা যায় তদন্তে নেমে শনিবার ঘূর্ণি এলাকা থেকে ৩ জনকে আটক করে। পরে পুলিশ জেরায় ধৃতরা শিকার করে তারদের বন্ধুকে খুন করেছে। শনিবার সন্ধ্যায় হিজুলী এলাকা থেকে বাগবন্দী অবস্থায় পুলিশ উদ্ধার করে নিখোঁজ ওই ছাত্রের দেহ। পাশাপাশি আটক তিনজনকে প্রেত্কার করে পুলিশ। রবিবার অভিমুক্ত তিনজনকে জেলা বিশেষ আদালতে পেশ করে পুলিশ। পাশাপাশি এই ঘটনার সাথে আর কেউ জড়িত আছে কিনা তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে কোতোয়ালি থানার

মডেল প্রজ্ঞান বানিয়ে ইসরোর বিজ্ঞানীদের সম্মান ছোটোনের

দূরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২৭ আগস্ট : চাঁদের দক্ষিণ মেরুর মাটিতে ল্যান্ডিং করে চন্দ্রযান-৬ সারা বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। ভারতবর্ষের মহাকাশ বিজ্ঞানীদের নাম গর্বিত সারা দেশ। তাদের সম্মান জানাতে সদৃশ্য রোভার প্রজ্ঞান তৈরী করলেন দুর্গাপুরের যুবক। চাঁদের মাটিতে না পৌঁছালেও মোবাইল অপারেটিং মাধ্যমে কৃত্রিম ওই রোভার পৃথিবীর মাটিতে চলতে শুরু করবে। ছবিও তুলবে। একইসঙ্গে আবার মাটিতে জাতীয় পতাকাও পুঁতে দেবে। এমনই যত্নযান তৈরী করে তাক লাগালেন দুর্গাপুরের ছোটোন ঘোষ। দুর্গাপুরের ধুবুড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা ছোটোন ঘোষ। পেশায় ফুলের সাজসজ্জার কাজ করেন তিনি। মাধ্যমিক পাশ করার পর শুরুতে বাবার সঙ্গে গ্যারেজে কাজ শুরু করেন। সেখান থেকে কারিগরি শিক্ষার হাতেখড়ি। মাস কয়েক আগে ১০ সিটের সৌরবিদ্যুত চালিত বহিক তৈরী করে নিজের গড়েছিলেন। প্যাডেল হুড়া সূর্যালোকে ওই বহিকে চড়ে অনায়সে যাওয়া আসা করা যাবে। সেটা তৈরীতে খরচ হয়েছিল তার কুড়ি হাজার টাকা। ওই বহিকে লোহার টুকরোকে জোড়া লাগিয়ে তার সঙ্গে টায়ারের চাকা, সোলার প্লেট, ব্যাটারি বসানো হয়েছিল। পরীক্ষামূলকভাবে সফল হয়। জ্বালানি তেল মূল্যবৃদ্ধির জেরে, কম খরচে সেটা সহকর্মীদের সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় কাজের সুবিধায় যাওয়া আসার জন্য তৈরী করেছিলেন ছোটোন। সম্প্রতি চন্দ্রযান-৬ সাফল্যে আনন্দোচ্ছাসে মেতেছে গোটা দেশ। চন্দ্রযান উৎক্ষেপনের সপ্তাহখানেকের মধ্যে ছোটোনও সদৃশ্য চন্দ্রযান তৈরী করেছিলেন। তবে সেটা মনোরঞ্জনের জন্য। প্র্যাস্টিকের পাতার উপর সাড়ে ছ’ফুটে সিলিভার তৈরী করা হয়। তাতে আর্ডিনো ডিভাইস বোর্ড লাগানো ছিল। সঙ্গে ছিল ৯

টাকা ফেরত চাইলেন পরাজিত প্রার্থী

তনুজ জৈন, মালদা, ২৭আগস্ট : এরেক্ষ পর এক পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি হাতছাড়া হতেই সরব তৃণমূল নেতা-কর্মীরা। লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে অযোগ্য ব্যক্তিদেরকে টিকিট দেওয়া হয়েছিল বলেই পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতি হাতছাড়া হয়েছে বলে অভিযোগ তৃণমূল নেতা-কর্মীদের। ব্লক সভাপতি মানিক দাস ও তৃণমূল নেতা রৌশন জামিরের বিরুদ্ধে টিকিট বিক্রির অভিযোগ তুলে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভে নামলেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা। রবিবার দুপুর একটা নাগাদ হরিশ্চন্দ্রপুর-১ নং ব্লকের রশিদাবাদ, বরুই, কুশিদা ও তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় পাঁচ শতাধিক তৃণমূল কর্মী কতাল গ্রামে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। যদিও ব্লক সভাপতি মানিক দাস তাঁর



চন্দ্রযানে আবার ক্যামেরাও লাগানো হয়েছিল। শনিবার যখন চাঁদের মাটি ছুঁয়ে ভারতীয় অশোক স্তম্ভের প্রতীকী ছাপ ফেলছে রোভার প্রজ্ঞান। ঠিক সেই মুহূর্তে দুর্গাপুরের মাটিতে ছোটোনের তৈরি কৃত্রিম রোভার প্রজ্ঞান ইসরোর বিজ্ঞানীদের সাফল্যকে সম্মান জানাচ্ছে জাতীয় পতাকা বহন করে। ধুবুড়িয়া গ্রামের ছাই মাঠে নিজের তৈরী রোভার প্রজ্ঞান প্রদর্শনী করেন ছোটোন। তিনি জানান, অতীতে গ্রামের বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানে কৃত্রিম হেলেকপ্টার তৈরী করে মানুষকে মনোরঞ্জন দিয়েছি। এবারও দুর্গাপুরবাসীর মনোরঞ্জনের জন্য এই রোভার প্রজ্ঞান তৈরী করেছি। তার সঙ্গে মূল উদ্দেশ্য ছিল, ইসরোর বিজ্ঞানীদের সম্মান জানানো। মানুষ আমার তৈরী এসব যান দেখে খুশী হয়, আনন্দ পায়, শুভেচ্ছা জানায়, সেটাই আমার বড় প্রাপ্তি। তিনি আরও বলেন, জ্বালানি তেল মূল্যবৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষ নাজেহাল। তাই আমার নতুন প্রজেক্ট সৌরবিদ্যুতের দুই সিটের বহিক তৈরী। সেটার কাজ লাগছে। তবে সরকারি সহযোগিতা পাওয়া গেলে এই ধরনের সহীকেলে সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন।

ভোটের ব্যাটরী। মোবাইল দ্বারা অপারেটিং সিস্টেম ছিল। প্রায় ৪০ ফুট ওপরে উড়েছিল তার কৃত্রিম চন্দ্রযান। এবার সদৃশ্য রোভার প্রজ্ঞান তৈরী করে তাক লাগালেন ছোটোন। তাঁর এই রোভারে রয়েছে লোহার রডের ফ্রেম। চার গিয়ার সিস্টেম। হাইড্রোলিক জ্যাক লাগানো রয়েছে। সেটা দিয়ে জাতীয় পতকা মাটিতে পুঁতে দেওয়ার কাজ করছে। ঠিক যেমন চাঁদের মাটিতে প্রজ্ঞান কাজ করছে। একইসঙ্গে আর্ডিনো ডিভাইস বোর্ড, যার মাধ্যমে মোবাইলে অপারেটিং করা যাবে। এছাড়াও ১২ ভোল্টের ব্যাটরী। এই

বকেয়া কর পেতে

দূরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৭ আগস্ট : বছরের পর বছর ধরে ট্রেড লাইসেন্স নবীকরণ না করাই রমরমিয়ে চলেছে বাবসা। বছরের পর বছর ধরে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কোচবিহার পৌরসভা। রবিবার কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ কোচবিহার মিনি বাসস্ট্যান্ড এবং মিনি বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকা পরিদর্শনে বেরোলেন এবংই ছবি উঠে আসে পৌরপতির সামনে। আজ সকালে কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ তিনি বাসস্ট্যান্ডের বিভিন্ন দোকান পরিদর্শনে যান। সেখানে তাদের কাছে চাপ্তা হয় ট্রেড লাইসেন্স এবং কর-এর কাগজ। দেখা যায় তিন, চার বছর ধরে ট্রেড লাইসেন্স নবীকরণ না করাই চলছে ব্যবসা। অনেকের বাকি রয়েছে কর। আবার একটি ট্রেড লাইসেন্স দিলে চলছে অনেক ব্যবসা। কোচবিহার পৌরসভার পক্ষ থেকে আজ বাবসারীসের সমস্ত বকেয়া মেটানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, ভবানীগঞ্জ বাজার থেকে শুরু করে সর্বত্র দেখা যাচ্ছে পৌরসভার কর বকেয়া রয়েছে। বছরের পর বছর ধরে নবীকরণ করা হয়নি ট্রেড লাইসেন্স। একটি ট্রেড লাইসেন্স দিয়ে একাধিক দোকান চালানো হচ্ছে। প্রত্যেককে দ্রুত বকেয়া মেটানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নদীতে ডুবে মৃত্যু

দূরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ২৭ আগস্ট : কাঁসাই নদীতে স্নান করতে গিয়েছিল তিন বন্ধু, সকলেই নবম শ্রেণির ছাত্র। আর জলে ডুবে মৃত্যু হল নবম শ্রেণীর এক ছাত্রের। ঘটনাটি ঘটেছে মেদিনীপুর শহর সংলগ্ন কাঁসাই নদীতে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ছাত্রের নাম রাণা দাস (১৫)। মেদিনীপুর শহরের মল্লিকচক এলাকার বাসিন্দা। রবিবার দুপুরে খবর পেয়ে কোতোয়ালি থানার পুলিশ গিয়ে উদ্ধার করে মৃতদেহ। মৃতের নাম ছোট্ট রাজভর (২৬) বাড়ি চাঁপদানী খাঁ পুকুর এলাকায়। খবর পেয়ে শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতালে জরুজী হয় যুবকের প্রতিবেশি ও পরিজন। হাসপাতাল চত্বরে উত্তেজনা ছাঁতে শ্রীরামপুর থানার পুলিশ লাঠি উঠিয়ে হাসপাতাল তরফে থালি কর দেয়। মৃত যুবকের দাদা বলেন, আমরা সবাই কাজে ছিলাম। ভাই এর গরম লাগছিল তাই পাখা ঘোরাতে যায়। পাখয় হাত ধরে পাশে গেলো। আমরা ভাই এর গেলো। সিদ্ধার্থ জশোয়ার নামে এক যুবক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি বলেন, আমরা কল্লিশ জন কাজ করছিলাম। ছোট্ট পাখাটিকে ঘোরাতে গেলো আর শখ লেগে গেলো। মনে হয় পাখার তার খোলা ছিল। লোহার স্ক্যাফোল্ড থেকে নামে আসার সময় আমরা পাখাটাই কারেন্ট হয়ে যায়।

এবিটিএ-এর বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

দূরন্ত বার্তা, নামখানা, ২৭ আগস্ট : এ.বি.টি.এ-এর বাৎসরিক সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো নামখানা ব্লকের রাজনগর বিশ্বস্তর উচ্চ বিদ্যালয়ে। আজ সকাল শশটায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এবং নামখানা জোন এর সভাপতি শিক্ষক হারাধন পাত্রের ভাষণের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নামখানা জোনের সঙ্গীতগুরু শিক্ষক শিবশংকর মন্ডল, রাজনগর বিশ্বস্তর হাইস্কুলের ইউনিট-এর সম্পাদক নীলকন্ঠ রঞ্জিত, উপস্থিত ছিলেন এই স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক অখিল কুমার দাস, মদনমোহন গির্জা, স্বপ্নন মহিতি, সুব্রত জানা, এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ কুমার দিদা।

‘লন্ডন বুক অফ ওয়ার্ল্ড’ পুরস্কার পেলেন মঙ্গলকোটের রুদ্রপ্রসাদ

দূরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৭ আগস্ট : লন্ডন বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড তৈরি করে ২০২৬-এ সম্প্রতি পুশুতে পুরস্কৃত হলেন পূর্ব বর্ধমানের জেলার সুখপুকুরিয়া গ্রামের রুদ্রপ্রসাদ ঘটকা। শিল্পী বলেন, লন্ডন বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ড তৈরি করার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। সেই মত লন্ডন বুক অফ ওয়ার্ল্ড পুরস্কারের সাথে তিনি তার সমান্য দক্ষতা দিয়ে কাজ শুরু করেন। বিষয় ছিলো স্পিড পেন্টিং অর্থাৎ সল্প সময়ে একটি নির্দিষ্ট মাপের চিত্র অঙ্কন। ক্যানভাসে তিনি একটি রাধা কৃষ্ণের মুখমন্ডল অঙ্কন করেন। কাজটি করতে তার সময় লাগে ৬ মিনিট ৪৮ সেকেন্ড। যতটা সম্ভব পরিবার আঁকার চেষ্টা করে ছিলেন অতি অল্প সময়ের মধ্যে। তবে যে একেবারে নির্বাচিত হয়ে যাবেন এটা তিনি ভাবেননি। এবং দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ও বিচারকদের নানান বিচারে অবশেষে ৫ আগস্ট নির্বাচিত হয়ে যান। তারই প্রাপ্তি আজকের এই পুরস্কার। তিনি আরও জানান, সটাইই আমার শ্রদ্ধেয় গুরু আমার জ্যেষ্ঠ সচিদানন্দ ঘটক ও আমার শুভাকাঙ্ক্ষীদের ভালোবাসা ও আশীবাদের ফল। তাই এই সম্মান আমি সবার সাহেই ভাগ করে নিতে চাই। ছোটো থেকেই তার মামার বাড়ির শিল্পী পরিবারে বেড়ে ওঠা। দাদু শিল্পী সত্যনারায়ণ মহান্তকে দেখে ও কাছ থেকেই প্রথম পথচলা শুরু হয়। তার পর বিশ্বভারতী কলাভবন থেকে পঠন-পাঠন শেষ করে ২০১৮ সালে। পঠন-পাঠন শেষের দিকে শিল্পী আরও একটি ডিপ্লোমা কোর্স করেন। পুশে থেকে লর্নচিত্র শিল্প নির্দেশনা নিয়ে। তার পর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাকে। সম্পূর্ণ তবে কর্মজীবন শুরু হয়ে যায়। প্রথমে বেশ কিছু প্রজেক্টে সহকারী হিসেবে তার পর নিজেই নির্দেশক হিসেবে কাজ শুরু করে ফেলেন মৃদ্যহিয়ে। তখন পেটিংকে শিল্প হিসেবে

প্রতারক গৃহশিক্ষক

দূরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৭ আগস্ট : স্কলারশিপের জন্য পরীক্ষা দিতে হবে। এমনটা বুঝিয়ে নাবালিকা ছাত্রীদের বাড়িতে ডেকে গমন। নিয়ে চম্পট দেওয়ার অভিযোগ উঠল গৃহশিক্ষকের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের জলঙ্গির ফরিদপুর ভিটাপাড়া এলাকায়। জানাজানি হতেই প্রতারক শিক্ষকের বাড়িতে বিক্ষোভ দেখায় অভিভাবকরা। ধৃত শিক্ষকের মা ও স্ত্রী। প্রতারিত দশম শ্রেণি এক ছাত্রী জেসমিনা খাতুন জানায়, ওই শিক্ষকের নাম মিনারুল ইসলাম। তিনি বলেছিলেন, সংখ্যালঘু দপ্তর থেকে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের স্কলারশিপ দেওয়া হয়। তা পেতে গেলে ডোমকলে গিয়ে পরীক্ষায় বসতে হবে। সেই মতো রবিবার সকলে ডোমকলে যাওয়ার জন্য শিক্ষকের বাড়িতে যায়। অভিযুক্ত জানান, ওখানা সকলের ছবি তুলতে হবে। বালা, গরনা পরা থাকলে স্কলারশিপের টাকা মিলবে না। তাই গরনা খুলতে বলেন তিনি। অভিযোগ, গয়না খুলে অভিজ্ঞ শিক্ষকের কাছে দেওয়ার পরই তিনি ছাত্রীদের বলেন, দেরি হয়ে গেলে, নিশ্চয় ক্ষিদে পেয়েছে? তো বোলা কী খাবে। ছাত্রীরা আনন্দের সঙ্গে বিরিয়ানি খেতে চায়। এরপরই বিরিয়ানি আনার কথা বলে চম্পট দেয় অভিযুক্ত। আটটা থেকে বেলা এগারোট। বাজলেও খাবার আর আসছে না দেখে ফোন করে ছাত্রীরা। তাতেও লাভ হয়নি। এক অভিভাবক জাহিদুল ইসলাম জানান, পুলিশ দ্রুত গয়না উদ্ধারের আশ্বাস দেওয়ার বিক্ষোভ উঠেছে। পাশাপাশি পুলিশ ওই প্রতারক শিক্ষকের মা ও স্ত্রীকে থানায় নিয়ে গিয়েছে। জানা গিয়েছে, ফরিদপুর ভিটোপাড়ার মিনারুল ইসলাম ডোমকলে একটি আ্যাকাডেমি স্কুল খুলে সেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ান। পাশাপাশি বাড়িতেও দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ান। তাদের সঙ্গেই ওই প্রতারণ।

মন্ত্রীর চেক প্রদান

দূরন্ত বার্তা, মালদা, ২৭ আগস্ট : মিজোরামে নির্মীয়মান রেল সেতু ভেঙে মালবার ২৬জন মৃত শ্রমিকের পরিবারদের সঙ্গে রবিবার দেখা করলেন রাজ্যের পৌরমন্ত্রী খিরহাদ হাকিম। এদিন তিনি রাজ্যের সেচ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাফিনা ইয়াসমিন, রাজ্যসভার সাংসদ মৌসম নূর, মালদা জেলাপরিষদের সভাপতিত্ব লিপিকা বর্মণ ঘোষ, মালতীপুরের বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী সহ অ্যান্যাদের সাথে নিয়ে রয়া-হন ব্লকের পুরিয়য়ার চৌদুয়ার গ্রামে যান। সেখানে মৃত পরিষায়ী শ্রমিকদের পরিবারবর্গের সঙ্গে কথা বলেন। তাদের সমবেদনা জানান। সেই সঙ্গে তাদের সবধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

প্রীতম সাধুর্থা, চুঁচুড়া, ২৭ আগস্ট : চুঁচুড়া দক্ষিণায়নের বাসিন্দা সায়ন কর্মকার কেন্দ্র সরকারের ডিফেন্স রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট (ডিআরডিও) তে পরীক্ষা দিয়ে মেথাতালিকায় এক নম্বরে জয়গা করে নেন। ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান করে চাকরিতে যোগ দিতে পারবেন বলে চিঠি পাঠায় ডিআরডিও। সেখানেই আটকে যায় সায়নের চাকরি পাওয়া। চন্দননগর কানাইলাল স্কুল থেকে বিজ্ঞান নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে টেকনো ইন্সটিটিউটটি। থেকে বি.টেক. করে। এরপর রাজারহাটের ডিরোজিও মেমোরিয়াল কলেজ থেকে ফটোগ্রাফি এন্ড ভিডিও প্রোডাকশন নিয়ে ডিপ্লোমা করেন ২০১৭-১৮ সালে। তার আগে বেবুড় রামকৃষ্ণ মিশন কলেজ থেকে ৬ মাসের সার্টিফিকেট কোর্সও করেন সায়ন। চলতি বছরের জাম্বায়ী মাসে ডিআরডিও-তে টেকনিক্যাল ফটোগ্রাফার টেকনিকিয়ান পদের জন্য পরীক্ষায় বসেন। লিখিত পরীক্ষায় পাশ করেন। এপ্রিল মাসের ৬ তারিখে মহারাষ্ট্রের পুনেতে রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার্সে গিয়ে মৌখিক পরীক্ষা দেন। ৭ মে রেজাল্ট বেরোয়। ১২ মে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশানের চিঠি আসে। ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটিতে একাধিকবার যাওয়াত করেও মেলেনি ডিপ্লোমার শংসাপত্র। তার চাকরি আটকে আছে বলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্যাডে হাতে লিখে একটি শংসাপত্র দেওয়া হয়। ডিআরডিও তা গ্রহন করেনি। পরে আবার একটি ছাপা শংসাপত্র দেওয়া হয় যেখানে উপাচার্যের কোনো সই নেই। তাই সেই শংসাপত্র গ্রহণ করেনি ডিআরডিও। সায়ন বলেন, ২৭ মে ২০২৬ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নেই। সহউপাচার্য, ডিনও নেই। আমার মত অনেক ছাত্রই পরীক্ষায় পাশ করে বসে আছে কিন্তু শংসাপত্র পায়নি। আর আমি সশংসাপত্র না পেলে আমার চাকরীটিই হয়েছে হবে না। তাই বাধ্য হয়ে রাজ্যপালের কাছে গিয়েছিলাম। রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা হয়নি। আমি রাজ্যপালের অফিসে একটি আবেদনপত্র দিয়ে এসেছি যাতে দ্রুত উপাচার্য নিয়োগ করা হয় ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটি সহ রাজ্যের উপাচার্য নেই এমন সব বিশ্ববিদ্যালয়ে। সায়নের মা দীপা কর্মকার বলেন, সরকারি চাকরির অবস্থা খুবই খারাপ। সায়ন একটি ভালো চাকরি পেয়েও পাচ্ছে না। শুধুমাত্র উপাচার্য না থাকায়। রাজ্যপালের কাছে আবেদন করব দ্রুত উপাচার্য নিয়োগ করে আমার জেলের মত আরো অনেক জেলের সমস্যা দূর করতে। আমি জেলের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু ওরা কিছু করতে পারেনি। চিন্তায় ছেলে রাতে ঘুম হচ্ছে না, কি হবে বুঝতে পারছি না। সায়ন জানান, তিনি ২০১৯ সালে পাশ করেছেন। মার্চ মাসে কলেজ থেকে ফেরায়েও লেটার নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। তিন মাস আগে পরজ্ঞা ঘোষণা ছিলেন। তাও তাকে শংসাপত্র দেওয়া হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে ২০২১ সালের পর থেকে ডেটা আপলোড করা আছে তাই অনলাইনেও শংসাপত্র পাওয়া যায়নি।



পাঁশকুড়া ব্লকের অর্ন্তগত উত্তর মেচগ্রাম গ্রাম কমিটির সহযোগিতায় আজ রবিবার একটি ক্যারটে প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজন করে হয় উপস্থিত ছিলেন পাঁশকুড়া পৌরসভার প্রাক্তন কাউন্সিলর তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী সেক সমিরুদ্দিন, উত্তর মেচগ্রাম গ্রাম কমিটির সভাপতি রেবতী সেন সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ। -নিজস্ব চিত্র।

Name Change	Name Change
I SURYA KUMAR MAITI S/O SHITAL CHANDRA MAITI R/O VILL/6 PO BARUTTARHINGLY PS BHABANIPUR EAST MEDINIPUR PIN 721654 SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SURJA KUMAR MAITY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/08/2023.SURJA KUMAR MAITI AND SURJA KUMAR MAITY SAME AND IDENTICAL PERSON.	I RAMESH CHANDRA BHAKAT S/O PURNA CHANDRA BHAKAT R/O 65, J K PAL ROAD, SAHAPUR, KOLKATA-700038 SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAMESH BHAKAT VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/08/2023.I RAMESH CHANDRA BHAKAT AND RAMESH BHAKAT SAME AND IDENTICAL PERSON.
Name Change	Name Change
I, CHANDA CHOWDHURY alias NILA CHOWDHURY(old name) W/O LATE SHYAM SUNDER CHOWDHURY Presently residing at 44, Chinimoy day Road, PO+PS+Dist+Howrah-711101, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as)NILA CHOWDHURY, vide an affidavit sworn before The Notary Public at Kolkata on 26/08/2023. CHANDA CHOWDHURY, NILA CHOWDHARY AND NILA CHOWDHARY both are same and one identical person.	I NARGISH GAZI AND NARGIS GAZI, W/O SARFARAZ MONDAL, R/O VILL- DAKSHIN BALAADANGA, P.O. GOLLAP NAGAR, BONGAON , NORTH 24 PARGANAS, PIN-743262, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NARGIS MONDAL GAZI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/09/2023.NARGISH GAZI AND NARGIS GAZI ALSO NARGIS MONDAL GAZI SAME AND IDENTICAL PERSON.
Name Change	Name Change
I MOUSHUMI SEIKH, W/O YEAKUB ALI MOLLA, R/O AKRA MAGURA MOLLAPARA MAHESHTALA, DIAMOND HARBOUR, PIN-700141, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NAFISHA BEGAM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/09/2023.MOUSHUMI SEIKH AND NAFISHA BEGAM SAME AND IDENTICAL PERSON.	I GOLAM SARWAR AKHAND, S/O BODRODDOZA AKHAND, R/O AKHAND MOLA PARA, P.S. JOYNAGAR, SOUTH 24 PARGANAS, DEALARE THAT DUE TO INVOLVERT ANCE BY MY FATHER NAME HAVE BEEN ERRONEOUSLY RECORDED IN MY SAID VOTER I CARD, DRIVING LICENCE AND PAN CARD, AS GOLAM SARWAR AKHAN S/O BODRODDOJA AKHAN IN PLACE OF GOLAM SARWAR AKHAND, AS PER AFFIDAVIT IN THE COURT OF LD. 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE ON 06/09/2023 BOTH GOLAM SARWAR AKHAND S/O BODRODDOZA AKHAND AND GOLAM SARWAR AKHAN IS THE SAME PERSON.

অনুশীলনে রাহুল

বেঙ্গালুরু, ২৭ আগস্ট : এশিয়া কাপের জন্য শুরু হয়ে গিয়েছে ভারতীয় দলের প্রস্তুতি শিবির। বেঙ্গালুরুতে টিম ইন্ডিয়ার ক্যাম্পে মূল ফোকাসে কেএল রাহুলের দিকে। অনুশীলন শুরু করলেও এখনও পুরোপুরি ফিট নন ভারতীয় দলের এই তারকা। তবে এশিয়া কাপ যত এগিয়ে আসছে ততই টিম ম্যানেজমেন্টকে সন্তুষ্ট দিচ্ছেন রাহুল। ব্যাটিংয়ের পর এবার উইকেটকিপিংও শুরু করে দিলেন রাহুল। এশিয়া কাপের সম্প্রচারকারী চ্যানেলের পক্ষ থেকে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের একটি ভিডিও পোস্ট করা হয়েছে। সেখানে দেখা গিয়েছে কেএল রাহুলকে উইকেট বক্ষকের ভূমিকায়। রাহুলের খেলা নিয়ে এখনও যোঁষাখা আছে। যদিও টিম ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে সরকারিভাবে এখনও কিছু জানানো হয়নি। যদিও ভিডিওতে রাহুলকে দেখে ফিটই মনে হয়েছে। তবে এশিয়া কাপের প্রথম ম্যাচেই তাঁকে নামানো হবে কিনা তা চূড়ান্ত নয়। কর্ণাটকী ব্যাটসম্যানের চিটনেস নিয়ে এখনও যোঁষাখা আছে। এনসিএ-র পক্ষ থেকে রাহুলকে ফিট সাটিফিকেট দেওয়া হয়নি। রাহুলের জন্য একটি ম্যাচ ম্যাচ আয়োজন করেছে এমসিএ। সেই ম্যাচে রাহুলকে দেখার পরই তাঁকে নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বে তার খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা এখনও আছে। ভারতীয় দলের অনুশীলনে জুটিতে ব্যাট করেন তারকারা। সেখানে রোহিৎ শর্মার সঙ্গী হন শুভভন গিল। ফলে রোহিত-গিল জুটি যে ওপেনিংয়ে শুরু করতে চলেছেন সেই বিষয়টা ফলে তিন ও চার নম্বরে দুই ব্যাটসম্যান প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছেন। বিরাট কোহলি ৩ ও শ্রেয়াস অইয়ার চারের এটা প্রাথমিকভাবে ধরে নেওয়া যায়। আইয়াইই হতে চলেছেন নম্বর ৪। রাহুল একান্ত খেলতে না পারলে সঞ্জু স্যামসন দলে আসবেন। তবে এখনও ভারতের প্রথম একাদশে নিয়ে প্রকাশ্যে কিছু জানায়নি ম্যানেজমেন্ট। কারণ, দলে ঈশান বিখানও রয়েছে। এদিকে শ্রেয়াসের ব্যাকশাণ্ডি হিসেবে তৈরি করে রাখা হচ্ছে সূর্যকুমার যাদবকে। যদিও প্রথম একাদশে সূর্যকুমার যাদবের আসার সম্ভাবনা খুব কম। এরপর নীচের দিকে হার্পিক পাণ্ডিয়ার, বরিশ্ত জাদেজা, অক্ষক প্যাটেলরা রয়েছে। আগামী ৩০ আগস্ট কলম্বো উড়ে যাবে ভারতীয় দল। ২ সেপ্টেম্বর প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে ভারত। বিশ্বকাপের মহড়া হিসাবে এই টুর্নামেন্টটিকে দেখা হচ্ছে। তবে প্রথম ম্যাচেই পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে ভারত। ২০১৮ সালের পর এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ান হয়নি ভারত।

শীর্ষে পাকিস্তান

নয়াদিল্লি, ২৭ আগস্ট : এশিয়া কাপের আগে আইসিসির একদিনের ক্রম তালিকায় বিরাট পরিবর্তন। ওডিআই ক্রিকেটে শীর্ষস্থান হারাল অস্ট্রেলিয়া। একদিনের ক্রিকেটে ফার্স্ট বয় এখন বাবর আজমরা। রবিবার আইসিসির পক্ষ থেকে একদিনের যে নতুন ক্রম তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে তাতে এক নম্বর জায়গা দখল করেছে পাকিস্তান। দুই নম্বরে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া, তিন নম্বরে ভারত। এর আগেও উল্লেখ বহুরণের মে মাসেও শীর্ষস্থানে উঠেছিল পাকিস্তান। কিন্তু, এই সিংহাসন তারা বেশদিন ধরে রাখতে পারেনি। তবে অফগানিস্তানকে ৬-০ ব্যবধানে হোয়াইটওয়াশ করার পর অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে বাবর আজমদের পয়েন্টের ব্যবধান(২৭২৫) অনেকটাই বেড়ে গিয়েছে, অস্ট্রেলিয়ার বুলিতে ২,৭১৪ পয়েন্ট রয়েছে। তবে রেটিং দুই দলের সমান আছে বর্তমানে পাকিস্তান ও অস্ট্রেলিয়ার রেটিং ১১৮। তিন নম্বরে থাকা ভারতের রেটিং ১১৩। বাবর আজমের নেতৃত্বে পাকিস্তান ক্রিকেট দল ইতিপূর্বে অফগানিস্তানকে প্রথম একদিনের ম্যাচে ১৪২ রানে পরাস্ত করে। আর দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচে ১ উইকেটে। তৃতীয় একদিনের ম্যাচে তারা জয় পেয়েছে ৫৯ রানে। আগামী ৬০ আগস্ট থেকে শুরু হবে চলেছে এবারের এশিয়া কাপ। তার আগেই বিশ্ব ক্রিকেটে ওডিআই ক্রম তালিকায় শীর্ষস্থানে পৌঁছেছে পাকিস্তান। ফলে এই টুর্নামেন্টে বাড়তি আত্মবিশ্বাস নিয়েই নামতে চলেছে পাকিস্তান। শনিবার সিরিজের শেষ ম্যাচে অফগানিস্তানের বিরুদ্ধে নেমেছিল পাকিস্তান। সিরিজ জয় আগেই হয়ে হয়েছিল তাদের। তবুও এই ম্যাচ জয়ের জন্য মরিয়া ছিল পাকস্তান। এই ম্যাচ জিততে পারলেই আইসিসির ক্রম তালিকায় শীর্ষস্থানে পৌঁছানোর সুযোগ ছিল তাদের। সেটাই করে দেখিয়েছেন পাকিস্তানের ক্রিকেটারারা। দলের প্রতিটি ক্রিকেটারদের পারফরম্যান্সে আশ্রুত হয়েছেন বাবর আজম। শীর্ষস্থানে পৌঁছানোর সেই কৃতিত্বও সেই কারণে দলের প্রতিটি সতীর্থদেরই দিচ্ছেন তিনি।

মুম্বই বধ করে শেষ চারে বাগান

কলকাতা, ২৭ আগস্ট : রবিবারীয় সন্ধ্যায় ডুরান্ড কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল মোহনবাগান সুপার জায়ন্ট এবং মুম্বই সিটি এফসি। এই ম্যাটটি ভারতীয় ফুটবলের এই মুহূর্তের অন্যতম সেরা বিজ্ঞাপন। একটি দল আইএসএল চ্যাম্পিয়ন, অন্য দল আইএসএলের লিগ শিল্ড জয়ী। ফলে লড়াই হল সোয়ানে সোয়ানে। ৬-১ গোলে জয় পেলে মোহনবাগান। রবিবার বিকেল থেকেই বাইপাসের বং ছিল সবুজ মেরুন। ডার্বির পর ডুরান্ড কাপের ম্যাচে এত দর্শক সমাগম দেখা যায়নি। কিন্তু মোহনবাগান মুম্বই ম্যাচ বিগত কয়েক বছর ধরেই হাই ভোল্টেজ। ফলে ম্যাচ হল চড়া মেজাজে। ধারে ডারে কিছুটা হলেও এগিয়ে ছিল মুম্বই। ৬-৫-২ হকে খেলতে শুরু করে জুয়ানের মোহনবাগান। ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমনের ঝাঁঝ বাড়ায় সবুজ মেরুন জার্সিধারীরা। ৮ মিনিটেই আশিকের বাড়ানো গ্রু থেকে বল নিয়ে দ্রুত গতিতে বস্কে ঢুক পনেনে জেসন কামিংস। তাকে ফাউল করেন মুম্বই গোলরক্ষক ফুর্বা লাচেমপা। পেনাল্টি পায় মোহনবাগান। পেনাল্টি থেকে গোল করতে ভুল করেনি অজি বিশ্বকাপাৰা। প্রথমেই গোল পেয়ে আরও চনমনে হয়ে যায় আইএসএল চ্যাম্পিয়নরা। এর কয়েক মিনিটের মধ্যেই বজ্জের বাহিরে ফাউল করেন রাহুল বেকো। হলদু কার্ডও দেখেন মুম্বই ডিফেন্ডার। কিন্তু এর পরই চাপ বাড়ায় মুম্বই। রিপিন, দিয়াজরা বাগান ডিফেন্সে ঝড় তোলেন। এরই মধ্যে দিয়াজের একটি শট বায়ে লাগে। যদিও এটি অফ সাইড হয়। গোল শোখ করতে বেশি সময় লাগেনি মুম্বইয়ের। ২৭ মিনিটে অবনব্য তাল মিলে গোল করলেন দিয়াজ।।

কলকাতা লিগ নিয়ে ভাবনা বাগানে

কলকাতা, ২৭ আগস্ট : ভারতীয় দলের ফুটবলাররা না ফিরলে কলকাতা লিগে খেলবে না মোহনবাগান সুপার জায়ন্ট। এমনটাই জানিয়ে দিয়েছেন মোহনবাগানের কর্তা দেবশিষ দত্ত। তবে এই বিষয়টার গুরুত্বই দিচ্ছে না বাংলা ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা আইএফএ। আসলে একদিকে ফুটবলদের চেট-চ্যাপিয়নরা। তার ওপর আবার ফুটবলার না থাকা। সব মিলিয়ে বেশ চাপে পড়ে গিয়েছে মোহনবাগান। এমন অবস্থায় মোহনবাগানের কর্তা বরোশিস দত্ত বলেছিলেন, আমাদের দলের চার ফুটবলার জাতীয় দলে চলে গিয়েছে। সুহেল ভাট, সুমিত রাঠি, হামতের মতো ফুটবলরকে পাছি না। তা হলে কি আমরা এই কটা ফুটবলার নিয়ে খেলব? তাই আমরা ঠিক করেছি, ফুটবলররা না ফিরলে আমরা কলকাতা লিগে খেলব না। কলকাতা লিগের পাশাপাশি চলছে ডুরান্ড কাপ। এর সঙ্গেই যোগ হয়েছে সবুজ-মেরুনের এএফসি কাপ অভিযান। কলকাতা লিগে জির্জার্দ দল খেললেও তাঁদের মধ্যে অনেককেই ভারতীয় যুব দলের ক্যাম্পে ডাক দেয়া হয়েছে।

কলকাতা লিগে যদিও একেবারেই ভালো খেলতে পারছে না সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। সেটাই হজ্বাতো আরও চিন্তায় রাখছে মোহনবাগানকে। কলকাতা লিগের সুপার লিগ্নে উঠতে গেলে মোহনবাগানকে তাদের বাকি সমস্ত ম্যাচেই জিততে হবে। বাস্তব রায়ের ছেলেরা ভালো খেললেও গোল করতে ব্যর্থ হচ্ছে। আবার সমস্যা রয়েছে ডিফেন্সেও। ফলে গোল করলেও সেটা ধরে রাখতে পড়ছে না বাগানের ফুটবলররা। এর মধ্যে যদি দলে নামি ফুটবলররা খেলতেই না পারেন, তবে সুপার লিগ্নে ওঠা মুশকিল হবে। সেই জন্যই এমন দাবি করছেন সবুজ-মেরুন কর্তারা। যদিও, গোট। বিষয়টা এখন বাংলা ফুটবল নিয়ামক সংস্থা আইএফএর হাতো। সূত্র অনুযায়ী তারা অবশ্য এই বিষয়টিতে ততটা গুরুত্বই দিচ্ছে না। বাংলা ফুটবল নিয়ামক সংস্থার সচিব বলেছেন, আমরা এই ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিচ্ছি না। আমাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, মোহনবাগান সুপার জায়ন্টের ব্যাপারে যা কথা বলার তা বলবেন বিনয় চোপড়া। সেখানে দেবশিষ দত্তের কথা বলা হয়নি।

অনূর্ধ্ব ১৬ সাফ ফুটবল দল ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ২৭ আগস্ট : হাতে আর মাত্র কয়েকটা দিন। তারপরই আগামী মাসের প্রথম দিন থেকে শুরু হতে চলেছে অনূর্ধ্ব ১৬ সাফ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ। গত কয়েকমাস ধরে সেই নিয়েই যথেষ্ট ব্যস্ততা দেখা গিয়েছে সভ্যভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের মধ্যে। দলের পারফরম্যান্সের কথা মাথায় রেখে গত কয়েকদিন আগেই কোচের ভূমিকায় আনা হয়েছে ময়াদানের দাপুটে ফুটবলার তথা ফেরালা ব্লাস্টার্স দলের প্রাক্তন সহকারী ইসফাক রক্‌লানেকো। মূলত তার তত্ত্বাবধানে এবার মাঠে নামতে চলেছে ভারতীয় ফুটবল দল। পাশাপাশি ভারতের এই অনূর্ধ্ব ১৬ দলের সহকারী কোচ ও গোলকিপার কোচ হিসেবে রাজন মানি ও ফিরোজ শরীফের নাম সুপারিশ করা হয়েছিল ফেডারেশনের এই কারিগরি কমিটির তরফ থেকে। সেই অনুযায়ী, আসন্ন সেপ্টেম্বর মাসে ভূটানের রাজধানী থিম্পুতে আয়োজিত এই টুর্নামেন্টে অংশ নিতে চলেছে ভারতীয় দল। যেখানে গ্রুপ এ তে থেকে প্রতিবেশী দেশ তথা নেপাল ও বাংলাদেশের মুখোমুখি হতে হবে

জোড়া গোল করে দলকে জেতালেন এমবাল্লে

প্যারিস, ২৭ আগস্ট : নতুন মরসুমে প্রথমবারের মত ঘরের মাঠ পার্ক ডি প্রিন্সেমে মূল দলে ফিরেই জোড়া গোল পেয়েছেন কিলিয়ান এমবাঞ্জে। ফরাসি এই তারকার নৈপুণ্যে গত মরসুমের রানার্স-আপ লেসকে ৬-১ গোলে পরাজিত করেছে পিএসজি। এবারের লিগে প্রথম দুই ম্যাচে জয়হীন ছিল এই দুই দল। কাল তাই বিশেষ করে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য মরিয়া ছিল প্যারিসের জায়ান্টরা। এই জয়ে শীর্ষে থাকা মোনাকোর থেকে দুই পয়েন্ট পিছিয়ে টেবিলের চতুর্থ স্থানে উঠে এসেছে পিএসজি। ম্যাচ শেষে পিএসজি কোচ লুইস এনরিকে বলেছেন, আজ পুরো দল যেভাবে খেলেছে আমি সবসময়ই চাই তারা এবারেরই খেলুক। কিন্তু ফুটবলে সবসময়ই বিস্ময় অপেক্ষা করে। আজকের ম্যাচে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের একটি হৃদয় ছিল। আমার খেলোয়াড়রা ছিল দারুন সাহসী। লেসের মত দলের বিপক্ষে আমরা দারুনভাবে প্রতিরোধও গড়ে তুলেছি। এক্ষিাস্থ্যে বেশ কিছু সুযোগও তৈরী করেছি। ট্রান্সফার সংক্রান্ত জটিলতা কাটিয়ে পিএসজিতেই থাকার সিদ্ধান্ত নেবার পর প্রথমবারের মত কাল ঘরের মাঠে মূল দলে খেলতে নেমেছিলেন এমবাঞ্জে। ভবিষ্যত নিশ্চিত করার একটি ছাপ তার পারফরমন্সে ফুটে উঠেছিল। প্রথমার্ধে তার একটি শট রুখে দেন লেস গোলরক্ষক ব্রিস সাহ্না। আরো একটি শট লাইনের উপর থেকে ক্লিয়ার করেন লেসের অস্ট্রিয়ান ডিফেন্ডার কেভিন ডানসো। ৪৪ মিনিটে মার্কো আসেনসিও গোল করে পিএসজিকে এগিয়ে দেন। ফরাসি জায়ান্টদের হয়ে আসেনসিওর এটাই প্রথম গোলা। পিএসজির পর্তুগীজ মিডফিল্ডার ভিতিচান ওয়ানেনে জাইরে-এমেরির দিকে বল বাড়িয়ে দেন। বজ্জের ঠিক বাইরে থেকে জাইরে-এমেরির পাसे আসেনসিও বল জালে জড়ালে এগিয়ে যায় পিএসজি। স্প্যানিশ এই তারকার বাম পায়ের কার্লি শট তারার সাথ্য ছিলনা। ৫২ মিনিটে ব্যবধান জি়ন্তন করেন এমবাঞ্জে। লুকাস হার্নান্দেজের সাথে বল আদান প্রদান করে প্রথম শটেই তিনি সান্নাৎকে পরাস্ত করেন। এবপর এমবাঞ্জের আরো একটি শট দারুন দক্ষতায় রুখে দেন সাহ্না। কাউন্টার আটাক থেকে বন্দলী খেলোয়াড় এলিয়ে ওয়াই রক্ষনভাগকে ফর্কি দিয়ে শট মিলে সে যাত্রা পিএসজিকে রক্ষা করেন গিয়ানলুইগি ডোনারুমা। বার্সেলোনা থেকে পিএসজিতে আসার পর প্রথমবারের মত মূল দলে খেলতে নামা ওসমানে ডেন্সেলো গোলের সুযোগ হাতছাড়া করেছেন। ৯০ মিনিটে পেনাল্টি স্পটের কাছাকাছি থেকে এমবাঞ্জে নিজের দ্বিতীয় গোল করে বড় ব্যবধানে জয় নিশ্চিত হয় পিএসজিরা। তিন গোলে এগিয়ে থাকায় পিএসজির রক্ষনভাগ কিছুটা নির্ভার হয়ে খেলতে থাকে। কিন্তু এই সুযোগে ইনজুরি রিমেই ওয়াইরা আরো একটি শট অসাধারণ দক্ষতায় রুখে দেন ডোনারুমা। তবে শেষ মুহূর্তে মরগান গুইলাভোগুইয়ের শেষ শটটি মিলান স্ক্রিনিয়ারের সাথে ডিফেন্ড হয়

কিন্তু দুই মিনিটের মধ্যেই ফের এগিয়ে যায় সবুজ-মেরুন। সাহালের কর্নার থেকে তোলা বল বরুমোস সাজিয়ে দেন মনবীরকে। পাঞ্জব তনয় গোল করতে ভুল করেননি। গোল করে চাপের প্রেসার কুকার থেকে বেরিয়ে আসে জুয়ান



আশিক। এরপর জোড়া পরিবর্তন করেন বাগান কোটা। সাদিকু সাহালকে তুলে নামান দিমিত্রি ও ওলেনকে নামান। ৭৫ মিনিটে কামিংসকে তুলে লিঙ্গনকে নামান। এরপর মুম্বইকে বোতল বন্দি করে ফেলে মোহনবাগান। নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার আগে হুগোকে তুলে নেন কোটা। এরপর আর গোল হয়নি। এই ম্যাচ দেখতে যুবভারতীতে উপস্থিত ছিলেন মোহনবাগান ফুটবল দলের কর্মধার সঞ্জীব গোস্বৈদা, ক্রীড়া মন্ত্রী অরুণ বিশ্বাস। ইতিমধ্যেই সেমিফাইনালে উঠে গিয়েছে একসি গোয়া। তাই প্রতিপক্ষকে মেপে গেলেন গোয়া কোচ মানালো মার্কুয়েজ।

পাল্টা ব্রিজ ভূষণের

নয়াদিল্লি, ২৭ আগস্ট : নির্বাসন ইস্যুতে ফের কুস্তিগীরদের সঙ্গে সংঘাত শুরু ব্রিজ ভূষণ শরণ সংয়ের। কয়েকদিন আগেই ভারতীয় কুস্তি ফেডারেশনকে নির্বাসিত করেছে বিশ্ব কুস্তি সংস্থা। এরফলে আন্তর্জাতিক ইভেন্টে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন না ভারতীয় কুস্তিগীররা। নিরপেক্ষ দেশের প্রতিনিধি হয়েই নামতে হবে ভারতীয় কুস্তিগীরদের। এই পরিস্থিতিতে নির্বাসনকে জন্য বিদ্রোহী কুস্তিগীররা দায়ী করছেন প্রকল্প সভাপতি ব্রিজভূষণকেই। এমনকি বিজেপি সাংসদকে মাফিয়া বলেও উল্লেখ করেন। কুস্তিগীরদের তরফে চিতেশ ফোগাও সমাজ মাধ্যমে অভিযোগ করেন, কেউ যদি সঠিকভাবে ভেবে দেখে ব্রিজভূষণ শরণ সংয়ের জন্য কুস্তি ফেডারেশনের ঠিক কতটা ক্ষতি হল, তাহলেই সত্যিটা বেরিয়ে আসবে। ওই মাফিয়ার জন্য আমাদের জাতীয় পতাকা, আমাদের তেরঙ্গা অপমানিত। প্রতিবাদী কুস্তিগীরদের পাল্টা তোপ দাগতে দেবী করেননি ব্রিজভূষণ। সাংবাদিক সম্মেলন করে বিজেপি সাংসদ পাল্টা বলেন, কুস্তি ফেডারেশনের এই অবস্থা শুধু ধরনাজীবীদের জন্য। ওরাই এর জন্য দায়ী। ওরা দলের কুস্তি এবং কুস্তিগীরদের নিয়ে রসিকতা করেছে। আজ ওদের জন্যই প্রথমবার কুস্তি ফেডারেশনকে নির্বাসিত হতে হল। দ্রুত সমাধান না হলে বড় ক্ষতি হয়ে যাবে। গত এপ্রিল মাস থেকে ভারতীয় কুস্তি সংস্থায় অচলাবস্থা তৈরি হয়। সংস্থার সভাপতির ব্রিজ ভূষণ শরণ সংয়ের বিরুদ্ধে মৌন হেনস্ধার অভিযোগ এনে প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু করেন বজরং পুনিয়া-সাক্ষী মালিকরা। এরফলেভারতীয় কুস্তি সংস্থা এই মুহূর্তে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। দায়িত্বে রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের গঠিত অ্যাড-হক কমিটি। তারা নির্বাচনের আয়োজন করছে। একাধিক বার নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হলেও কোনও না কোনও আদালতের নির্দেশে বার বার নির্বাচন পিছিয়ে গিয়েছে। সম্প্রতি ১২ আগস্ট নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল।

ভারতীয় মহিলা ফুটবলে দলে বাংলার সংগীতা

নয়াদিল্লি, ২৭ আগস্ট : এশিয়ান গেমসের জন্য ভারতের মহিলা ফুটবল দল ঘোষণা করা হলো রবিবার। হেড কোচ থমাস ডেননার্‌বি বেছে নিয়েছেন ২২ সদস্যের দল। যাতে বাংলা থেকে সুযোগ পেলেন কল্যাণীর সংগীতা বাসফোডা। এশিয়ান গেমসের আসর চিনের হাংঝৌয়ে বসছে ২১ সেপ্টেম্বর থেকে। চলবে অক্টোবরের ৬ তারিখ পর্যন্ত। ফিফা দলগত ক্রমতালিকায় ভারতের মহিলা ফুটবল দল রয়েছে বিশ্বের ৬১ নম্বরে। ভারত এশিয়ান গেমসে মহিলাদের ফুটবলে বি গ্রুপে রয়েছে। সেই গ্রুপে ভারতের সঙ্গে রয়েছে বিশ্বের ৬৮ নম্বরে থাকা চাইনিজ তাইপে ও ৪৬ নম্বরে থাকা তাইল্যান্ড। পাঁচটি গ্রুপে রাখা হয়েছে মোট ১৭টি দেশকে। গ্রুপ এ, বি ও সি-তে রয়েছে তিনটি করে দেশ, ডি ও ই গ্রুপে রয়েছে চারটি করে দেশ। পাঁচটি গ্রুপের যারা শীর্ষস্থান দখল করবে তারা সরাসরি পৌঁছে যাবে কোয়ার্টার ফাইনালো। পাঁচটি গ্রুপের দ্বিতীয় স্থানে থাকা দলগুলি পয়েন্ট ও প্রয়োজনে গোলপার্থকের নিরিখে যাবে শেষ আটো। এশিয়ান গেমসে মহিলাদের ফুটবলারদের জন্য কোনও বয়সের সীমারেখা নেই। সব দেশই নিজেদের সেরা ফুটবলারদের বেছে নিয়ে দল গঠন করতে পারবে। এশিয়ান গেমসে এই নিয়ে তৃতীয়বার অংশ নিচ্ছে ভারতের মহিলা ফুটবল দল। ১৯৯৮ সালের ব্যাঙ্কক ও ২০১৪ সালে ইন্দোন এশিয়ান গেমসের পর। এশিয়ান গেমসে ভারতীয় মহিলা ফুটবল দলে বাংলার অধিনায়ক সংগীতা বাসফোডের উপস্থিতি বাংলার ফুটবল মহলে খুশির হাওয়া এনেছে।

এশিয়ান গেমসে কোচের দায়িত্বে লক্ষ্মণ

মুম্বই, ২৭ আগস্ট : এশিয়া কাপের পরই শুরু হবে এশিয়ান গেমস। এই টুর্নামেন্টে এবার পুরুষ এবং মহিলা উভয় দলে পাঠাচ্ছে বিসিসিআই। ইতিমধ্যেই দুটি দলও নির্বাচন হয়ে গিয়েছে। এবার চূড়ান্ত হয়ে গেল কোচ এবং সাপোর্ট স্টাফদের নামও। এশিয়ান গেমসে ভারতীয় পুরুষ দলের কোচের দায়িত্ব পেতে চলেছেন ডিভিএস লক্ষ্মণ। ঋষিকেশ কানিতকরকে দেওয়া হচ্ছে মহিলা দলের অন্তর্বর্তীকালীন দায়িত্ব। যেহেতু মহিলা দলের কোচের পদ ফাঁকা রয়েছে, তাই কানিতকরই এশিয়ান গেমসে স্মৃতি-হরমনপ্রীতনের কোচিংয়ের দায়িত্ব সামলাবেন। পাশাপাশি তাঁর সাপোর্ট স্টাফ হিসাবে থাকবেন দুই বন্ধ কোচ রাজীব দত্ত (বোলিং কোচ), শুভদীপ ঘোষ (ফ্লিডিং কোচ)। জাতীয় ক্রিকেট সিনিয়র দলের হেড কোচের দায়িত্ব সামলেছেন। গত বছর আয়ারল্যান্ড সফরে হার্পিক পাণ্ডিয়ার নেতৃত্বাধীন টি-টোয়েন্টে দলের কোচ করা হয়েছিল ডিভিএসকে। এবার এশিয়াডের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্টে কোচের হটসিটে বসতে চলেছেন লক্ষ্মণ। আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর শুরু হচ্ছে এশিয়ান গেমস। চিনের শহর হাংঝৌতে হবে এ বারের এশিয়ান গেমস। মূলত তরুণ দলই পাঠাবে ভারত। এশিয়ান গেমসের জন্য যেমন খতুনারাজের নেতৃত্বাধীন দল তৈরি করা হয়েছে।। পুরুষ দল দ্বিতীয় সারির গোলেও মহিলাদের দল পূর্ণ শক্তির নিয়ে নামবে। হরমনপ্রীত কৌরের নেতৃত্বে পূর্ণ শক্তির দল নামবে এবার

রেকর্ড গড়ে ফাইনালে রিলে দল

কাঙ্ক্ষিত পদকে নজর ভারতের



নয়াদিল্লি, ২৭ আগস্ট : আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা। তারপরই নিশ্চিত হয়ে যাবে বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের ফোর ইনটু ফোর হান্ড্রেড মিটার রিলে থেকে ভারতের পুরুষ আর্থলিটরা পদক আনতে পারেন কিনা। যদিও ইতিমধ্যেই যোগ্যতা অর্জন পর্বে দ্বিতীয় স্থান দখল করে ফাইনালের যোগ্যতা মেডাবে অর্জন করেছে ভারত, তাতে অনেকেই বিস্মিত। ভারতের চেয়ে ভালো সময় করেছে একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ২ মিনিট ৫৯.০৫ সেকেন্ড সময় করে ভারতীয় অ্যাথলিটরা চূর্ণ করেছেন এশিয়ান রেকর্ড। অলিম্পিকে জাপান ভারতের কটিনেন্টাল রেকর্ড ভেঙে দিয়েছিল। গত বছর বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সের ফাইনালে উঠতে পারেনি ভারতের রিলে দল। সেই নিরিখে এবারের কীর্তি নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। সর্বোপরি, গ্রেট ব্রিটেন, জমাইকার মতো শক্তিশ্বর দেশগুলিকে এবার হান্দেরিত পিছনে ফেলেছে ভারত। ভারতের ফোর ইনটু ফোর হান্ড্রেড মিটার রিলে দলে রয়েছেন মহম্মদ আনাস ইহায়ািয়া, আমোজ জেকব, মহম্মদ আজমল ভারিয়াখোডি ও রাজেশ রমেশ। ভারতের আগের যে রেকর্ড ছিল ৬ মিনিট ০০.২৫ সেকেন্ডের, এবার তার চেয়েও এক সেকেন্ড কম নিয়ে ফিনিশিং লাইন অতিক্রম করেছেন ভারতীয় অ্যাথলিটরা। হিটে সাফল্যের পর এবার মিশন ফাইনাল। আমোজ জেকব বলেছেন, ভালোই হয়েছে আমাদের কেউ ধর্তব্যে না রাখা। অভ্যারডগ ভাবা হয়েছে। তবে আমরা লড়াইয়ে রয়েছি। আজ ২ মিনিট ৫৯ সেকেন্ড সময় নিয়েছি। ফাইনালে ২ মিনিট ৫৮ সেকেন্ড সময় করার টার্গেট রাখা। আমরা তো পদক সুনিশ্চিত করার জন্যও দৌড়াতে পারি। গতকাল রাজেশ রমেশকে হুইলচেয়ারে উঠতে হয়েছিল। জেকব বলেন, রাজেশের কিছু হয়নি। তিনি সব সামলে নেনেব। ফাইনালে রাজেশ আজ ৭ কম সময় করতেই পারেন। গত বছর ওরেগনে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে জাপান ২ মিনিট ৫৯.৫১ সেকেন্ড সময় করে এশিয়ান রেকর্ড গড়েছিল। যা ভেঙে দিয়েছেন জেকবরা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হিটে সময় করেছে ২ মিনিট ৫৮.৪৭ সেকেন্ড। ৯ দলের ফাইনাল শুরু ভারতীয় সময় রাত ১টা ৭ মিনিটে।

এশিয়ান গেমসে। ২০২৩ সালটা ভারতীয় ক্রিকেট দলের কাছে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ব্যর্থতার পর এবার সামনে এশিয়া কাপ, এশিয়ান গেমস ও একদিনের ক্রিকেট বিশ্বকাপ রয়েছে। এই তিনটে জিততে না পারলে অনেক প্রশ্ন উঠে যাবে। একদিনের বিশ্বকাপের পরই চুক্তি শেষ হচ্ছে রাহুল দ্রাবিড়ের। একাধিক এশিয়ান গেমসে সোনার পদকে ভারতের পারলে ডিভিএস লক্ষ্মণ ব্যাল্লোলোের আলুর তিন সপ্তাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্যাম্প নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন। যে শিবিরে তরুণ ক্রিকেটাররা যেমন- অভিষেক শর্মা, গ্রুব জুরেল, রিয়ান পরাগ, প্রভসিমরান সিং, সাই সুদর্শন, আকাশ সিং, রাজবরেন হান্সগোর্কাকা এবং দিব্যাংশ সান্নোরা অংশ নিয়েছেন। এশিয়ান গেমসে ছেলে ও মেয়েদের ক্রিকেট খেলা হবে টি-২০ ফর্ম্যাটে। আসলে আইসিসি ক্রম তালিকা অনুসারে বাছাই তালিকার প্রথম চারটি দল সরাসরি কোয়ার্টার ফাইনালে মাঠে নামবে। সুতরাং, কোয়ার্টার ফাইনাল ও সেমিফাইনাল জিতে ফাইনালে উঠলেই সোনা অথবা রূপার পদক নিশ্চিত করার সুযোগ রয়েছে প্রথম চারটি দলের সামনে। মহিলাদের ক্রিকেট ইভেন্টে শুরু হবে ১৯ সেপ্টেম্বর। ফাইনাল খেলা হবে ২৬ সেপ্টেম্বর। ছেলেদের ক্রিকেট শুরু হবে ২৮ সেপ্টেম্বর। ফাইনাল খেলা হবে ৭ অক্টোবর।

সব খবর সবার আগে, বাংলায়

Download The App Now

ডাউনলোড করতে স্ক্যান করুন